আজকাল

আরও ৩% ডিএ বাড়ল কেন্দ্রীয় কর্মীদের

বৈঠক, জনসভা মুখ্যমন্ত্রী আজ রায়গঞ্জ যাচ্ছেন

www.aajkaal.in | কলকাতা ১১ কার্তিক ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার ২৯ অক্টোবর ২০২৬ শহর সংস্করণ* ৫.০০ টাকা ১৪ পাতা | পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১ টাকা

ইন্দ্রনীল সেন গ্রেপ্তার

আজকালের প্রতিবেদন

রাজ্যের প্রাক্তন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনকে গ্রেপ্তার করল কলকাতা পুলিশ। ইউনেস্কোর নাম যুক্ত করে দুর্গাপুজোয় প্রিভিউ শোয়ের পাস বিক্রির মামলায়। বুধবার ওই মামলায় তাঁকে ফের ডেকে পাঠিয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বিকেল ৫টা ১০ মিনিটে ইডি দপ্তর থেকে বেরোনোর পরেই কলকাতা পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে লালবাজারে নিয়ে যায়। বৌবাজার থানায় পাস বিলি নিয়ে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। সেজন্যই গ্রেপ্তার করেছে কলকাতা পুলিশ।

ইন্দ্রনীল সেনের গ্রেপ্তারি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, ‘ওঁর বিরুদ্ধে তদন্ত অনেক দিন ধরেই চলছে। একদিকে ইডি, একদিকে কলকাতা পুলিশ। তারা নিশ্চিত ভাবে তথ্যপ্রমাণ পেয়েছে। আইনগত কাজ করছে। এ নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। আমি অনেক রাজনৈতিক সভাতে বলেছি, উনি তো একা খাননি, খাইয়ে খেয়েছেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির প্রত্যক্ষ মদতে এ সব হয়েছে। ওঁর হাতও থাকতে পারে। একই গাড়িতে ঘুরে বেড়াতেন, গান গাইতেন। শেষ গানটাও আমরা শুনেছি। ডুয়েট করেছেন— ‘আমার যাওয়ার সময় হল/ দাও বিদায়।’

প্রসঙ্গত, বৌবাজার থানা ইন্দ্রনীল সেনকে বার কয়েক নোটিস পাঠিয়েছিল। কিন্তু তিনি থানায় যাননি। তিনি কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন। হাইকোর্ট সেই আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল। ‘মাস আর্ট’ নামে একটি সংস্থার মাধ্যমে ইউনেস্কোর লোগো ব্যবহার করে প্রিভিউ শো ও ভিআইপি পাস বিক্রির নামে বহু কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগের

● এরপর ২ পাতায়



মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বেদান্ত গ্রুপের চেয়ারম্যান অনিল আগরওয়াল। নবান্নে, বুধবার। ছবি: আজকাল

৫ নভেম্বর ঘোষণা নতুন শিল্পনীতি আসানসোলে লগ্নি বেদান্ত-র

আজকালের প্রতিবেদন

আগামী ৫ নভেম্বর রাজ্যের নতুন শিল্পনীতির ঘোষণা করা হবে। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই খবর জানিয়েছেন। তিনি জানান, দেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী বেদান্ত গ্রুপ এ রাজ্যে বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সংস্থার চেয়ারম্যান অনিল আগরওয়াল এদিন নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা আসানসোলে বিনিয়োগ করবেন। প্রায় ১০ হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, দেশের বিজেপি-শাসিত সাতটি রাজ্যে সংস্থা ইতিমধ্যেই বিনিয়োগ করেছেন। এ রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার ছিল বলে এতদিন বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয়নি। এখন বিজেপি সরকার এসেছে। তাই অনিল আগরওয়াল বিনিয়োগ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে গেলেন। সংস্থার চেয়ারম্যানের কথায়, এ রাজ্যে এখন শিল্পবান্ধব পরিবেশ গড়ে উঠেছে। আইনের শাসন রয়েছে। তোলাবাজি, সিন্ডিকেট, কাটমানি, তুষ্টিকরণ আর নেই। মুখ্যমন্ত্রীও বেদান্ত গোষ্ঠীর চেয়ারম্যানকে আশ্বাস

● এরপর ২ পাতায়

সংশোধন করা হবে আইন নতুন শিক্ষকেরা রাজনীতি করতে পারবেন না: মুখ্যমন্ত্রী

রিনা ভট্টাচার্য

নতুন নিয়োগ-হওয়া শিক্ষকেরা আর প্রত্যক্ষ রাজনীতি করতে পারবেন না। এমনই সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। বুধবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তবে তিনি জানিয়েছেন, যাঁরা ইতিমধ্যে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, তাঁদের অধিকার খর্ব করা হচ্ছে না। স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে যাঁরা নতুন করে শিক্ষক হিসেবে কাজে যোগ দেবেন, তাঁদের জন্য এই বিধিনিষেধ আরোপ করা হচ্ছে। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় রীতিনীতি সংশোধন করা হবে বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আজকের পর থেকে, স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগপত্র-পাওয়া শিক্ষকেরা অন্যান্য রাজ্যের মতো পঞ্চায়েত, পুরসভা, লোকসভা, বিধানসভায় প্রার্থী হতে পারবেন না। তাঁরা কেউ প্রত্যক্ষ রাজনীতি করতে পারবেন না।’ রাজ্যে যে-শিক্ষকরা সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, তাঁদের সেই অধিকার খর্ব করা হবে না বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তবে নবনিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রত্যক্ষ রাজনীতিকে যুক্ত হতে পারবেন না। স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়ার মধ্যে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হল বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গের যে শিক্ষার মান নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তা পুনরুদ্ধার করতে চাই। ৩৪ বছরের কমিউনিস্ট এবং ১৫ বছরের দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল কংগ্রেস, যাদের মাইন্ডসেটটাই ছিল গ্রেটার বাংলাদেশ তৈরি করার, সেই জায়গা থেকে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে, শিক্ষার প্রাঙ্গণকে, শিক্ষামন্দিরকে, শিক্ষক শব্দের যে-মর্যাদা, তা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে এটি একটি বড় উদ্যোগ।’

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ‘কেরল ছাড়া ভারতে আর কোনও রাজ্যে শিক্ষকেরা সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে থাকেন না। প্রতিবেশী রাজ্যগুলি অর্থাৎ বিহার, উত্তরপ্রদেশ কোথাও শিক্ষকেরা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন। শুধু বাংলায় সিপিএমের আমল থেকে শিক্ষকদের সরাসরি রাজনীতি করা চলে আসছিল। এবার এ রাজ্যে তা বন্ধ করা হল।’

মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বক্তব্য, এখন যাঁরা শিক্ষকতা করছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই পঞ্চায়েত, পুরসভা, বিধানসভা বা লোকসভায় জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁদের অধিকার খর্ব করা হবে না। কারণ, তাঁদের নিয়োগের সময় এই ধরনের কোনও আইনি শর্ত ছিল না। তাই তাঁরা এই নিয়মের বাইরেই থাকবেন। ভবিষ্যতে সমস্ত শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে এই শর্ত কঠোর ভাবে প্রযোজ্য হবে বলেও মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন।

> ‘বিহার, উত্তরপ্রদেশ কোথাও শিক্ষকেরা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন। শুধু বাংলায় সিপিএমের আমল থেকে শিক্ষকদের সরাসরি রাজনীতি করা চলে আসছিল। এবার এ রাজ্যে তা বন্ধ করা হল।’

৫০ লক্ষ কৃষককে মুখ্যমন্ত্রী কৃষক সম্মান নিধি

আজকালের প্রতিবেদন

রাজ্যে শুরু হচ্ছে ‘মুখ্যমন্ত্রী কিসান সম্মান নিধি’ প্রকল্প। রাজ্যের কৃষকদের উন্নয়নে এই প্রকল্প শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। আগামী ৫ নভেম্বর হুগলির পুরশুড়া থেকে নতুন নামে প্রকল্পটির সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ওই দিন এই প্রকল্পের আওতাধীন কৃষকদের অ্যাকাউন্টে প্রথম দফায়

৫ নভেম্বর থেকে

২ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। পরে আরও ১ হাজার টাকা। এই প্রকল্পে প্রতি বছর রাজ্য দেবে ৩ হাজার টাকা করে। এতে উপকৃত হবেন রাজ্যের প্রায় ৫০ লক্ষ কৃষক। অর্থাৎ রাজ্যের কৃষকরা প্রধানমন্ত্রী কিসান সম্মান নিধির ৬ হাজার এবং রাজ্যের ৩ হাজার, মোট ৯ হাজার টাকা করে প্রতি বছর পাবেন।

বুধবার মুখ্যমন্ত্রী নবান্ন সভাঘরে বলেন, ‘পিএম-কিসান সম্মান নিধি যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরাই এই প্রকল্পে অতিরিক্ত ৩ হাজার টাকা পাবেন। এই অর্থ দেওয়ার কথা আমরা আগেই বলেছিলাম। সেই মতো আমরা দুটো কিস্তির টাকা মুখ্যমন্ত্রী কিসান সম্মান নিধির মাধ্যমে দেওয়া হবে।’ প্রসঙ্গত, কেন্দ্র সরকারের কৃষক সহায়তা

● এরপর ২ পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন বইয়ের সঙ্গে সিপিএমের সম্পর্ক কী?

আজকালের প্রতিবেদন

‘সিপিএম অপপ্রচার করছে সরকার বই-বিরোধী বলে। কিন্তু বইয়ের সঙ্গে সিপিএমের সম্পর্ক কী?’ প্রশ্ন তুললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার নবান্ন সভাঘরে তিনি বলেন, ‘সিপিএমের সঙ্গে সম্পর্ক মাওবাদীদের। সিপিএমের সঙ্গে সম্পর্ক জনযুদ্ধের। সিপিএমের স্লোগান, জেহাদি আর আজাদি। সিপিএমের স্লোগান, ধর্ম মানে আফিম। সিপিএমের স্লোগান, কোনও ধর্ম নেই, আমরা নাস্তিক। সিপিএমের বক্তব্য, আরএসএসের পরিচালিত স্কুল থেকে নাকি গুন্ডা তৈরি হয়।’ সিপিএমের কড়া সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘সিপিএম লোকেদের উল্টো করে টাঙানো জাতীয় পতাকা আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে অনেকদিন পরে খুলতে দেখেছি। আমি সিপিএমের লোকেদের মিছিলে কখনও স্বামী বিবেকানন্দের ছবি দেখিনি। চে গুয়েভারার ছবি লাগানো টি-শার্ট পরতে দেখেছি।’ পাশাপাশি, এদিন তিনি ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র এবং সুজন চক্রবর্তীর বক্তব্য নিয়েও সমালোচনা করেন। বলেন, ‘গর্বের সঙ্গে সূর্যকান্ত মিশ্র বলেছিলেন, তাঁর গায়ে পৈতে নেই, তিনি ধর্ম মানেন না। সুজন চক্রবর্তীও একই রকম বক্তব্য রেখেছেন। মন্দির গড়তে গেলে মাথা ভেঙে দেব— এই বক্তব্যও শুনেছি।’ মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ‘চীনে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি পাওয়া যায় না। কমিউনিস্টদের মুখেই শুনেছি, নেতাজি হলেন তোজোর কুকুর। রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া কবি। ‘বন্দে মাতরম্’ পূর্ণাঙ্গ গাওয়া যাবে না, সাম্প্রদায়িকতা রয়েছে।’

লগ্নি বেদান্ত-র

● ১ পাতার পর

দিয়েছেন রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সব রকম সহযোগিতা তাঁরা পাবেন।

আসানসোলের বিধানবাগে বেদান্ত গ্রুপের যে ৩০০ একর জমি রয়েছে, সেখানে বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং অ্যালুমিনিয়াম স্মেল্টারের কারখানা গড়ে তুলতে চায় তারা। এই প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অনুসারী শিল্প গড়ে তোলা হবে। জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, এই কারখানা হলে প্রত্যক্ষ ভাবে ১০ হাজার কর্মসংস্থান হবে। পরোক্ষ ভাবে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে বলে জানিয়েছে সংস্থা। এই প্রকল্প যাতে দ্রুত বাস্তবায়িত হয় তার জন্য সব রকম উদ্যোগ নেবে রাজ্য সরকার। তবে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, যতক্ষণ না বিনিয়োগ হচ্ছে ততক্ষণ বেশি কিছু বলবে না রাজ্য সরকার। তাঁর বক্তব্য, আগের মুখ্যমন্ত্রীর মতো ‘গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল’ এই নীতিতে এখনকার মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বাস করেন না। কাজ হোক তবে বিস্তারিত বলা হবে।

পাশাপাশি এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, শিল্পনীতি নিয়ে গত মন্ত্রিসভার বৈঠকে আলোচনা হয়েছিল। নীতি তৈরি করার জন্য মন্ত্রীগোষ্ঠী গড়ে দেওয়া হয়েছিল। মন্ত্রীগোষ্ঠীর দু’জন সদস্য কিছু সুপারিশ করেছিলেন। সেই মতো তা শিল্পনীতি সম্পর্কে যুক্ত করা হয়েছে। তারপরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী ৫ তারিখে, ধনতেরাস, দীপাবলি, কালীপুজোর ঠিক আগে শিল্পগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের ডেকে নবান্ন সভাঘর থেকেই নতুন সরকারের শিল্পনীতি প্রকাশিত হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত এবং শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় এ বিষয়ে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। আমি এ বিষয়ে খুব বেশি হস্তক্ষেপ করিনি। আমার যা মতামত দেওয়ার আমি দিয়েছিলাম। আমাদের প্রতিশ্রুতি ছিল যে দুর্গাপুজোর আগে শিল্পনীতি প্রকাশ করা হোক। আমরা দুর্গাপুজোর আগেই শিল্পনীতি প্রস্তুত করে ফেলেছিলাম। কিন্তু আরেকটু আলোচনার প্রয়োজন ছিল। তাই একটু দেরি হল।’

সূত্রের খবর, নতুন শিল্পনীতির মূল লক্ষ্য বড় বিনিয়োগ টানা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং ব্যবসা শুরু করার প্রক্রিয়া আরও সহজ করা। ১০০ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগে বিশেষ আর্থিক সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে। পাশাপাশি ‘ইজ অফ ডুইং বিজনেস’-এ জোর দিয়ে পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্র, জমির মিউটেশন, জমির চরিত্র পরিবর্তন, ট্রেড লাইসেন্স ও বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনের মতো পরিষেবাকে আরও দ্রুত ও এক জানলা নীতির আওতায় আনার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

৫০ লক্ষ কৃষককে মুখ্যমন্ত্রী কৃষক সম্মান নিধি

● ১ পাতার পর

প্রকল্প প্রধানমন্ত্রী কিসান সম্মান নিধি প্রকল্পে বছরে ছ’হাজার টাকা দেওয়া হয়। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আরও ৩ হাজার টাকা করে বাড়তি সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেই মতো বাজেটে কৃষক পরিবারগুলোকে বছরে ৯ হাজার টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল নতুন সরকার। সেই মতোই কৃষকবন্ধু প্রকল্প বাতিল করে দিয়ে এবার রাজ্য সরকার দিচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী কিসান সম্মান নিধি। এছাড়াও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ফসলের ক্ষতি আটকাতে রাজ্যের সব কৃষককে ফসল বিমার আওতায় নিয়ে আসার উদ্যোগ নিয়েছে প্রশাসন।



দার্জিলিং সরস মেলায় পঞ্চায়েত ও কৃষি বিপণন দপ্তরের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। ছবি: সঞ্জয় বিশ্বাস

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর পণ্য বিক্রির সুযোগ সরস মেলায়: দিলীপ

সঞ্জয় বিশ্বাস

দার্জিলিং, ২৮ অক্টোবর

পাহাড়ি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের পণ্য বিক্রি ও প্রচারের বড় সুযোগ করে দেবে সরস মেলা। তাঁদের হাতে তৈরি সামগ্রী এভাবেই বৃহত্তর বাজারে পৌঁছোতে পারবে। বুধবার দার্জিলিং ম্যালে আয়োজিত নবম সরস মেলার উদ্বোধন করে এই মন্তব্য করেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও কৃষি বিপণন দপ্তরের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। এদিনই উদ্বোধন হল মেলার। মোট ১০ দিন এই মেলা চলবে।

মন্ত্রী বলেন, ‘স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্থানীয়দের হস্তশিল্প, গৃহনির্মিত পণ্য ও অন্য সামগ্রী প্রদর্শন এবং বিক্রির ক্ষেত্রে সরস মেলা একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ। এই মেলার মাধ্যমে স্থানীয় উৎপাদকরা তাঁদের পণ্য আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি তাঁদের পণ্যের জন্য নতুন বাজার তৈরি হবে এবং স্থানীয় মানুষের আয়ও বাড়বে। ফলে তাঁদের কাজের উপযুক্ত মর্যাদাও আদায় করে নিতে পারবেন। তা ছাড়া এখন পর্যটন মরশুম। অনেক পর্যটকই পাহাড়ে বেড়াতে এসেছেন। এখনও আসছেন। আসবেনও। ফলে কেনাকাটা বেশি হবে। সেসব ভেবেই এই মেলার পরিকল্পনা।’ শুধু তাই নয়, দার্জিলিং পাহাড়ের হস্তশিল্প, স্থানীয় পণ্য এবং ঐতিহ্যবাহী সামগ্রীকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এই ধরনের আরও মেলা আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে বলেও জানান।

তবে পাহাড়ে কিছু মানুষ আপত্তি তুলেছেন, পর্যটনের এই সময় ম্যালে মেলা করা ঠিক নয়। পর্যটকরা পছন্দ করেন না। ম্যালকে ফাঁকা রাখা উচিত। মন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে বলেন, ‘এই বক্তব্য সাধারণ মানুষ কিংবা পর্যটকদের নয়, কিছু রাজনৈতিক নেতার। সব ব্যাপারে বিরোধিতা করাই যাঁদের কাজ। তাঁরা চান না স্থানীয়দের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক।’ মন্ত্রী জানান, দার্জিলিং থেকেই সরস মেলার সূচনা হল। এরপর কলকাতা থেকে শুরু করে বিভিন্ন জেলাতেও হবে।

হাওড়া জেলা হাসপাতালে রোগী-মৃত্যুর তদন্তে স্বাস্থ্য দপ্তর

প্রিয়দর্শী বন্দ্যোপাধ্যায়

হাওড়া জেলা হাসপাতালে বেবি সিং (৩৭) নামে এক রোগীর মৃত্যুর ঘটনার তদন্তে নামল স্বাস্থ্য দপ্তর। জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে নার্স ও চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ জানায় মৃতার পরিবার। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত কমিটি গড়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখছে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। তদন্তের রিপোর্ট হাতে পেলেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে বলে জানিয়েছেন হাওড়া জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কিশলয় দত্ত।

জানা গেছে, ঘটনাটি গত ২০ অক্টোবরের। হাওড়া ময়দানের বাসিন্দা বেবি সিং ওইদিন রাতে পেটে যন্ত্রণা নিয়ে হাওড়া জেলা হাসপাতালে ভর্তি হন। মৃতার মেয়ে কুসুম সিংয়ের অভিযোগ, সারা রাত পেটের যন্ত্রণায় কাতরালেও তাঁর মাকে কোনও ওষুধ দেওয়া হয়নি। এমনকি, স্যালাইন খোলার জায়গা দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকলেও সাহায্যের জন্য বার বার আবেদন করেও সাড়া মেলেনি। তাঁর দাবি, সারা রাত মায়ের পাশেই বসেছিলেন তিনি। ভোরের দিকে তাঁর চোখের সামনেই মৃত্যু হয় বেবির। মায়ের মৃত্যুর পর পরিবারের সদস্যেরা মৃত্যুর কারণ জানতে চাইলে হাসপাতালের নার্স ও চিকিৎসকদের একাংশের কাছ থেকে হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এর পরেই ঘটনার তদন্ত চেয়ে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে ইমেল মারফত অভিযোগ জানায় মৃতার পরিবার। পরিবারের দাবি, সেই অভিযোগের ভিত্তিতে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের এক আধিকারিককে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে আসতে পারেন রজনীকান্ত

আজকালের প্রতিবেদন

৩২তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন এবার ভিক্টোরিয়ার লনে হওয়ার সম্ভাবনা। এমনটাই জানালেন রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রধান উপদেষ্টা মিঠুন চক্রবর্তী।

মঙ্গলবার চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন নিয়ে নন্দনে একটি বৈঠক হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী, মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী, সন্দীপ রায়, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, জিৎ, রুদ্রনীল ঘোষ, হিরণ চট্টোপাধ্যায়, পাপিয়া অধিকারী, শর্বরী মুখোপাধ্যায়-সহ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিকরা। বৈঠক শেষে মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, ‘আজ মূলত চলচ্চিত্র উৎসবের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আমরা চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য কলকাতা শহরকে কীভাবে সাজিয়ে তোলা যায় তার প্ল্যানিং করছি।’ এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেন, ‘উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবার ভিক্টোরিয়ায় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভিক্টোরিয়ায় রেড কার্পেট হবে। এবং তার চারপাশে বিখ্যাত অভিনেতাদের কাটআউট থাকবে। রজনীকান্ত, প্রভাস উপস্থিত থাকবেন। কোনও হলিউড তারকাও উপস্থিত থাকতে পারেন।’ রাজ্যে পালাবদলের পর চলচ্চিত্র উৎসবে কোনও খামতি রাখতে চাইছে না বিজেপি সরকার। জোরকদমে চলছে তার প্রস্তুতি। এবারের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের অন্যতম চমক মহানায়ক উত্তমকুমার নামাঙ্কিত পুরস্কার। মহানায়কের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে এই বিশেষ সম্মানের ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ভিক্টোরিয়ার লনে

সংখ্যালঘুরাই বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন: মুখ্যমন্ত্রী

আজকালের প্রতিবেদন

রেজিনগরের সংখ্যালঘুরাই বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন। বিজেপি সাম্প্রদায়িক দল বলে এতদিন যে সংখ্যালঘুদের সরিয়ে রাখা হয়েছিল, তাঁরাই আজ বিজেপির সঙ্গে। বুধবার বিধানসভায় একথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর কথায়, তিনি নিজে হিন্দু, সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী হলেও সরকারি সুবিধে প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী গুরুত্ব দেন। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী রেজিনগরে মৃত শিশু জসমিনার পরিবারকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে ১০ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথাও বলেন। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, সেখানে ৭০ হাজার মহিলাকে অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধে দেওয়া হয়েছে। যাঁদের মধ্যে ৩৫ হাজার মহিলা সংখ্যালঘু পরিবারের। তিনি বলেন, ‘বিজেপিকে সাম্প্রদায়িক দল বলে রাজনৈতিক ভাবে অনেকেই সুবিধে নিয়েছেন। রেজিনগর সেইসমস্ত ধারণা ভেঙে দিয়েছে। রেজিনগরে ৩০০-র ওপর বুথ রয়েছে। ১০০ বুথ সনাতনি প্রভাবিত। ২০০-র ওপর বুথ সংখ্যালঘু-অধ্যুষিত। সেখানে ৭৫ হাজার মার্জিনে শাখারভ সরকারের জয় প্রমাণ করে ছ’মাসের মধ্যেই নতুন সরকার সকলের আস্থা অর্জন করেছে।’ মুখ্যমন্ত্রী জানান, এর আগে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান সবার সামনে হত না। এখন বিধানসভার লাইভ স্ট্রিমিং হয়। যে-দুই বিধানসভার জনগণ দুই বিধায়ককে জয়ী করলেন, তাঁরাও দেখতে চান তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। এই ব্যবস্থার জন্য অধ্যক্ষকে ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী।

রেজিনগর

গঙ্গাসাগর মেলার আয়তন বাড়ছে

আজকালের প্রতিবেদন

গঙ্গাসাগর মেলার আয়তন বাড়তে চলেছে। নবান্ন সূত্রে জানা গেছে, গতবারের তুলনায় প্রায় ছ’লক্ষ বর্গফুট বেড়ে এ বছর মেলাপ্রাঙ্গণ হতে চলেছে ১৮ লক্ষ বর্গফুটের। এতদিন প্রায় ১২ লক্ষ বর্গফুট জুড়ে এই মেলার আয়োজন হত। প্রশাসনের বক্তব্য, পরিধি বাড়লে ভিড় নিয়ন্ত্রণ যেমন সহজ হবে, তেমনই পুণ্যার্থীদের যাতায়াতও সহজ হবে। শুধু পরিধি বাড়াই নয়, পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে গড়ে তোলা হচ্ছে বাড়তি বাসস্ট্যান্ড, হেলিপ্যাড ও সুপরিসর যাত্রীনিবাস। এই মেলা যাতে দ্রুত জাতীয় মেলার স্বীকৃতি পায়, তার তৎপরতাও চলছে প্রশাসনের শীর্ষস্তরে। রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী অজয়কুমার পোদ্দার জানিয়েছেন, ‘এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনা হয়েছে। আমরা আশাবাদী চলতি বছরেই সেই স্বীকৃতি মিলবে।’

পাশাপাশি, গঙ্গাসাগর মেলার পর মাঘী পূর্ণিমার মেলাকেও বড় আকারে করতে চায় রাজ্য সরকার। তার জন্যও প্রস্তুতি নিচ্ছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন।

নিউ টাউনে গাড়ির ধাক্কায় আহত ৩

নিউ টাউনে বাইকের পিছনে ধাক্কা বেপরোয়া একটি চার চাকার গাড়ির। দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম অ্যাপ-নির্ভর বাইক চালক-সহ দুই যাত্রী। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে নিউ টাউন অ্যাকশন এরিয়া ১-র বিজি ব্লকে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, দুই যাত্রীকে নিয়ে বিজি ব্লকের রাস্তা ধরে যাচ্ছিলেন র‍্যাপিডো চালক। সেই সময় একটি চার চাকার গাড়ির চালক হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে বাইকের পিছনে ধাক্কা মারে।

ঋতব্রতদের অভিযোগ পেলে সিআইডি তদন্ত

আজকালের প্রতিবেদন

বিরোধী দলনেতা সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন যে, তাঁদের এফিডেভিট ছিনতাই করার চেষ্টা হয়েছে। আমি বিরোধী দলনেতাকে বলব, তিনি যদি এফআইআর করেন, আমি মামলা সিআইডি-কে দিয়ে দেব। এই ধরনের আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গের ঘটনা আমাদের রাজ্যে না হওয়াই ভাল। আইনশৃঙ্খলার অবনতি যেন কখনওই না হয়। বুধবার বিধানসভায় একথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কিছুদিন আগে ডেমোক্র্যাটিক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা ও বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত ব্যানার্জি সমাজমাধ্যমে লেখেন, নির্বাচন কমিশনকে তাঁদের দলের তরফে যে এফিডেভিট পাঠানো হচ্ছিল, তা গাড়ি থেকে ছিনতাই হয়ে গিয়েছে। বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে ঋতব্রত বলেন, ‘আমরা রাজ্য পুলিশকে বিষয়টা জানাব। আমাদের নথি চার্টার্ড ফ্লাইটে নিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য নেই। আমরা যখন জানতে পারি, তখন বিষয়টি হরিয়ানা ও দিল্লি পুলিশকেও জানাই। গাড়ি দাঁড় করিয়ে বলা হয়েছিল, গাড়ি আমাদের, গাড়ির মালও আমাদের। ওই গাড়ির সঙ্গে যিনি ছিলেন, আমাদের কর্মী, তিনিই বিষয়টি জানিয়েছেন। নির্দিষ্ট খবর ছাড়া এরকম সংগঠিত লুঠের ঘটনা ঘটে না।’

ইন্দ্রনীল সেন গ্রেপ্তার

● ১ পাতার পর

বিষয়ে মামলা করেছিলেন জয়দীপ মুখার্জি নামে জনৈক ট্রাভেল এজেন্ট। সেই অভিযোগেরই তদন্ত করছিল লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগ। জানা গেছে, ২০২২ থেকে ২০২৪— এই সময়ে দুর্গাপুজোয় কয়েক লক্ষ প্রিভিউ কার্ড বিক্রি করা হয়েছিল। এককেটি টিকিটের মূল্য ছিল কয়েক হাজার টাকা। মামলায় ইডি ইন্দ্রনীল সেনকে আগেও জেরা করেছে। তাঁর হুগলি ও কলকাতার বাড়িতে তল্লাশি করা হয়েছিল।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, ‘আর্টিস্ট, গায়কদের ঘাম থেকেও টাকা বের করে নিতেন। স্ত্রীর নামে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট করে কোটি কোটি টাকা নিয়েছেন তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তর থেকে। সিঙ্গুরে খামারবাড়ি বানিয়েছেন। আমরা তো এখনও দু’কামরার ফ্ল্যাটের বেশি থাকার জায়গা পেলাম না। মানুষজন সব দেখেছেন। সিপিএমের ব্লু-আইড বয় ছিলেন। আমি নাম নেব না, প্রয়াত একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মেয়ের এনজিওতেও যুক্ত ছিলেন। এখন বাকি কোর্টে লড়াই নিশ্চয়ই করবেন। যাঁরা ধরেছেন, তাঁরা কোর্টে প্রমাণ দেবেন। এক সময় সিপিএমের বড় ক্যাম্পেনার ছিলেন। আমি যখন নন্দীগ্রাম আন্দোলন করি, আমাদের বিরুদ্ধে বেশি গানবাজনা, কবিতা উনি আর শুভেন্দুবাবু (মাইতি) করতেন। পরবর্তী কালে মমতা ব্যানার্জির ঘনিষ্ঠ হন, মন্ত্রী হন। আরও অনেক কিছু দেখতে পাবেন। প্রাতিষ্ঠানিক চোরেদের সব জেলে যেতে হবে। ঠিক সময়ে বড় জায়গাতেও হাত পড়বে, অপেক্ষা করুন।’

শব্দরঙ্গ-৪৪৩

১	■	২	৩			৪	
	■	■		■	■		■
৫	৬			■	৭		
■		■		■	■		■
		■		৮	■		
৯			■	১০			১১
■		■	■		■		
১২						■	

পাশাপাশি

২. আমাদের সকলের ৫. আভিজাত্যপূর্ণ ৭. পুরাণে বর্ণিত সপ্তবায়ুর অন্যতম ৯. সর্বদা, অবিরত ১০. অবন্ধুর, চৌরস ১২. আধকালা।

উপর-নীচ

১. সঙ্কট, বিপত্তি
৩. বায়ু, বাতাস
৪. অলৌকিক শক্তি বিশেষ
৬. দুর্বোধ্য
৮. আগুনের পাত্র, ধুনুচি
১১. বৈশিষ্ট্য।

সমাধান-৪৪২

প্রা	ণ	বি	য়ো	গ	■	সো	■
তি	■	■	■	দ	ই	পা	তা
ভা	■	জা	ব	ড়া	■	ধি	■
সি	■	তী	■	■	ডে	ক	চি
ক	লা	য়	■	■	গু	■	ন্তা
■	লা	■	বি	ব	রা	■	হ
ঘ	টি	চো	র	■	■	■	র
■	ক	■	স	ং	ক	র্ষ	ণ

■ শুভজ্যোতি রায়

আজ টিভিতে কী দেখবেন

সিনেমা

● **জি বাংলা সোনার**
সকাল ৬-০০ **মিনি**, সকাল ৯-০০ **ইনস্পেক্টর নটি কে**, সকাল ১১-৩০ **পবিত্র পাপী**, দুপুর ২-৩০ **মহাজন**, বিকেল ৫-০০ **জোয়ার ভাটা**, রাত ৮-০০ **অজানা পথ**, রাত ১১-৩০ **লক্ষ্যভেদ**

● **কালার্স বাংলা সিনেমা**
সকাল ১০-০০ **আমার মা**, দুপুর ১-০০ **নায়ক: দ্য রিয়েল হিরো**, বিকেল ৫-০০ **দাদাঠাকুর**,



রাত ৯-৩০ **চন্দ্রবিন্দু**

● **কালার্স বাংলা**
দুপুর ১২-৩০ **ফিদা**

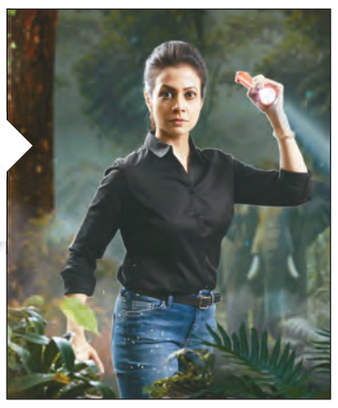
● **আকাশ আট**
দুপুর ৩-০৫ **দেবদাস**

● **ডিডি বাংলা**
দুপুর ২-৩০ **ব্যতিক্রমী**

● **জলসা মুভিজ**
সকাল ১০-১৫ **লাঠি**, দুপুর ১-৩০ **বাঘ বন্দি খেলা**, বিকেল ৫-০০ **হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা**, রাত ৯-৩০ **লাভ এক্সপ্রেস**

● **কালার্স সিনেপ্লেক্স**
সকাল ৬-১০ **পাওয়ার আনলিমি-**

জলসা মুভিজ
জঙ্গলে মিতিন মাসি
সকাল ৭-৩০



সোনি ম্যাক্স ২
ছলিয়া
রাত ৯-৫২

টেড, সকাল ৮-৪০ **পদ্মাবত**,



সকাল ১১-৫৫ **ভাগম ভাগ**, দুপুর ৩-১০ **শ্রীমান শ্রীমতি**, সন্ধে ৬-০০ **সোলজার**, রাত ৯-০৫ **ভূত**, রাত ১১-২৫ **বেকাবু**

● **জি সিনেমা**
সকাল ৬-০০ **মি. ইন্ডিয়া**, সকাল ৯-৩৫ **ক্রুক**, দুপুর ১২-১০ **খিচড়ী ২: মিশন পান্থুকিস্তান**, দুপুর ২-৪০ **ইয়েস বস**, সন্ধে ৬-০০ **জহের**, রাত ৮-৪৫ **বিবি নং ১**, রাত ১১-৩৫ **লোফার**

● **সোনি ম্যাক্স ২**
সকাল ৭-০৮ **ক্যায়া দিল নে কাহা**, সকাল ৯-৫৩ **স্যার আলানি**, দুপুর ১২-৩৮ **আকেলা**, বিকেল ৪-০০ **অনুরাগ**, সন্ধে ৬-৪৮ **সাওন কি ঘটা**

বিশেষ অনুষ্ঠান

● **রাঁধুনী**





অনুষ্ঠানের আজকের পর্বে থাকছে জিভে জল আনা গন্ধরাজ রুই ভাপা এবং রসুন মৌরলা।

আকাশ আট: দুপুর ১-৩০

ধারাবাহিক

● **দেবী চৌধুরাণী**



কালার্স বাংলা: সন্ধে ৬-৩০

দিনপঞ্জি

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত: বৃহস্পতিবার, ১২ কার্তিক ১৪৩৩, ইং ২৯ অক্টোবর ২০২৬, মুং ১৭ জমাদিয়ল আউয়ল ১৪৪৮
সূর্যোদয় ঘ ৫।৪৩।০
সূর্যাস্ত ঘ ৪।৫৭।৫৪
তিথি: (আশ্বিন কৃষ্ণপক্ষ) চতুর্থী দং ৪১।১০ রাত্রি ঘ ১০।১১
নক্ষত্র: রোহিণী দং ১৩।৪৩ দিবা ঘ ১১।১২
অন্য পঞ্জিকা: বৃহস্পতিবার, ১১ কার্তিক ১৪৩৩, ইং ২৯ অক্টোবর ২০২৬, হিজরি ১৭ জমাদিয়ল আউয়ল ১৪৪৮

প্রয়োজন

লালবাজার কন্ট্রোল: 100, ট্রাফিক: 1073
পশ্চিমবঙ্গ পুলিস : 2214-5411-16
সিআইডি কন্ট্রোল : 2450-6100
ডিজি কন্ট্রোল : 2214-5087
বিধাননগর কন্ট্রোল : 4063-1111
হাওড়া কন্ট্রোল : 2641-5614
আসানসোল কন্ট্রোল : 0341-2250347
ব্যারাকপুর কন্ট্রোল :2593-2647
হাওড়া জিআরপি : 2641-3256
শিয়ালদা জিআরপি : 2350-3940
নিখোঁজ সংক্রান্ত : 2450-6100
প্রবীণ সুরক্ষা : 98300-88884
নারী সহায়তা: 1091
অ্যাম্বুল্যান্স 102
লাইফকেয়ার: 2475-4628
ইন্ডিয়ান রেডক্রস: 2248-3636
মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক: 2554-0084
রাসমণি মিশন: 2867-6031
মীরা সেবাকেন্দ্র: 2411-8316
সেন্ট জনস অ্যাম্বুল্যান্স: 98300-23653
বেল ভিউ ক্লিনিক: 99037-59103/ 82406-09986
দমকল 101
কন্ট্রোল: 2241-4545
হাওড়া: 2666-8111
শিলিগুড়ি: 0353-2502222
রাতের ওষুধ / অক্সিজেন
ধন্বন্তরী: 2454-7941
নন্দন মেডিক্যাল: 2358-1723
জীবনদীপ: 2455-0926
সাউথ ব্যুরো: 2484-4322
বেল ভিউ ক্লিনিক ফার্মেসি: 6688-8888
ব্লাড ব্যাঙ্ক
সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক: 2351-0619
লাইফকেয়ার: 2284-6940/2298
অশোক ব্যাঙ্ক : 2472-0333
বেলভিউ ক্লিনিক: 6688-8888 / 99031-03088
সেবা প্রতিষ্ঠান: 2475-3639/3636
চক্ষুদান
গণদর্পণ: 94330-31504
বন্ধু কর্নিয়া কেন্দ্র: 2663-4178
শববহন
সুরুচি সঙ্ঘ, নিউ আলিপুর: 2400-9950
হিন্দু সৎকার: 2241-3849/ 2050
শ্রীভূমি স্পোর্টিং: 2534-0002
উদয়ের পথে: 98301-73814
যাদবপুর মার্চেন্টস: 2412-8165

৩০ লক্ষ হাতিয়ে গ্রেপ্তার

মেডিক্যালে ভর্তির নাম করে ৩০ লক্ষ টাকা হাতানোর অভিযোগে ধরা পড়েছে একজন। লালবাজারের গুন্ডাদমন শাখার গোয়েন্দাদের হাতে ধরা পড়েছে মৌসম ব্যানার্জি নামে একজন। বুধবার ধৃতকে পুলিশ ব্যাঙ্কশাল আদালতে হাজির করে। সরকারি কৌঁসুলি ধৃতের পুলিশি হেফাজতের আবেদন করে সওয়ালে বলেন, ধৃত ব্যক্তি দুর্গাপুরের বাসিন্দা। ডাক্তারিতে এমডি কোর্সে ভর্তি করে দেওয়ার জন্য অভিযোগকারীর কাছ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা নিয়েছিল। কোনও মেডিক্যাল এমডি কোর্সে ভর্তির সুযোগ হয়নি, টাকাও ফেরত দেয়নি। নিজের ভুয়ো পরিচয় দিয়ে প্রতারণা করে বলে অভিযোগ।

আবহাওয়া

বৃহস্পতিবার	সর্বোচ্চ	৩০
হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা।	সর্বনিম্ন	২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস
বুধবার	সর্বোচ্চ	৩০.৭ (০)
বৃষ্টি ১৯.১ মিমি	সর্বনিম্ন	২৩.২ (০)
আপেক্ষিক আর্দ্রতা	▲	৯৮%
	▼	৬৮%

বাংলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বাগডোগরা ৩৫.৯°

চোরবাগানে মৃতের পরিবারের একজনকে স্থায়ী চাকরি দেবে রাজ্য

আজকালের প্রতিবেদন

আসন্ন কালীপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো, ছটপুজো ও কার্তিক পুজো সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করতে বুধবার নবান্ন সভাঘর থেকে ভার্চুয়ালি জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এই বৈঠকে ছিলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, পূর্তমন্ত্রী অজয় পোদ্দার, শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়। এছাড়াও ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল, স্বরাষ্ট্রসচিব সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিবরা। ছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধনাথ গুপ্তা, কলকাতা পুলিশের নগরপাল অজয় নন্দা ও পুলিশের শীর্ষকর্তারা। এদিন বৈঠক শুরু করার আগে মুখ্যমন্ত্রী–সহ মন্ত্রিসভার সব সদস্য চোরবাগানের মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

এদিন বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী চোরবাগানের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রশাসনিক আধিকারিকদের পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। বিশেষ করে কালীপুজোয় বারাসত, নৈহাটি, উত্তর কলকাতা, তমলুকে এবং ছট পুজোয় কোচবিহার, জলপাইগুড়ি পশ্চিম বর্ধমান, ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল এবং কলকাতায় বিশেষ নজরদারির নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এছাড়াও মন্ত্রিসভার বৈঠকে মন্ত্রী বিধায়কদের নিজের নিজের এলাকায় নজরদারি করারও নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি এদিন বলেন, 'দু'বছর আগে বেলডাঙাতে কার্তিক মেলাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা ঘটেছিল, সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে মুর্শিদাবাদের পুলিশসুপারকে সেখানে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে যাতে সমস্ত মানুষকে সুরক্ষিত ভাবে তাদের ধর্ম পালনের সুযোগ আমরা দিতে পারি, তার জন্য সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।'

তিনি জানিয়েছেন, ঐতিহ্য বজায় রেখে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো উপলক্ষে চন্দননগর শহরকে সাজানো হবে। একইসঙ্গে ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসব উপলক্ষে শান্তিপুর শহরকেও সাজিয়ে তোলা হবে। এজন্য রাজ্যের দুই মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এবং পূর্ণিমা চক্রবর্তীর সঙ্গে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব সৌমিত্র মোহনকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

সেই সঙ্গে এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, চোরবাগান কাণ্ডে রাজ্যের মৃত ১৭ জনের পরিবারের এক জনকে চতুর্থ শ্রেণির স্থায়ী কর্মী হিসেবে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দিতে চায় রাজ্য সরকার। এদিন রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যে পরিবারগুলি কর্মসংস্থান চাইবে, তাদেরই চাকরি দেওয়া হবে। তবে দু'জন বিহারের মজফফরপুর জেলার বাসিন্দা। তাঁরা এ রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা না হওয়ায় রাজ্যের সরকারি চাকরিতে বহাল করা যাবে না বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে আগামী ৩০ অক্টোবর মজফফরপুরে গিয়ে ওই দুই পরিবারের হাতে ক্ষতিপূরণের ২৫ লক্ষ টাকা করে তুলে দেবেন রাজ্যের মন্ত্রী উমেশ রাই। নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়ালি দুটি পরিবারের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানা গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, জেলার ক্ষেত্রে জেলাশাসককে এবং কলকাতার ক্ষেত্রে কলকাতা পুরসভাকে নিয়োগ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

আসন্ন উৎসব নিয়ে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা





বিধানসভায় শপথ নেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নন্দীগ্রামের জয়ী প্রার্থী হাসিরানি রথ। ডানদিকে, বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসুর সঙ্গে রেজিনগরের জয়ী প্রার্থী শাখারভ সরকার। বুধবার। ছবি: সুবল সাহা

উপনির্বাচনে আগের মতো কোনও ঘটনা ঘটেনি এটাই পরিবর্তনের বাংলা: মুখ্যমন্ত্রী

আজকালের প্রতিবেদন

আগের সরকারের আমলে ভোটের সময় হওয়া বিভিন্ন ঘটনার কথা সংবাদমাধ্যমে এসেছে। সেরকম একটি ঘটনাও নতুন সরকারের আমলে হওয়া তিনটি পুনর্নির্বাচন ও উপনির্বাচনে ঘটেনি। এটাই পরিবর্তনের বাংলা। বুধবার বিধানসভায় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, এখনকার সরকারের সময়ে একটি পুনর্নির্বাচন হয়েছে ফলতায়। নির্বাচন কমিশন সেখানে ভোট বাতিল করেছিল। ১ লক্ষ ৯ হাজার ভোটে এখনকার সরকারের দলের প্রতীকে অ্যাডভোকেট দেবাংশু পন্ডা জয়ী হয়েছিলেন। ১৫ বছর শাসনক্ষমতায় থাকা প্রার্থী 'ঝুকেগা নেহি' একদম শুয়ে পড়েছিল। জামানত জব্দ হয়েছে। তিনি বলেন, 'ঠিক একইভাবে যারা শাসনক্ষমতায় ছিল, তাদের নন্দীগ্রামের প্রার্থী নিজেই মনোনয়ন প্রত্যাহার করে মাঠ থেকে আউট হয়ে গেলেন। আরেকজন মনোনয়ন তুলতে গিয়ে মাঝ রাস্তা থেকে ফিরে এলেন। তিনি ১০ হাজার টাকা সিকিউরিটিমানিও ভরতে পারেননি। এখন তো তৃণমূলের নামই বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। একটা ডি টিএমসি। যার বিরোধী দলনেতার সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়ক আছে। আরেকটা আছে মমতা এআইটিসি।'

পাশাপাশি এদিন চন্দ্রনাথ রথের হত্যার তদন্তের বিষয়েও জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'হাসিরানি রথের ব্যথা আছে। তাঁর ছেলেকে নৃশংস ভাবে খুন করা হয়েছে আমার সহযোগী ছিলেন বলে। সাতজনকে সিবিআই গ্রেপ্তার করেছে। সুপারিকিলার, শুটার সবাই গ্রেপ্তার হয়েছে। এখন ২ কোটি টাকার সুপারি কে দিয়েছিল, সেটা সামনে আসা বাকি আছে। আমার বিশ্বাস সিবিআই সেটা সামনে আনবে। হাসিরানি রথের ছেলে তরতাজা যুবক ছিলেন। বায়ুসেনায় কাজ করেছেন, দেশের সেবা করেছেন। হাসিরানি রথ বিচার নিশ্চয়ই পাবেন। শুধু এই ২ কোটি টাকা ক্যামাকস্ট্রিট, কালীঘাট না ডায়মন্ডহারবার থেকে এসেছিল জানতে পারলেই তদন্তের বৃত্ত সম্পূর্ণ হবে।'

মুখ্যমন্ত্রী এদিন চোরবাগানের দুর্ঘটনার বিষয়ে জানান, তিন মাস পর অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির রিপোর্ট এলে তিনি বিধানসভায় তা প্রকাশ করবেন। টেবিল করবেন। এই ঘটনায় দায়ী কাউকে ছাড়া হবে না। এই নিয়ে আশ্বস্ত করেন তিনি।

মেমারিতে আরএসএসের প্রচারকের পারিবারিক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী

আরএসএস প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলের বাড়িতে এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বুধবার সন্ধেয় পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে এলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মেমারির পালসিটের ভৈটা গ্রামে সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণের মা প্রয়াত হন। এদিন তাঁর পরিবারের লোকেদের সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। দিন দুয়েক আগে শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলের বাড়িতে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারও। কিন্তু এবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু আধিকারী তাঁর বাড়িতে আসার ঘটনাকে রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। তবে এদিন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণের পরিবারের সঙ্গে দেখা করার পর এলাকাবাসীকে নমস্কার ও হাত নেড়ে কলকাতা ফিরে যান। জানা গেছে, শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল দীর্ঘদিন ধরে আরএসএসের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে রয়েছেন। তাঁর মায়ের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পরেই পরিবারের পাশে দাঁড়াতে তাঁর বাড়িতে আসেন মুখ্যমন্ত্রী।

১২০০ নতুন পদে নিয়োগ রাজ্যে

আজকালের প্রতিবেদন

প্রায় বারোশো নতুন পদে কর্মী নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তর, দমকল এবং স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দপ্তরে ১ হাজার ১৯৯ নতুন পদে এই নিয়োগ হতে চলেছে। বুধবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান, খুব শিগগিরই এই নতুন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। এদিন তিনি জানান, পুজোর আগে রাজ্যের মন্ত্রিসভার অনুমোদন অনুযায়ী বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে প্রায় ৪৫ হাজার শূন্যপদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নতুন সরকার আসার পর সব মিলিয়ে প্রায় ৬০ হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। স্কুল সার্ভিস কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত, চলতি অর্থবর্ষে রাজ্যে সরকারি স্তরে ১ লক্ষ কর্মসংস্থান হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

আজ রায়গঞ্জে মুখ্যমন্ত্রী

আজকালের প্রতিবেদন

রায়গঞ্জ, ২৮ অক্টোবর

রাজ্যে ক্ষমতাবদলের পর এই প্রথম উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে আসতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার বেলা ১২টা নাগাদ তিনি রায়গঞ্জে পৌঁছোবেন। জেলা প্রশাসন ও জেলা বিজেপি সূত্রে জানা গেছে, এই সফরে তিনি একটি প্রশাসনিক বৈঠকের পাশাপাশি সরকারি পরিষেবা প্রদান সভাতেও অংশ নেবেন। প্রশাসন সূত্রে খবর, রায়গঞ্জের প্রশাসনিক চত্বর কর্ণজোড়া অডিটোরিয়ামে মুখ্যমন্ত্রীর মূল প্রশাসনিক বৈঠকটি হবে। বৈঠক শেষে তিস্তা কলোনির মাঠে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছে। সেখান থেকে উপভোক্তাদের হাতে সরাসরি বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা তুলে দেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর এই গুরুত্বপূর্ণ সফরকে কেন্দ্র করে জেলা জুড়ে নিরাপত্তা ও আয়োজনের জোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। জেলা বিজেপি সভাপতি নিমাই কবিরাজ জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠক ও কর্মসূচিতে জেলার দুই মন্ত্রী কৌশিক চৌধুরি ও বিরাজ বিশ্বাস, সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল, বিধায়ক হরিপদ বর্মন, উৎপল ব্রহ্মচারী–সহ জেলা ও রাজ্য প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তিরা উপস্থিত থাকবেন। মুখ্যমন্ত্রী হেলিকপ্টারে করে রায়গঞ্জে আসবেন বলে খবর। সেই কারণে তাঁর অবতরণের জন্য অস্থায়ী হেলিপ্যাড তৈরির কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। মুখ্যমন্ত্রীর সফর যাতে সুচারু ভাবে সম্পন্ন হয়, তার জন্য প্রশাসনিক প্রস্তুতি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে কর্ণজোড়া অডিটোরিয়াম এবং তিস্তা কলোনির সভার মাঠ যৌথ ভাবে পরিদর্শনে যান জেলাশাসক শেভালে অভিজিৎ টুকারাম, পুলিশ সুপার সেনাওয়ানে কুলদীপ সুরেশ, রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল এবং উচ্চপদস্থ নিরাপত্তা আধিকারিকরা।

মুখ্যমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

আজকালের প্রতিবেদন

ভগিনী নিবেদিতাকে শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার ছিল ভগিনী নিবেদিতার জন্মদিন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা, ভগিনী নিবেদিতার জন্মদিবসে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।'

An Investor Awareness Initiative by
SEBI
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange Board of India



CBC 15204/13/0126/2627

মিউচ্যুয়াল ফাণ্ডস্ | স্টকস্ | রীটস্ | ইনভিটস্ | বণ্ডস্ | কমোডিটিজ্

এখানে দেখুন: investor.sebi.gov.in/ssis

সেবি Saa₹thi অ্যাপ ডাউনলোড করুন

পার্টনারস্ : AMFI | NSE IPFT | BSE Investors Protection Fund | MCX METAL & ENERGY Trade with Trust MCX INVESTOR PROTECTION FUND | CDSL INVESTOR PROTECTION FUND TRUST | NSDL INVESTOR PROTECTION FUND TRUST | NISM National Institute of Securities Markets A Capacity Building Initiative of SEBI

আজকাল

৪৬ বর্ষ ২১৩ সংখ্যা ১১ কার্তিক ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার ২৯ অক্টোবর ২০২৬

ছবি

চলেছে অন্য একটা খেলা। জাতীয় দলের নির্বাচকেরা (এবং কোচ) কিছুতেই তাঁকে ভারতীয় দলে নেবেন না, আর তিনি, মহম্মদ সামি প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ম্যাচের পর ম্যাচে দুর্দান্ত বোলিং করছেন, উইকেট পেয়ে চলেছেন। এ বছরও, রনজি ট্রফির প্রথম ম্যাচে ৫টি উইকেট পেয়েছেন পেসারদের পক্ষে নিষ্প্রাণ পিচেও। গত মরশুমে একটার পর একটা ম্যাচে উইকেট পেতে থাকায় বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলেছিলেন, ‘এবার তো নাও।’ কে শোনে কার কথা। প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকার বদ্ধপরিকর ছিলেন, কিছুতেই নেবেন না। তাঁর পাকা ধানে কী মই দিয়েছেন সামি, তা অবশ্য আমাদের জানা নেই। এবার কল্যাণীতে দিল্লির বিরুদ্ধে ম্যাচের পর একটা খবর জানা গেল। সামি এখন ছবি আঁকছেন। পেন্সিল স্কেচ, রঙিন ছবিও। উপস্থিত সাংবাদিকেরা মোবাইলে ছবিগুলো দেখে মুগ্ধ। কাঁচা হাতের আঁকা নয় মোটেই। দেশের বাড়ি মোরাদাবাদে নিজের টাকায় অনেকটা জমি কিনেছেন। বড় মাঠ। সেখানে ৬টি পিচ। কিশোরদের খেলা শেখাচ্ছেন। দেশের বিখ্যাত ক্রিকেটারকে দেখেই আপ্লুত শিক্ষার্থীরা। নিজের হাতে দেখিয়ে দিচ্ছেন, কী করে জোরে বোলিং করতে হয়। কিশোর ব্যাটারদের শেখাচ্ছেন, কী করে বিষাক্ত বলের মুখোমুখি হতে হয়। ভাবুন, এটাও ছবি নয়, যা দূর থেকে দেখে আমরা মুগ্ধ হই। সর্বকালের অন্যতম সেরা পেসার যখন বিশ্বসেরা ব্যাটারদের সিম বোলিংয়ে বিভ্রান্ত করে উইকেট তুলে নিতেন, শক্তির সঙ্গে কৌশল দিয়ে জান লড়িয়ে দেশের হয়ে সফল হতেন (দুর্ভাগ্য, ‘হতেন’ বলতে হচ্ছে), তখনও কি সবুজ মাঠে ছবি আঁকতেন না শিল্পী?

প্রিয় সম্পাদক

আমরা কি সত্যিই ফুটবলপ্রেমী?

বাঙালির ফুটবলপ্রেমের কোনও তুলনা হয় না। কলকাতাকে বলা হত ফুটবলের মক্কা। শুধু কলকাতা কেন, পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন ছোট শহর ও মফস্সল থেকেও ভিড় করে মানুষ খেলা দেখতে আসতেন যুবভারতীতে। এখনও মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল খেলা হলেই বিভিন্ন দিক থেকে কাতারে কাতারে মিনি ট্রাক আসতে দেখা যায়। সেই ট্রাকে চেপে দল বেঁধে স্লোগান দিতে দিতে খেলা দেখতে আসেন বিভিন্ন প্রান্তের নানা বয়সি মানুষ। গায়ে প্রিয় দলের জার্সি। মুখে নানা বিচিত্র স্লোগান।



কিন্তু ক্লাবের ফুটবলকে ঘিরে যে আবেগ দেখা যায়, তার ছিটেফোঁটা উন্মাদনাও দেখা যায় না জাতীয় দলের ক্ষেত্রে। সম্প্রতি ভারত বনাম ব্রাজিল ও ভারত বনাম উরুগুয়ে ম্যাচে সেটা আরও বেশি করে প্রমাণ হয়ে গেল। ব্রাজিলের মতো দল প্রথমবার আমাদের দেশে খেলতে আসছে। অথচ দর্শকদের মধ্যে তেমন হেলদোল চোখে পড়ল না। যুবভারতীর গ্যালারির অধিকাংশ জায়গা ফাঁকাই পড়ে রইল। কয়েক মাস আগেই এই শহরে ঘুরে গিয়েছেন লিওনেল মেসি। তাঁকে ঘিরে উন্মাদনা কোন স্তরে পৌঁছেছিল, তা আমাদের অজানা নয়। মেসিকে মাঝপথেই শহর ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। সেই কারণেই উদ্যোক্তারা ভেবেছিলেন, ব্রাজিলকে ঘিরেও বোধ হয় তেমনই উন্মাদনার ছবি দেখা যাবে। কিন্তু হল ঠিক উল্টোটা। গ্যালারি যে এতখানি ফাঁকা থাকবে, সেটা কেউই ভাবতে পারেননি।

নির্দিষ্ট একটি কারণকে চিহ্নিত করতে গেলে হয়তো বিরাট বড় ফাঁক থেকে যাবে। একসঙ্গে অনেকগুলি কারণ যোগ করলে হয়তো আমরা আত্মসমীক্ষার রাস্তায় হাঁটতে পারি।

(১) টিকিটের দাম ছিল আকাশছোঁয়া। নেইমার আগেই অবসর নিয়েছেন। রাফিনহার মতো তারকা ছিটকে গেছেন। এই অবস্থায় পুজোর আগে এত টাকা খরচ করে টিকিট কেটে মাঠে আসা মধ্যবিত্ত দর্শকের পক্ষে বেশ সমস্যার।

(২) ব্রাজিলকে ঘিরে বাঙালির একটা আবেগ আছে ঠিকই, কিন্তু তারকাদের প্রতি আবেগটা তার থেকেও বেশি। মেসিকে ঘিরে যে উন্মাদনা থাকবে, মেসি ছাড়া বাকি আর্জেন্টিনাকে নিয়ে তার অর্ধেকও থাকবে না। এই সহজ সত্যিটা উদ্যোক্তারা হয়তো বুঝে উঠতে পারেননি।

(৩) মাঠ ভরাতে গেলে টাকা দিয়ে টিকিট কাটা দর্শক যেমন থাকবেন, তেমনই বিভিন্ন ক্লাবের প্রতিনিধিরাও থাকবেন। কিন্তু সূত্রের খবর, এবার কলকাতার বিভিন্ন ক্লাবকে প্রয়োজনীয় সংখ্যায় টিকিট দেওয়া হয়নি। ফলে এই আয়োজনে ক্লাবগুলি অনেকটাই হাত গুটিয়ে বসেছিল।

(৪) শোনা যায়, শেষের দিনে বেশ কিছু টিকিট বিনামূল্যে বিলি করা হয়েছিল। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। কারণ তখন অনেকেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন যে, এত টাকা দিয়ে টিকিট কেটে এই ম্যাচ দেখবেন না। তাছাড়া শেষ দিনের টিকিট যাঁদের হাতে পৌঁছেছিল, খেলাধুলা সম্পর্কে তাঁদের আদৌ আগ্রহ ছিল কি না সেটাও বড় এক প্রশ্ন।

সহজ কথা, এত বড় মাপের ম্যাচ আয়োজন করতে গেলে যে দূরদর্শিতা দরকার, তা উদ্যোক্তাদের ছিল না। এজেন্সি, ফেডারেশন, সরকার, আইএফএ এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সমন্বয়ের যথেষ্ট অভাব ছিল। বিশ্ব ফুটবলের মানচিত্রে আমরা অনেক পিছিয়ে। কিন্তু উন্মাদনায় অন্য অনেক দেশের থেকে এগিয়ে ছিলাম। আমরা ট্রফি জিততে না পারি, অন্তত মাঠ ভরাতে পারি, এই সুনামটুকু ছিল। ব্রাজিল ম্যাচের পর সেই সুনামটুকুও হয়তো আর রইল না।

● *দীপেন গুপ্ত*

ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা

প্রাক্তনদের এই উপেক্ষা কেন?

ভারত-ব্রাজিল ম্যাচের পর আজকাল-এ গৌতম সরকারের লেখা পড়লাম। পড়ে মনটা বেশ ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। ১৯৭৭ সালে কসমস ক্লাবের হয়ে খেলতে এসেছিলেন ফুটবলসম্রাট পেলে। সামনের বছর সেই ম্যাচের ৫০ বছর পূর্তি হতে চলেছে। আমরা সেই ম্যাচ দেখিনি। কিন্তু সেই ম্যাচ এখনও রূপকথার মতোই জীবন্ত আছে বাঙালির চেতনায়, মননে। শুনেছি, ইডেন সেবার উপচে পড়েছিল। যত মানুষ খেলা দেখেছিলেন, তার দ্বিগুণ মানুষ ছিলেন মাঠের বাইরে। পেলের আগমনকে ঘিরে এমন এক উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল, যা ৫০ বছর পরেও মনে রেখেছে কল্লোলিনী তিলোত্তমা।



এবার খেলতে এল ব্রাজিল। অনিবার্য ভাবেই পেলের সেই ম্যাচের স্মৃতি উঠে আসবে। কিন্তু সেই ম্যাচে যাঁরা খেলেছিলেন, তাঁদের আমন্ত্রণটুকুও জানানো হল না। সেই ম্যাচে পেলের পা থেকে বার বার বল কেড়ে নিয়েছিলেন গৌতম সরকার। পেলে তাঁকে বলেছিলেন, ‘ইউ নাম্বার ফোরটিন, ইউ ডিড নট অ্যালাউ মি টু প্লে।’ কথাটা আজও যেন প্রবাদ হয়ে আছে। স্বয়ং ফুটবলসম্রাটের মুখ থেকে এমন বাক্য বেরিয়ে আসছে। এর থেকে বড় সার্টিফিকেট আর কী হতে পারে? শোনা যায়, এই ম্যাচের পর চুনী গোস্বামী নাকি গৌতম সরকারকে বলেছিলেন, ‘এতবড় একটা সার্টিফিকেট পেয়ে গেছিস। এরপর তুই খেলা ছেড়ে দিলেও তোর আর কোনও দুঃখ থাকবে না।’

ভাবতে অবাক লাগে, ব্রাজিল খেলতে এল অথচ সেই ম্যাচে গৌতম সরকারকে আমন্ত্রণ জানানোর কথা মনেই পড়ল না উদ্যোক্তাদের! সেই ম্যাচে মোহনবাগানের অধিনায়ক ছিলেন সুব্রত ভট্টাচার্য। তিনিও বাড়িতে বসে টিভিতে এই ম্যাচ দেখলেন। যাঁরা উদ্যোক্তা, তাঁরা কি ফুটবলের কোনও খবরই রাখেন না? যাঁরা দীর্ঘদিন ভারতের জার্সি গায়ে ফুটবল খেলেছেন, তাঁদের কি উপযুক্ত সম্মান দিয়ে আমন্ত্রণ জানানো যেত না? ভিআইপি বক্স আলো করে কারা বসেছিলেন? তাঁদের অধিকাংশের সঙ্গেই ফুটবলের কোনও সম্পর্ক নেই। খেলার মাঠে খেলোয়াড়দেরই যদি সম্মান না থাকে, তবে সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। এই দেশের ফুটবল কেন এতটা পিছিয়ে থাকে, সেটা বুঝতে সত্যিই কোনও সমস্যা হয় না।

● *শৈবাল ভট্টাচার্য*

দমদম

হাত মেলানোয় এত আপত্তি কীসের?

ক্রিকেটে ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হওয়া মানেই অনিবার্য ভাবে ভেসে ওঠে একটি প্রশ্ন, টসের সময় হাত মেলানো হল কি না। ম্যাচের ফলাফলকে ছাপিয়ে বিভিন্ন মিডিয়ায় এই প্রশ্নটাই বড় হয়ে দেখা দেয়। আর এই হাত না মেলানোকে বিরাট বড় দেশপ্রেম হিসেবে তুলে ধরা হয়।



আমরা বোধহয় অশান্তিকে জিইয়ে রাখতেই বেশি ভালবাসি। এশিয়া কাপ থেকে শুরু করে বিভিন্ন টুর্নামেন্টে এমন ভাবে সূচি তৈরি করা হয়, যেন ভারত ও পাকিস্তান দু-তিনবার মুখোমুখি হতে পারে। দু’দলের ক্রিকেট বোর্ডের সম্মতিতেই এই সূচি তৈরি হয়। দু’দেশের খেলা মানেই বিরাট অঙ্কের রাজস্ব। কিন্তু তারপরেও দু’দেশের ক্রিকেটারদের মধ্যে এই তিক্ততা তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে কেন?

মাঠের বাইরে কিছু তিক্ত ঘটনা ঘটে। রাজনীতির কারবারিরা যে যার মতো করে তাকে ইস্যু বানিয়ে ফেলেন। সেই ইস্যুকে সামনে রেখেই ভোট-বৈতরণী পার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ক্রিকেটারদের এর মধ্যে টানার চেষ্টা হয় কেন? নিশ্চয়ই বোর্ডের ওপর এমন কোনও ফতোয়া রয়েছে। সেই কারণেই বোর্ডও ক্রিকেটারদের ওপর ফতোয়া জারি করে বসে। কোনও ভাবেই বিপক্ষ অধিনায়কের সঙ্গে হাত মেলানো চলবে না। ক্রিকেটারদের আর উপায় কী? বাধ্য হয়েই এই নির্দেশ মেনে চলতে হয়। এমনকী, বৈভব সূর্যবংশীর মতো ক্রিকেটার, যার বয়স সবে ১৫ বছর, তাকেও পই পই করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলানো চলবে না।

যাঁরা খেলার মাঠে নিজেদের উজাড় করে দিচ্ছেন, যাঁরা দুরন্ত লড়াই করে দেশকে জয় এনে দিচ্ছেন, দোহাই তাঁদের অন্তত দেশপ্রেম শেখাতে যাবেন না। তাঁদের মন দিয়ে ক্রিকেটটা খেলতে দিন। তিক্ততা নিয়ে বরং আপনারা থাকুন।

● *বরুণ মাইতি*

কৃষ্ণরামপুর, হুগলি

চিঠি লিখুন ইমেলেও priyo_sampadak@aajkaal.net

বিশ্বমঞ্চে দেশের বাজি খড়্গপুরের এআই স্কুল

দীপ্র ভট্টাচার্য

ডিজিটাল দুনিয়ার স্ক্রিন থেকে বেরিয়ে এসে কোডিং যদি রক্তমাংসের মানুষের মতো চারপাশের বাস্তব পরিবেশকে অনুভব করতে পারে, তবে কেমন হবে? চ্যাটজিপিটি, জেমিনি বা জেনারেটিভ এআই-এর ম্যাজিক যখন আমাদের চোখের পাতার পলক ফেলার আগেই কবিতা লিখছে, ইমেল ড্রাফ্ট করছে কিংবা নিখুঁত ছবি আঁকছে, ঠিক তখনই খড়্গপুর আইআইটি চত্বরে নিঃশব্দে রোপণ করা হল এক নতুন বৈপ্লবিক রূপান্তরের বীজ। ভারতের প্রথম ডেডিকেটেড ‘বেঞ্জামিন গুপ্তা স্কুল অফ ফিজিক্যাল এআই’ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রযুক্তির বিশ্ব-মানচিত্রে এক ঐতিহাসিক বদলও ঘটে গেল। ৩৫ কোটি টাকার প্রাথমিক বিনিয়োগে তৈরি এই প্রতিষ্ঠানটি কেবল ইট-পাথরের কোনও সাধারণ গবেষণাগার নয়, বরং বিশ্বমঞ্চে ভারতের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রকৌশলগত অবস্থান এক ধাক্কায় বদলে দেওয়ার এক সুদূরপ্রসারী মাস্টারস্ট্রোক।

একজন এআই স্ট্র্যাটেজিস্ট হিসেবে আজকের বিশ্ববাজারের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট বোঝা যায়, আমরা এতদিন মূলত ভার্চুয়াল এআই বা ডিজিটাল ব্রেন তৈরিতে মগ্ন ছিলাম। স্ক্রিনের ভেতরে সীমাবদ্ধ সেই মগজ যখন স্বয়ংক্রিয় রোবোটিক হাতকে নিখুঁত অস্ত্রোপচার করতে শেখাবে, ড্রোনকে প্রতিকূল আবহাওয়ায় দিঙ্‌নির্ণয় করতে সাহায্য করবে, কিংবা কলকারখানার জটিল যন্ত্রাংশকে আগাম বিপদের আঁচ দেবে, তখন প্রয়োজন হয় ফিজিক্যাল এআই-এর। খড়্গপুরের এই নতুন উদ্যোগটি ঠিক এই জায়গাতেই আর-পাঁচটা সাধারণ আইটি বা ডেটা সায়েন্স কোর্সের চেয়ে আলাদা এবং এক ব্যতিক্রমী চিন্তার ফসল। এটি তথাকথিত ‘ব্ল্যাক-বক্স’ এআই প্রযুক্তি নয়, যেখানে ইনপুট দিলে আউটপুট আসে কিন্তু মাঝখানের যুক্তিটা মানুষের কাছে অধরা থাকে। এখানে পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং কম্পিউটেশনাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মেলবন্ধনে এমন এক স্বচ্ছ, ব্যাখ্যামূলক ও নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তি তৈরির চেষ্টা চলছে, যা বাস্তব পৃথিবীর ভৌত সমীকরণ ও সীমানাগুলোকে চেনে।

আইআইটি কেজিপির ডিরেক্টর এবং এই প্রকল্পের রূপকারদের চোখে এটি ভারতের মেধা ও বিশ্ব-চাহিদার এক অভূতপূর্ব সেতুবন্ধন। তাঁদের ভাবনা অত্যন্ত পরিষ্কার, ভারতকে শুধু কোডিং বা সফ্‌টঅ্যায়ার আউটসোর্সিংয়ের ব্যাক-অফিস বানিয়ে রাখলে আগামী দিনে আর চলবে না। বিশ্ববাজারে যদি প্রথম সারির লিডার হতে হয়, তবে এমন প্রযুক্তি তৈরি করতে হবে যা সরাসরি উৎপাদন ক্ষেত্র, মহাকাশ গবেষণা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। খড়্গপুরের ডিরেক্টরের দূরদর্শিতা এখানেই যে, তাঁরা সনাতন পাঠ্যক্রমের খোলস ভেঙে হাইব্রিড মাস্টার্স এবং এগ্‌জিকিউটিভ কোর্সের ওপর জোর দিচ্ছেন। এর ফলে শিল্পক্ষেত্রের পেশাদাররা সরাসরি নতুন প্রযুক্তির সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন, যা ভারতের দ্রুত পরিবর্তনশীল ওয়ার্কফোর্সকে গ্লোবাল মার্কেটের জন্য এক লহমায় ফিউচার-প্রুফ করে তুলবে।

অন্য দিকে, এই স্বপ্নের পেছনে থাকা ইনভেস্টর বা বিনিয়োগকারীদের দৃষ্টিভঙ্গিও এখানে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও দূরদর্শী। প্রখ্যাত প্রাক্তনী বিনোদ গুপ্তা এবং তাঁর পরিবারের অনুদান, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরেক প্রাক্তনীর আর্থিক অবদান এবং খড়্গপুর আইআইটির নিজস্ব তহবিল— এই পুরো অর্থায়নের মূলে রয়েছে এক গভীর স্ট্র্যাটেজিক বিশ্বাস। সিলিকন ভ্যালির সফলতম ভারতীয়রা এখন খুব ভাল করেই বোঝেন যে, গ্লোবাল মার্কেটে ভারতের পজিশনিং বা ব্র্যান্ড ভ্যালু বাড়ানোর এখনই সুবর্ণসুযোগ। চীন বা আমেরিকার মতো উন্নত দেশগুলি যখন ফিজিক্যাল এআই নিয়ে ল্যাবরেটরির স্তরে নাড়াচাড়া করছে, তখন ভারত সরাসরি একটি ডেডিকেটেড স্কুল খুলে রেসের একদম শুরুর সারিতে নিজের নাম লিখিয়ে নিল। বিনিয়োগকারীরা একে দেখছেন এক দীর্ঘমেয়াদি ইকোসিস্টেম বিল্ডিং হিসেবে, যা আগামী দিনে দেশের ভেঞ্চার ক্যাপিটাল এবং ডিপ-টেক স্টার্ট-আপের পুরো খোলনলচে বদলে দেবে।

এই প্রতিষ্ঠানটি সমগ্র ভারতের সামগ্রিক মেধার ভবিষ্যৎকে এক নতুন কক্ষপথে চালিত করবে। এতদিন ভারতের সেরা মগজরা বিদেশের মাটিতে গিয়ে গুগ্‌ল, মাইক্রোসফ্‌ট বা মেটার মতো সংস্থায় সফ্‌টঅ্যায়ার অ্যালগরিদম তৈরিতে নিজেদের নিয়োজিত করতেন। এবার খড়্গপুরের এই স্কুল দেশের মাটিতেই সেই মেধাকে ধরে রাখার এক শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্র তৈরি করল। যখন ভারতের ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসরুমেই



কোডিংয়ের সঙ্গে মেকানিক্যাল ডিজাইন ও ফিজিক্সের মিলন ঘটাতে শিখবে, তখন তারা কেবল ভাল চাকরিপ্রার্থী হবে না, তারা হয়ে উঠবে নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবক। এর ফলে ভারতের মেধার যে ব্রেন ড্রেন বা মেধা পাচার হত, তা অনেকটাই কমবে এবং দেশেই গড়ে উঠবে বিশ্বমানের এআই সায়েন্টিস্টদের এক নতুন প্রজন্ম, যারা রোবোটিক্স ও সেমিকন্ডাক্টর বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবে।

এর সরাসরি প্রভাব পড়বে ভারতের চাকরির বাজারের রূপান্তরে। গত কয়েক বছর ধরে আইটি সেক্টরে যে গণ-ছাঁটাইয়ের প্রবণতা দেখা যাচ্ছিল, ফিজিক্যাল এআই তার স্থায়ী সমাধান হতে পারে। প্রথাগত কোডিং বা ডেটা এন্ট্রির চাকরি যেখানে এআই অটোমেশন কেড়ে নিচ্ছে, সেখানে ফিজিক্যাল এআই তৈরি করছে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কর্মসংস্থান। সাইবার-ফিজিক্যাল সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার, এআই-রোবোটিক্স স্পেশ্যালিস্ট, স্মার্ট ম্যানুফ্যাকচারিং আর্কিটেক্ট এবং মেডিক্যাল এআই কো-অর্ডিনেটরের মতো উচ্চমানের ও উচ্চ বেতনের পদের চাহিদা এখন তুঙ্গে উঠবে। ভারতের উৎপাদন ক্ষেত্র যেমন ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ প্রজেক্ট বা অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি— এই দক্ষ জনশক্তির ছোঁয়ায় এক নতুন গতির সন্ধান পাবে, যা ভারতের যুবসমাজের সামনে এক বিরাট সম্ভাবনার দরজা খুলে দেবে।

ম্যাসাচুসেট্‌স ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (এমআইটি) বা স্ট্যানফোর্ডের মতো বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় খড়্গপুরের এই স্কুলের বৈচিত্র ও কার্যকারিতা কিন্তু কোনও অংশে কম নয়, বরং কিছু ক্ষেত্রে ভারতীয় বাস্তবতার নিরিখে অনেক বেশি প্রয়োগকেন্দ্রিক। পশ্চিমা দেশগুলিতে এই ধরনের গবেষণা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং অনেক সময় তা কেবল সামরিক বা উচ্চ-প্রযুক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু ভারত তার নিজস্ব ঘরোয়া সমস্যা যেমন কৃষিক্ষেত্রে ড্রোনের সঠিক ব্যবহার, প্রত্যন্ত গ্রামের জন্য সাশ্রয়ী এআই-চালিত স্বাস্থ্য সরঞ্জাম কিংবা যানজট নিয়ন্ত্রণের মতো বাস্তব চ্যালেঞ্জগুলোকে সামনে রেখে এই স্কুলকে সাজাতে পারে। উন্নত বিশ্বের তাত্ত্বিক গবেষণার বিপরীতে দাঁড়িয়ে খড়্গপুরের এই স্কুল প্র্যাক্টিক্যাল ও সাশ্রয়ী ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এক অনন্য বৈচিত্র উপস্থাপন করবে, যা উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য এক রোল মডেল হতে পারে।

বিশ্ববাজারে ভারতের পজিশনিং কেমন হবে, তা নিয়ে তাই আন্তর্জাতিক মহলে প্রবল কৌতূহল তৈরি হয়েছে। খড়্গপুরের এই স্কুল ভারতকে ‘টেকনোলজি কনজিউমার’ বা আমদানিকারকের ভূমিকা থেকে মুক্ত করে ‘টেকনোলজি মেকার’ বা প্রযুক্তি স্রষ্টার আসনে বসাবে। গ্লোবাল সাপ্লাই চেন, ডিপ-টেক স্টার্ট-আপ এবং বিশেষ করে গ্লোবাল হেল্‌থকেয়ার সেক্টরে ভারতের একচেটিয়া আধিপত্য তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা এখন স্পষ্ট। যখন আমেরিকার কোনও হাসপাতালে জটিল অস্ত্রোপচার কোনও রোবটের মাধ্যমে হবে, আর তার পিছনের ফিজিক্যাল এআই অ্যালগরিদমটি তৈরি হবে ভারতের খড়্গপুরের মাটি থেকে, তখন তা বিশ্বমঞ্চে দেশের বিশ্বাসযোগ্যতা ও টেকনিক্যাল সুপ্রিমেসি বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে। এটি আন্তর্জাতিক কূটনীতি ও বাজারে ভারতের জন্য এক নতুন ধরনের সফ্‌ট পাওয়ার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে।

পুরো উদ্যোগটি আইআইটি কেজিপির লাইফ ফেলো বিনোদ গুপ্তার ব্রেনচাইল্ড। স্কুলের নামকরণ করা হয়েছে বিনোদ গুপ্তার প্রয়াত পুত্র বেঞ্জামিন গুপ্তার স্মরণে। খড়্গপুরের মাটিতে বিনোদ গুপ্তার অবদান নতুন নয়, এর আগে বিশ্বমানের ম্যানেজমেন্ট স্কুল বা ইন্টেলিজেন্ট প্রপার্টি ল স্কুলের মাধ্যমে তিনি এই ক্যাম্পাসকে সমৃদ্ধ করেছেন। কিন্তু এই ফিজিক্যাল এআই স্কুলটি যেন সমস্ত অতীতকে ছাপিয়ে একবিংশ শতাব্দীর ভারতকে এক সম্পূর্ণ নতুন ডিজিটাল ও ভৌত সার্বভৌমত্বের দিশা দেখাল। বিজ্ঞান, আধুনিক শিক্ষা, কর্পোরেট বিনিয়োগ এবং মানবিক আবেগের এমন মেলবন্ধন ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে সত্যিই বিরল। সিলিকন ভ্যালির বিশ্বজনীন প্রযুক্তিগত দর্শন আর ভারতের খাঁটি মেধার এই যুগলবন্দি খড়্গপুরের লালমাটি থেকে যে নতুন স্ফুলিঙ্গের জন্ম দিতে চলেছে, তা আগামী দিনে গোটা বিশ্বের প্রযুক্তি-অর্থনীতিকে চালিত করবে, এ কথা আজ জোরালো ভাবে বলাই যায়।

লেখক ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্ট ও এআই স্ট্র্যাটেজিস্ট

এসআইআর: ‘যৌক্তিক অসঙ্গতি’ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়নি শীর্ষ আদালত

আজকালের প্রতিবেদন

দিল্লি, ২৮ অক্টোবর

এসআইআর প্রক্রিয়ায় ‘লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি’র বৈধতা নিয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার দিল্লির এসআইআর সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানিতে এই বিষয়টি স্পষ্ট করে দিল শীর্ষ আদালত। আদালতের বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশনকে এই শ্রেণি ব্যবহারের যে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, তা ছিল শুধুমাত্র অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা। এর অর্থ এই নয় যে, এই পদ্ধতির আইনি বৈধতা আদালত মেনে নিয়েছে। প্রধান বিচারপতি তাঁর মৌখিক পর্যবেক্ষণে বলেছেন, এই শ্রেণির সাংবিধানিক ও আইনি বৈধতা এখনও চূড়ান্ত ভাবে বিচার করা হয়নি। সেটি এখনও বিচারাধীন।

এদিন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চে দিল্লি এসআইআর-সংক্রান্ত মামলাটির শুনানি হয়। নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী এসআইআর প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক নিয়ে আদালত আগেই বিবেচনা করেছে বলে দাবি করলে বিচারপতি বাগচী স্পষ্ট জানান, বিহারের এসআইআর সংক্রান্ত মামলায় ‘লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি’র বৈধতার বিচার করা হয়নি। কারণ, বিহারে প্রাথমিক ভাবে এই শ্রেণি ব্যবহারই করা হয়নি। বিচারপতি বাগচীর কথায়, ‘বিহারের মামলায় প্রতিটি প্রশ্নের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়নি। সেখানে নির্বাচন কমিশন প্রথমে ‘লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি’ নামে কোনও শ্রেণি চালু করেনি। পশ্চিমবঙ্গে আমরা অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসেবে এর অনুমতি দিয়েছিলাম। এই পদ্ধতির বৈধতা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও নেওয়া হয়নি।’ বিষয়টির সংবেদনশীলতার কথা উল্লেখ করে বিচারপতি আরও বলেন, আদালতের মৌখিক পর্যবেক্ষণকে অনেক সময় প্রেক্ষাপটের বাইরে উদ্ধৃত করা হয়। তাই এই পর্যায়ে আর কোনও মন্তব্য করতে চায় না বেঞ্চ।

এদিনের শুনানিতে বিচারপতি বাগচী প্রশ্ন তোলেন, ২০০৩ সালের ভোটার তালিকায় যে-ব্যক্তির নাম রয়েছে, তাঁকে এখন কীভাবে ‘লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি’ শ্রেণিতে চিহ্নিত করা হচ্ছে? তাঁর বক্তব্য, ২০০৩ সালের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোনও ভোটারের নামের ক্ষেত্রে এখন নতুন করে এই ধরনের অসঙ্গতি চিহ্নিত করে যাচাইয়ের প্রয়োজন কেন হচ্ছে, তা খতিয়ে দেখা দরকার। বিহারের মামলায় এই প্রশ্ন ওঠেনি। আদালতে আবেদনকারীদের পক্ষে আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ জানান, দিল্লিতে ১৯.৩৪ লক্ষ ভোটারকে এই শ্রেণিতে চিহ্নিত করেছে নির্বাচন কমিশন। তাঁর অভিযোগ, ‘লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি’ বলতে ঠিক কী বোঝানো হচ্ছে, তা কমিশন স্পষ্ট ভাবে সংজ্ঞায়িত করেনি। নির্বাচন কমিশনের পক্ষে আইনজীবী ডিএস নাইডু জানান, এই শ্রেণিতে চিহ্নিত ব্যক্তিদের মধ্যে ৯৫ শতাংশের নাম পুনর্বহাল করা হয়েছে। এর পর বিচারপতি বাগচী প্রশ্ন করেন, ২০০৩ সালকে যদি ভিত্তিবর্ষ হিসেবে ধরা হয়ে থাকে, তা হলে সেই সময়ের ভোটার তালিকায় থাকা ব্যক্তিদের নাম বা নথি কীভাবে আবার নতুন করে প্রশ্নের মুখে পড়ছে? কোনও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে যাচাইয়ের ক্ষমতা কমিশনের থাকতে পারে, কিন্তু বিপুল সংখ্যক ভোটারের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি প্রয়োগের যুক্তি কী, তা পরীক্ষা করা প্রয়োজন বলে তাঁর মৌখিক পর্যবেক্ষণ।

স্মিত মচ্ছরকে সম্মান জানাল আমিরশাহি

সংবাদ সংস্থা

দুবাই, ২৮ অক্টোবর

ফ্লাইদুবাইয়ের ককপিটে জরুরি পরিস্থিতিতে সাহসিকতার পরিচয় দেওয়ার জন্য ভারতীয় পাইলট ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছর এবং বিমানকর্মীদের সম্মান জানাল সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। ৩০ সেপ্টেম্বরের ওই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছিলেন স্মিত। তা সত্ত্বেও তিনি ককপিটের দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন। এর ফলে বিমানকর্মী ও যাত্রীরা পরিস্থিতি সামাল দিতে এগিয়ে আসেন এবং সম্ভাব্য আরও বড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির প্রেসিডেন্ট শেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান এই ঘটনায় যুক্ত বিমানকর্মীদের হাতে ‘ফার্স্ট ক্লাস অর্ডার অব জায়েদ দ্বিতীয়’ সম্মান তুলে দেন। জরুরি পরিস্থিতিতে যাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং বিমানটিকে নিরাপদ রাখার জন্য তাঁদের এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই সম্মান এমন এক সময়ে এল, যখন স্মিত মচ্ছরের সাহসিকতার জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে প্রশংসা চলছে। ভারত, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, ইজরায়েল ও আমেরিকার নেতারা তাঁর সাহসিকতার প্রশংসা করেছেন। আহত ভারতীয় পাইলটকে সাহসিকতার পুরস্কার দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছে ইজরায়েলও। তিনি সুস্থ হয়ে উঠলে সেই পুরস্কার দেওয়া হবে।



ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছরকে সম্মানিত করছেন সংযুক্ত আরব আমিরশাহির উপপ্রধানমন্ত্রী হামদান বিন মহম্মদ আল মকতুম। ছবি: এপি

ট্রেনে ট্রেনে ধাক্কা স্পেনে, মৃত অন্তত ৬৪

সংবাদ সংস্থা

বার্সিলোনা, ২৮ অক্টোবর

স্প

দীপাবলির আগে কেন্দ্রীয় কর্মীদের ৩% মহার্ঘ ভাতা

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ২৮ অক্টোবর

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) এবং মহার্ঘ ত্রাণ (ডিআর) ৩ শতাংশ বৃদ্ধির অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। জানা গিয়েছে, ২০২৬ সালের ১ জুলাই থেকে এই বর্ধিত হার কার্যকর হবে। বর্তমানে মূল বেতন বা পেনশনের ৬০ শতাংশ হারে ডিএ ও ডিআর দেওয়া হচ্ছিল। নতুন ৩ শতাংশ বৃদ্ধির ফলে তা বেড়ে ৬৩ শতাংশ হবে। এই সিদ্ধান্তের ফলে প্রায় ৪৮.৫৪ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং ৬৮.৭১ লক্ষ পেনশনভোগী উপকৃত হবেন। ডিএ ও ডিআর বৃদ্ধির কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের কোষাগার থেকে বছরে অতিরিক্ত ১০ হাজার কোটি টাকা খরচ হবে। এদিনই ‘প্রধানমন্ত্রী বিকশিত গ্রাম স্বরাজ যোজনা’য় ৭ হাজার ৩৯৫ কোটি টাকা বরাদ্দে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে।

হরদীপ পুরি রাজ্যসভার বিজেপি প্রার্থী

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ২৮ অক্টোবর

কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরিকে মধ্যপ্রদেশ থেকে রাজ্যসভার প্রার্থী করল বিজেপি। এর আগে তিনি উত্তরপ্রদেশ থেকে রাজ্যসভায় নির্বাচিত হন। তবে মেয়াদ সম্পূর্ণ হওয়ার পর সে রাজ্য থেকে তাঁকে আর প্রার্থী না করায় কিছুদিন ধরেই জল্পনা চলছিল। হরদীপকে উত্তরপ্রদেশ থেকে প্রার্থী না করায় জল্পনা ছড়ায় যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার রদবদল হলে হরদীপ আর মন্ত্রী থাকবেন না। সেই জল্পনায় আপাতত জল ঢেলে প্রার্থী করা হয়েছে পুরিকে। পুরি ২০২০ সালে উত্তরপ্রদেশ থেকে রাজ্যসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। কুখ্যাত মার্কিন যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টাইনের সঙ্গে হরদীপ সিং পুরির যোগাযোগ ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়। ছবি প্রকাশ্যে আসার কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে মধ্যপ্রদেশ থেকে রাজ্যসভার উপনির্বাচনে প্রার্থী করল বিজেপি।

দিল্লিতে এসসিও নভেম্বরে, বৈঠকে ডাক পাকিস্তানকেও

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ২৮ অক্টোবর

ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যেই পাকিস্তানকে আমন্ত্রণ জানাল ভারত। সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও)-এর প্রথম ‘সিভিলাইজেশনাল ডায়ালগ ফোরাম’-এ যোগ দেওয়ার জন্য ১০টি সদস্য দেশকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তার মধ্যে পাকিস্তানও রয়েছে। আগামী ২০ থেকে ২২ নভেম্বর দিল্লিতে এই বৈঠক হওয়ার কথা। এই বৈঠকে যোগ দিতে ডাকা হয়েছে পাকিস্তানের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী ঔরঙ্গজেব খান খিচিকে। পহেলগাঁও হামলার পর প্রথমবার ভারত পাকিস্তানকে কোনও আমন্ত্রণ জানাল। জানা গিয়েছে, এই আন্তর্জাতিক বৈঠকের লক্ষ্যই হল সদস্য দেশগুলির মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক জোরদার করা। সেই সঙ্গে বিভিন্ন দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সভ্যতা সম্পর্কে পারস্পরিক বোঝাপড়া বাড়ানো।

২০২৫ সালের মে মাসে পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পর ভারত অপারেশন সিঁদুর শুরু করেছিল। তার পর থেকে দুই দেশের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানকে সাংস্কৃতিক ও সভ্যতাগত সংলাপের মঞ্চে আমন্ত্রণ জানানোর ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এর আগে ২০২৩ সালের মে মাসে গোয়ায় অনুষ্ঠিত এসসিও-র বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকে যোগ দিতে ভারতে এসেছিলেন তৎকালীন পাক বিদেশমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি। বর্তমানে এসসিও-র সদস্য দেশগুলি হল—বেলারুশ, চীন, ভারত, ইরান, কাজাখস্তান, কিরঘিজস্তান, পাকিস্তান, রাশিয়া, তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তান। ২০১৭ সালে পূর্ণ সদস্য হিসেবে এই সংগঠনে যোগ দেয় ভারত। আফগানিস্তান ও মঙ্গোলিয়া এই সংগঠনের পর্যবেক্ষক দেশ।

‘টাটাকে ধ্বংস করা হচ্ছে’, রাহুলের অভিযোগে পাল্টা আক্রমণ নির্মলার

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ২৮ অক্টোবর

টাটা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান পদে এন চন্দ্রশেখরনের পুনর্নিয়োগ ঘিরে টাটা সন্স বোর্ডের সঙ্গে নোয়েল টাটার বিরোধকে কেন্দ্র করে টাটা গোষ্ঠীতে যে-বিতর্ক দানা বেঁধেছে, তার আঁচ পড়ল দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। টাটা গোষ্ঠীকে পরিকল্পিত ভাবে ধ্বংস করার চেষ্টা হচ্ছে বলে মোদি সরকারের দিকে আঙুল তুলেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তাঁর অভিযোগ, ‘অপরাধমূলক চক্রান্ত করে টাটাকে ধ্বংস করা হচ্ছে’। একই সঙ্গে এই বিষয়ে দেশের শিল্পপতিদের নীরবতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় শিল্প ও ব্যবসাকে নিজেদের খেলার সামগ্রীতে পরিণত করেছে। বুধবার সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে তিনি এই মন্তব্য করেন। রাহুলের বক্তব্য সামনে আসার পরেই পাল্টা সরব হয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। টাটা গোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ সঙ্ঘাত নিয়ে রাহুলের মন্তব্যকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে কটাক্ষ করেন তিনি। বাণিজ্যিক ও আইনি বিষয়কে যথেচ্ছ ভাবে ‘অপরাধমূলক’ তকমা দেওয়া গ্রহণযোগ্য নয় বলেও দাবি করেন সীতারামন।

বুধবার এক্স পোস্টে রাহুল লেখেন, ‘টাটাকে অপরাধমূলক ভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে, অথচ কোনও ব্যবসায়ী, নেতা মুখ খোলার সাহস পাচ্ছেন না। আর কত দিন নীরব থাকবেন? যতক্ষণ না ওরা আপনাদের নিয়ন্ত্রণ করছে? ভারতীয় ব্যবসা নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহের খেলার সামগ্রী নয়। আপনাদের সাহস নেই, আমাদের আছে। এই অপরাধের বিচার নিশ্চিত করব আমরা।’ গত কিছু দিন ধরেই টাটার অন্দরে সমস্যা চলছে। সংস্থার নেতৃত্ব নিয়েও নতুন করে টানাপোড়েন শুরু হয়েছে। বাজারে নথিভুক্তি করা (আইপিও) থেকে নেতৃত্ব সঙ্কট— সব কিছু নিয়েই তীব্র গোলযোগ দেখা দিয়েছে গোষ্ঠীর অন্দরে। আর এই সময়েই টাটা গোষ্ঠীর টালমাটাল অবস্থা নিয়ে মোদি-শাহকে নিশানা করেছেন রাহুল। টাটা গোষ্ঠীর অন্দরে চন্দ্রশেখরনের পুনর্নিয়োগ নিয়ে মতবিরোধের জেরেই বিতর্কের সূত্রপাত। টাটা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান নোয়েল টাটা ১৭ সেপ্টেম্বর টাটা সন্সের বোর্ড বৈঠকে গৃহীত পুনর্নিয়োগ-সংক্রান্ত প্রস্তাবের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

পাল্টা আক্রমণ শানিয়েছেন নির্মলা সীতারামন। তাঁর অভিযোগ, ভারতীয় শিল্পপতি ও উদ্যোগপতিদের সাফল্যকে বার বার নিশানা করছেন রাহুল। রাজনৈতিক স্বার্থে শিল্প-মহলে অবিশ্বাস ও নেতিবাচক মনোভাব ছড়ানোর চেষ্টা না করে বিরোধী দলনেতার গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা উচিত বলেও পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

ইন্ডিয়া-র সমাবেশে ককরোচের সমর্থন

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ২৮ অক্টোবর

ইন্ডিয়া ব্লকের রামলীলা ময়দানের সমাবেশকে সমর্থন জানালেন ককরোচ পার্টির প্রধান অভিজিৎ দীপকে। দীপকে জানিয়েছেন, তাঁরা ইন্ডিয়া ব্লকের ১ নভেম্বরের কর্মসূচিকে সমর্থন করছেন। তাঁর দাবি, সবার আগে দেশ। জ্ঞানেশ কুমারকে সরতেই হবে। উল্লেখ্য, রামলীলার সমাবেশে বিরোধী শিবিরের শীর্ষ নেতারা উপস্থিত থাকবেন। অংশ নেবেন নাগরিক সমাজ, সমাজকর্মী, ছাত্র সংগঠনের নেতারা।



তছনছ। বিশাখাপত্তনমে, বুধবার। ছবি: পিটিআই

অর্ণবের তাণ্ডবে অন্ধ্রপ্রদেশে নিহত ৫, ক্ষতিগ্রস্ত ৭১৪ গ্রাম

সংবাদ সংস্থা
অমরাবতী, ২৮ অক্টোবর

মঙ্গলবার শেষরাতে অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে আছড়ে পড়ার পর ছ’ঘণ্টা ধরে চলে ‘ল্যান্ডফল’ প্রক্রিয়া। এর জেরে একাধিক এলাকায় গাছ ও বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে পড়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা। অর্ণবের দাপটে অন্ধ্রপ্রদেশে পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত ৭১৪টি গ্রাম। পুদুচেরির ইয়ানামের কাছে স্থলভাগে প্রবেশ করেছে ঘূর্ণিঝড়টি। ‘অতি শক্তিশালী’ ঘূর্ণিঝড় থেকে পরিণত হয়েছে ‘শক্তিশালী’ ঘূর্ণিঝড়ে। ঝড়ের শক্তি আরও কমে সাধারণ ঘূর্ণিঝড় এবং তারপর গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। ঘূর্ণিঝড়টি মঙ্গলবার রাত ২টো থেকে বুধবার সকাল ৮টার মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ ও ইয়ানাম উপকূল পেরোয়। অন্ধ্রপ্রদেশেই ঘূর্ণিঝড়ের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ৩১টি বাড়ি। গরিভিড়িতে সর্বোচ্চ ২৬ সেন্টিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। রাজ্যের ১৩টি জেলা এবং ইয়ানামে মাঝারি থেকে বড়মাপের হড়পা বানের ঝুঁকির সতর্কতাও জারি। সতর্কতা জারি হয়েছে বাপাতলা, গুন্টুর, এনটিআর, কৃষ্ণা, এলুরু, পূর্ব গোদাবরী, পশ্চিম গোদাবরীর মতো জেলাগুলিতেও। অন্ধ্রপ্রদেশে ৫৭ হাজার মানুষকে ত্রাণশিবিরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওড়িশাতেও ৩০ হাজারেরও বেশি মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রাজ্যে ২,০৩৭টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

কাকিনাড়ায় ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে কয়েকশো গাছ এবং অন্তত ১০০টি বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে পড়েছে। উপকূল বরাবর উপ্পাদা রাস্তাটি সম্পূর্ণ ধুয়ে গিয়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি করেছে ঝোড়ো হাওয়া। আল্লুরি সীতারাম রাজু জেলায় কয়েকটি রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। গাছ, বিদ্যুতের খুঁটিও পড়েছে। বিশাখাপত্তনমে প্রায় ৪০০টি গাছ উপড়ে পড়েছে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আলাদা আলাদা ভাবে দু’জনের মৃত্যু হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। মঙ্গলবার রাতে বিশাখাপত্তনম কৃষিজমির জলনিকাশি নালার ওপর ছিঁড়ে-পড়া বিদ্যুতের তারে হাত লাগায় মৃত্যু হয় প্রৌঢ়ের। বুধবার সকালে অনকাপল্লী জেলার ইয়েল্লামাঞ্চিলিতে বাড়ির বাইরে অসাবধানে খোলা বিদ্যুতের তারে পা লেগে মৃত্যু হয় এক মহিলার।

সরকার বদল, তাই মামলা ভিন্‌রাজ্যে নয়

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ২৮ অক্টোবর

বাংলায় সরকার বদলাতেই বদলে গেল সিবিআইয়ের অবস্থান। ২০২১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন-পরবর্তী হিংসার ঘটনায় দায়ের-হওয়া মামলাগুলির বিচার রাজ্যের বাইরে সরানোর আবেদন প্রত্যাহার করে নিল তারা। বুধবার সুপ্রিম কোর্টে এই আবেদন প্রত্যাহারের অনুমতি চাওয়া হয়। পরিস্থিতির পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেই এই সিদ্ধান্ত বলে আদালতে জানিয়েছেন সিবিআইয়ের আইনজীবী, সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের সামনে মামলাগুলি প্রত্যাহারের আবেদন জানানো হয়।

আর্জি ফেরাল সিবিআই

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ভোট-পরবর্তী হিংসার অভিযোগ ওঠে। সেই মামলায় সিবিআই দাবি করেছিল, রাজ্যের মধ্যে বিচার-প্রক্রিয়া চললে সাক্ষীদের ভয় দেখানো বা তাঁদের ওপর চাপ সৃষ্টি হতে পারে। এই মামলাগুলির বিচার পশ্চিমবঙ্গের বাইরে করার সুপারিশ করেছিল জাতীয় মানবাধিকার কমিশনও।

বিধান পরিষদের ভোটে কর্ণাটকে কং বিপর্যয়, মোদির খোঁচা

সংবাদ সংস্থা
দিল্লি, ২৮ অক্টোবর

কংগ্রেস শিবিরের উদ্বেগ বাড়িয়ে কর্ণাটক, বিহার, মহারাষ্ট্র ও উত্তরপ্রদেশের বিধান পরিষদের ২৮টি আসনে নির্বাচনের ফল প্রকাশ হল বুধবার। চার রাজ্যে বিধান পরিষদের একটি আসনও দখল করতে পারেনি কংগ্রেস। কর্ণাটকে দলের পরাজয় সবচেয়ে বড় ধাক্কা কংগ্রেসের কাছে। বাকি তিন রাজ্যেও শাসক দলকে কার্যত কড়া টক্করের মুখে পড়তে হয়েছে। চার রাজ্যে বিধান পরিষদের ২৮টি আসনে নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় নিয়ে খোঁচা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ‘চারটি বড় রাজ্য উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকে বিধান পরিষদের ২৮টি আসনে ভোট হয়েছে। ভোট হয়েছে ব্যালট পেপারে। কংগ্রেস কতগুলো আসন পেয়েছে, অনুমান করুন!’

কটাক্ষ করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও। তিনি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ‘এবার রাহুল গান্ধী ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা কীসের ওপর দোষ চাপাবেন? ব্যালট পেপারের কালির ওপর?’ তিনি আরও লেখেন, ‘ভোটারদের বার্তা অত্যন্ত স্পষ্ট: ভারতের জনগণ কংগ্রেস এবং তাদের নেতৃত্বকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছে।’

কটাক্ষ শুভেন্দুরও

কর্ণাটকে চারটি, বিহারে আটটি, মহারাষ্ট্রে পাঁচটি এবং উত্তরপ্রদেশে ১১টি আসনে ভোট হয় ২৩ অক্টোবর। বাকি তিনটি রাজ্যের চেয়ে কর্ণাটকের পরিস্থিতি আলাদা। কারণ কর্ণাটকে কংগ্রেস সরকার রয়েছে। এদিন গণনা শেষে চারটি আসন দখল করেছে বিজেপি ও জনতা দল সেকুলার অর্থাৎ জেডি(এস) জোট। বাকি তিনটি আসন দখল করেছে বিজেপি।

বিধান পরিষদের ফলাফল মুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমারের কাছেও বড় ধাক্কা। শিবকুমারের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারের সাংগঠনিক শক্তি ও নীতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যদিও কংগ্রেসের দাবি, এই ফলাফল থেকে রাজ্য সরকারের মূল্যায়ন করা যায় না।

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড
১, শেক্সপিয়র সরণি, চতুর্থ তল, এসি মার্কেট বিল্ডিং, কলকাতা- ৭০০০৭১

দাবি বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাগণ এই ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া ঋণের সুবিধার আসল ও সুদ পরিশোধে খেলাপকারী হয়েছেন এবং উক্ত সুবিধাগুলি অনুৎপাদক পরিসম্পদে পরিণত হয়েছে। সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(২) ধারাধীনে তাঁদের সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হলেও সেগুলি অবিলিকৃত অবস্থায় ফেরত এসেছে এবং এই কারণে প্রকাশ্য এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তাঁদের জানানো হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	যে সম্পত্তির ওপর ঋণ নেওয়া হয়েছিল, তার অবস্থান	ক) নোটিশের তারিখ খ) এনপিএর তারিখ (কার্যকরের তারিখ)	অনাদায়ী বকেয়া (দাবিকৃত অর্থাঙ্ক) (₹)	মঞ্জুরকৃত ঋণ
১.	**১. মিঃ বিকাশ কুমার গুপ্ত** পিতা- লখন সাউ ১৭৮, জ্যোতি ইলেকট্রনিক্স, ভাইজোরিয়া রোড, হনুমান মন্দিরের কাছে, পিথাকিয়ারি, ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড-৮২৮২০৫ **২. মিসেস রজনীত কৌর** স্বামী- বিকাশ গুপ্ত ভাইজোরিয়া রোড, হনুমান মন্দিরের কাছে, পিথাকিয়ারি, ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড-৮২৮২০৫ উভয়ের বিকল্প ঠিকানা: গ্রাম- ফরিদপুর, পোঃঅঃ- বালিদাহা, গুড়াপ, হুগলি-৭১২৩০৩	**তফসিল এ: (বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ) (জমি ও সম্পূর্ণ ভবন/ কমপ্লেক্সের বিবরণ)** সামান্য কমবেশি ৮.২২৮ একর/ ৩.৩৩১ হেক্টর অবিভক্ত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, তৎসহ ‘মুনবিম হাউজিং কমপ্লেক্স’ নামক বহুতল ভবন, যা হিডকো প্লট নং আইআইসি/বিএলকে/৮, প্রেমিসেস নং ০২-০৬৮৯ এএ-আইআইসি, নিউ টাউন, কলকাতা, মৌজা রায়গাছি, জে এল নং ১২, থানা- রাজারহাট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা-তে অবস্থিত। প্লট নং ১১৬৬, ১১৬৯, ১১৮৩, ১১৯০, ১১৯১, ১১৯৫, ১১৯৬, ১১৯৭, ১১৯৮, ১১৯৯, ১২০২, ১২০৩ এবং ১২০৫ সম্পূর্ণরূপে অন্তর্ভুক্ত এবং প্লট নং ১১৬৩, ১১৬৪, ১১৬৭, ১১৬৮, ১১৭০, ১১৮১, ১১৮২, ১১৮৪, ১১৮৫, ১১৮৬, ১১৮৭, ১১৮৮, ১১৮৯, ১১৯২, ১১৯৩, ১১৯৪, ১২০১, ১২০৪, ১২০৬, ১২০৭, ১২০৮ এবং ১২০০ আংশিকভাবে অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে- স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট; দক্ষিণে- ডব্লিউবিএইচবি জমি ও রাস্তা নং ৬৮৯	ক) ১৬.১০.২০২৬ খ) ০৬.১০.২০২৬	₹১৯,৫৪,২৪৯.০০, লোন অ্যাকাউন্ট নং PHR0005040020 90- এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ১২.১০.২০২৬ অনুযায়ী (এর মধ্যে ১২.১০.২০২৬ অবধি সুদ অন্তর্ভুক্ত করা আছে)	২১.০২.২০১৯ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের মাধ্যমে পাওয়ার হোম বিআরই লোন সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং ₹২৮,১৯,২৭৭.০০ (আঠাশ লক্ষ উনিশ হাজার দু’শো সাতাত্তর টাকা মাত্র) অর্থের পরিমাণ বিতরণ করা হয়েছে
	(৪০ মিটার চওড়া); পূর্বে- ক্যানেল ব্যাঙ্ক অ্যালক ওয়ে এবং পেরিফেরাল ক্যানেল; পশ্চিমে- রাস্তা নং ৬৬৬ (২০ মিটার চওড়া)। **তফসিল বি (ফ্ল্যাটের বিবরণ):** ‘এ তফসিল’ ভবন/কমপ্লেক্সের মধ্যে ফোর্থ ফ্লোরে অবস্থিত ফ্ল্যাট নং এম২/বি/১৯, যার প্লিন্থ এরিয়া ৬৪.৪১ বর্গমিটার (আনুমানিক) বা ৬৯৩ বর্গফুট, ভবনের মধ্যে অবস্থিত দুটি বেডরুম, একটি ডাইনিং কাম লিভিং হল, একটি রান্নাঘর, একটি ব্যালকনি, একটি শৌচালয় সমেত অপরিহার্য সুনির্দিষ্ট আবাসিক ফ্ল্যাট, তৎসহ নীচে বর্ণিত সমস্ত সাধারণ সুযোগ-সুবিধা ও পরিষেবা সহ ‘এ তফসিল’ সম্পত্তির জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ, ইজমেন্ট অধিকার, বংশানুক্রমিক অধিকার, আনুষঙ্গিক অধিকার, বাতাসের ইজমেন্ট এবং ক্রেতার সুবিধার্থে বিশেষ অধিকার, যা হিডকো প্লট নং টিআইসি/বিএলকে/৮, প্রেমিসেস নং ০২-০৬৮৯ এএ-আইআইসি, নিউ টাউন, কলকাতা, মৌজা রায়গাছি, জে এল নং ১২, থানা- রাজারহাট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা-তে অবস্থিত।			
২.	**১. মিঃ বিকাশ কুমার গুপ্ত** পিতা- অর্জুন লাল গুপ্ত বি-জে/২বি, টেগোর পার্ক, তিলজলা, কলকাতা-৭০০০৩৯ **২. মিসেস রিঙ্কু গুপ্ত** স্বামী- বিকাশ কুমার গুপ্ত বি-জে/২বি, টেগোর পার্ক, তিলজলা, কলকাতা-৭০০০৩৯	**তফসিল: (বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ)** ২ (দুই) কাঠা ১৩ (তেরো) ছটাক ২৬ (ছাব্বিশ) বর্গফুট পরিমাপের জমিতে স্থিত একতলা ইঁট নির্মিত ভবনের উপরিস্থিত আনুমানিক ১০৫০ বর্গফুটের সমগ্র একমাত্র ছাদের স্থান, তা সামান্য কম বা বেশি যাই হোক না কেন, সি.এস. এবং আর.এস. দাগ নং ২০৬-এর অধীনে সি.এস. খতিয়ান নং ১৫০, আর.এস. খতিয়ান নং ২২০, আর.এস. নং ১৫১, জে এল নং ১১, তৌজি নং ২৯৯৮, মৌজা লস্করহাট, যা বর্তমানে প্রেমিসেস নং ১২৭৬, লস্করহাট টেগোর পার্ক, ব্লক জে২বি, কলকাতা- ৭০০০৩৯, ওয়ার্ড নং ১০৭, অ্যাসিসি নং ৩১-১০৭-০৮-১২৭৬-২, থানা- তিলজলা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা হিসেবে পরিচিত ও চিহ্নিত, তৎসহ উক্ত প্রেমিসেসের জমির অবিভক্ত, আনুপাতিক, অবিভাজ্য অংশ এবং সমস্ত ইজমেন্ট অধিকার সহ উক্ত	ক) ১৪.০৯.২০২৬ খ) ০৮.০৯.২০২৬	₹২৯,০৯,৪০৫.০০, লোন অ্যাকাউন্ট নং LPR0319130307 11- এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ০৯.০৯.২০২৬ অনুযায়ী (এর মধ্যে ০৯.০৯.২০২৬ অবধি সুদ অন্তর্ভুক্ত করা আছে)	৩০.০৬.২০২৫ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের মাধ্যমে অ্যাসেট পাওয়ার আশা বিআরই লোন সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং ₹২৮,৭০,০০০.০০ (আঠাশ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র) অর্থের পরিমাণ বিতরণ করা হয়েছে
	সম্পত্তি উপভোগের জন্য প্রয়োজনীয় সাধারণ অংশ, এলাকা, পথ, চলাচলের পথের সমস্ত অধিকার, তৎসহ ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাস পর্যন্ত ২০ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের পথের সমস্ত ইজমেন্ট অধিকার, তৎসহ কলকাতা পৌরসংস্থা বা পৌর কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যান পারমিট নং 2012120525, তারিখ ২৯.১১.২০১২, বরো নং ১২ অনুযায়ী এর ওপর একটি একক তলার কাঠামো নির্মাণ এবং/বা স্থাপনের একচেটিয়া অধিকার দাতা বিকাশ কুমার গুপ্তের অনুকূলে। উক্ত দানপত্র এ.আর.এ.-১, কলকাতা-তে যথাযথভাবে নিবন্ধিত হয়েছে এবং ১ নং বই, সিডি ভলিউম নং ৩, ৭২৮২ থেকে ৭২৯৫ পৃষ্ঠায়, বছর-এর জন্য ০১৪০৭ নং হিসেবে নথিভুক্ত রয়েছে।			
৩.	**মিঃ অভিষেক ব্যানার্জি** পিতা- সনৎ ব্যানার্জি এভারেস্ট টাওয়ার ১৪১/এ যশোর রোড, ৩ নং ফ্লোর, ফ্ল্যাট-বি/৩ শরৎ কলোনি, বিরাটি এলপি-৩/১৭২/১, কলকাতা - ৭০০০৮১	**তফসিল: (বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ)** ব্লক ‘এ’-তে তৃতীয় তলায় অবস্থিত সম্পূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং সি-৭-এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, যার সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া কমবেশি ৪৫৫ (চারশো পঞ্চান্ন) বর্গফুট, ১টি (একটি) বেডরুম, লিভিং ও ডাইনিং সহ ১টি (একটি) ওপেন কিচেন, ১টি (একটি) শৌচালয় এবং ১টি (একটি) ব্যালকনি সমেত, যা ‘পরশপাথর রেসিডেন্সি’ নামক ভবনের অন্তর্ভুক্ত, যা পৌরসভা হোল্ডিং নং ২১/১, নন্দন কানন মেন রোড, মৌজা দোহারিয়া, জে এল নং ৪৫, তৌজি নং ১৪৬, রসা নং ১৩২, আর.এস. দাগ নং ১২৭৭ (পি), আর.এস. দাগ নং ১২৭৭/১৬৫৯ (পি) এবং আর.এস. দাগ নং ১২৭৮ (পি)-এর অধীনে আর.এস. খতিয়ান নং ২৯, থানা- মধ্যমগ্রাম (পূর্বে বারাসাত), কলকাতা ৭০০১৩২, ১৭ নং ওয়ার্ডে, মধ্যমগ্রাম পৌরসভার এক্তিয়ারভুক্ত, এ.ডি.এস.আর. বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা-তে অবস্থিত।	ক) ১৫.১০.২০২৬ খ) ০৮.১০.২০২৬	₹৬,০৩,৯৮৯.৩৮, লোন অ্যাকাউন্ট নং PHR0005026170 33- এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ১২.১০.২০২৬ অনুযায়ী (এর মধ্যে ১২.১০.২০২৬ অবধি সুদ অন্তর্ভুক্ত করা আছে)	০৪.০৫.২০১৭ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের মাধ্যমে পাওয়ার হোম বিআরই লোন সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং ₹৮,৫২,৯৬২.০০ (আট লক্ষ বায়ান্ন হাজার নয়শো বাষট্টি টাকা মাত্র) অর্থের পরিমাণ বিতরণ করা হয়েছে
৪.	**মিঃ কৌশিক চক্রবর্তী** পিতা- গৌর চক্রবর্তী ৩১২/, ১৬৫ বোস পাড়া রোড, শ্রী গুরু জুয়েলার্সের কাছে, খড়দহ বোস পাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা-৭০০১১৭	**তফসিল এ: (জমির বিবরণ)** সামান্য কমবেশি ৪ (চার) কাঠা ৮ (আট) ছটাক জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ তৎসহ এর ওপর স্থিত ‘স্মরণিকা আবাসন’ নামক পাঁচ (জি+চার) তলা ভবন, যা মৌজা খড়দহ, জে এল নং ২, আর.এস. নং ১৮, তৌজি নং ১৪৫/২৯৯৮, দাগ নং ২১১৭-এর অধীনে খতিয়ান নং ৪৭৫৯, এল.আর. খতিয়ান নং ৬১২৬, এল.আর. দাগ নং ৪৩৩৬, থানা- খড়দহ, খড়দহ পৌরসভার এলাকাধীন, ওয়ার্ড নং ১৪, হোল্ডিং নং-৩০, এস. কে. ব্যানার্জি রোড, জেলা- ২৪ পরগনা-তে অবস্থিত, যার সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে- শ্রীমতী মীরা চ্যাটার্জির বাড়ি; দক্ষিণে- সাধারণ চলাচলের পথ এবং তারপর শ্রীমতী কমলা দাসের বাড়ি; পূর্বে- ১৪ ফুট চওড়া এস. কে. ব্যানার্জি রোড; পশ্চিমে- পুকুর ও অন্যান্য সম্পত্তি।	ক) ০৫.১০.২০২৬ খ) ০৮.০৯.২০২৬	₹১২,৯৮,০৫৭.০০, লোন অ্যাকাউন্ট নং PHR0437121727 95- এর প্রেক্ষিতে বকেয়া, ০৯.০৯.২০২৬ অনুযায়ী (এর মধ্যে ০৯.০৯.২০২৬ অবধি সুদ অন্তর্ভুক্ত করা আছে)	৩০.১২.২০২৪ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের মাধ্যমে পাওয়ার হোম বিআরই লোন সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং ₹১২,৯০,০০০.০০ (বারো লক্ষ নব্বই হাজার টাকা মাত্র) অর্থের পরিমাণ বিতরণ করা হয়েছে
	তফসিল বি: (ফ্ল্যাটের বিবরণ) উপরে লিখিত প্রথম তফসিলে বর্ণিত জমির ওপর নির্মিত ‘স্মরণিকা আবাসন’ নামক আবাসিক কমপ্লেক্সের অন্



আকাশে কালো মেঘ। তবে বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতেই সীমাবদ্ধ থাকল ঘূর্ণিঝড় অর্ণবের প্রভাব। এর বাইরে দিঘা বা সংলগ্ন এলাকায় তেমন কোনও প্রভাব পড়েনি। ছবি: যজ্ঞেশ্বর জানা

ফের আন্দামানে নিম্নচাপের সম্ভাবনা

আজকালের প্রতিবেদন

দুর্বল হয়েছে ‘অর্ণব’। কিন্তু দক্ষিণ আন্দামানে আজ, বৃহস্পতিবারের মধ্যেই ফের নতুন করে নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার ভোর রাতে ইয়ানামের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে ঘণ্টায় ১২৫-১৩৫ কিমি বেগে প্রবেশ করে ‘অর্ণব’। দমকা হাওয়া ছিল ঘণ্টায় ১৫০ কিমি। বুধবার সন্ধেয় এটি আরও উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে সরেছে। এদিন মাঝরাতেই আরও দুর্বল হয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এটি আরও দুর্বল হয়ে আজ নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। অর্ণবের প্রভাবে আজও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কাল, শুক্রবার থেকে বৃষ্টি ধীরে ধীরে কমবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। তবে এই সপ্তাহে তাপমাত্রা কমার সম্ভাবনা নেই। আন্দামান সাগরের নিম্নচাপটির গতিবিধির ওপর তাপমাত্রা কমবে কি না এবং বৃষ্টি হবে কি না তা নির্ভর করছে।

ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারকে

নিরুপম সাহা ও প্রভাত সরকার

গাইঘাটা ও ধুলিয়ান, ২৮ অক্টোবর

এনকাউন্টারের ঘটনায় বুধবার থমথমে গাইঘাটা ও ধুলিয়ান। শুনশান দুই এলাকা। এ ব্যাপারে মুখ খুলতে চাইছেন না এলাকার বাসিন্দারা। গাইঘাটায় নিহত প্রহ্লাদ দাসের মৃতদেহ মঙ্গলবার সন্ধেয় বারাসত জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে দেহ তুলে দেওয়া হয়। আত্মীয়দের উপস্থিতিতে রাতেই শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। ধূলিয়ানে নিহত সামাউল শেখের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর বুধবার বিকেলে তুলে দেওয়া হয় তাঁর পরিবারের হাতে। সামাউলের ময়নাতদন্ত হয় মুর্শিদাবাদ মেডিক্যালে।

নিহত প্রহ্লাদের মা জানিয়েছেন, ছেলে বিএ দ্বিতীয় বর্ষে পড়ার সময় তিনি একটি দুর্ঘটনার শিকার হন। তখন থেকে প্রহ্লাদ সংসার চালাতে পড়াশোনার পাশাপাশি বাবার সঙ্গে সেলুনের কাজ শিখছিল। একসময় এনসিসি শিখেছিল। সার্টিফিকেটও আছে। স্বপ্ন ছিল পুলিশ হয়ে দেশের সেবা করবে। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাকেই পুলিশের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে মরতে হল। যদিও পুলিশের পক্ষ থেকে এনকাউন্টারের ঘটনার বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। এদিকে, এনকাউন্টারের পর ধূলিয়ানের পরিবেশ একেবারে থমথমে। নিহত সামাউলের দাদা আমাউল জানান, ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে এই নিয়ে আর বলার কী আছে। এখন ধর্মীয় রীতি মেনে সৎকার করতে হবে। আসলে ভাইয়ের সঙ্গে আমার অনেকদিন ধরে যোগাযোগ ছিল না। ও লরি চালক ছিল। মাঝপথে তা বন্ধ করে অন্য কিছু কাজ করার চেষ্টা করছিল। বাড়িতে ওর স্ত্রী আর একটি সন্তান রয়েছে। ভাই যে কেন এরকম কাজ করতে গেল বুঝতে পারছি না। বিজেপি নেতা সুজিত মণ্ডল খুনে অভিযুক্ত ছিল সামাউল। আগস্ট মাসে খুন হয়েছিলেন সুজিত মণ্ডল। পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল মূল পান্ডা সামাউলকে। সুজিত মণ্ডলের স্ত্রী সুমনা মণ্ডল জানান, সরকার ও প্রশাসনের ওপর আস্থা ছিল। এখনও আছে। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

গাইঘাটা, ধুলিয়ান

দেশের বৃহত্তম ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এখন রিলায়েন্স

আজকালের প্রতিবেদন

শেয়ার বাজারে জিও প্ল্যাটফর্মসের আত্মপ্রকাশের পরেই দেশের বৃহত্তম ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর তালিকার শীর্ষস্থানে উঠে এল রিলায়েন্স গ্রুপ। এর ফলে টাটা গোষ্ঠী দ্বিতীয় স্থানে এবং তৃতীয় স্থানে রইল আদানি গোষ্ঠী। বুধবার জিও প্ল্যাটফর্মসের শেয়ার ১ হাজার ৩৫৮ টাকায় বাজারে তালিকাভুক্ত হয়েছে, যা আইপিও (ইনিসিয়াল পাবলিক অফারিং)-র নির্ধারিত ১ হাজার ১১৯ টাকা মূল্যের তুলনায় ২১.৪ শতাংশ বেশি। এই দরে সংস্থাটির বাজারমূল্য দাঁড়াল প্রায় ১২.৫ লক্ষ কোটি টাকা।

তালিকাভুক্ত সংস্থাগুলির সম্মিলিত বাজারমূল্যের নিরিখে রিলায়েন্স গোষ্ঠীর মোট মূল্যায়ন এখন ২৮.৯ লক্ষ কোটি টাকা। টাটা গোষ্ঠীর ২৫.৬ লক্ষ কোটি এবং আদানি গোষ্ঠীর ১৬.৬ লক্ষ কোটি। অর্থাৎ, টাটার তুলনায় রিলায়েন্স এগিয়ে রইল ৩.২৩ লক্ষ কোটি টাকায়। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ এবং জিও প্ল্যাটফর্মসের সম্মিলিত বাজারমূল্যের নিরিখে দেশের সর্বাধিক শেয়ারহোল্ডার থাকা সংস্থা হিসেবেও উঠে এলে জিও প্ল্যাটফর্মস। এখন শেয়ারহোল্ডারের সংখ্যা ৭৯.৮ লক্ষ।

অভাবনীয় সাফল্য নিয়ে বলতে গিয়ে জিও প্ল্যাটফর্মস সংস্থার ডিরেক্টর অনন্ত আম্বানি বলেন, জিও আপনারাই তৈরি করেছেন। আপনাদের স্বপ্নপূরণ করাই আমাদের স্বপ্ন। আজ এক্সচেঞ্জের ঘণ্টাধ্বনি আমার কাছে মন্দিরের ঘণ্টার শব্দের মতো শোনাবে। আমার কাছে ব্যবসা পুজোর সমান। আর প্রত্যেক পুজোর শেষে থাকে প্রসাদ। এদিন অনন্ত যখন বক্তব্য পেশ করছেন, তখন মুকেশ আম্বানির চোখে জল এসেছে ছেলের এই সাফল্যে। অনন্ত আম্বানি বলেছেন, এই উদ্যোগের বীজ বপন করেছিলেন দিদি ঈশা। পরে দাদা আকাশ আম্বানিও সেই স্বপ্নকে আপন করে নেন। জিও-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর আকাশ আম্বানি বলেছেন, এই তালিকাভুক্তি শেষ কথা নয়, বরং নতুন যাত্রার সূচনা। প্রতিশ্রুতি রক্ষা এবং কাজের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন করাই আমাদের লক্ষ্য।

এদিন মুম্বইয়ে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জে জিও-র তালিকাভুক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রিলায়েন্সের কর্ণধার মুকেশ আম্বানি, তাঁর স্ত্রী নীতা আম্বানি এবং পরিবারের অন্য সদস্যরা।

শেয়ার বাজারে জিও প্ল্যাটফর্মস

রাতে ট্রেনে মোবাইল-ল্যাপটপে চার্জ নয়

সংবাদ সংস্থা

দিল্লি, ২৮ অক্টোবর

রাত ১১টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত বন্ধ রাখতে হবে ট্রেনের সব চার্জিং পয়েন্ট— দক্ষিণ-পূর্ব রেলের ট্রেনে পাওয়ার ব্যাঙ্ক বিস্ফোরণের পর সতর্ক করল রেল বোর্ড। ট্রেনের কামরায় ওই সময়ের মধ্যে ফোন ও ল্যাপটপ চার্জ দেওয়ার পয়েন্ট যাতে বন্ধ থাকে, তা কঠোর ভাবে কার্যকর করতে সমস্ত রেল জোনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের একটি ট্রেনে যাত্রীর পাওয়ার ব্যাঙ্ক বিস্ফোরণ ঘটেছিল। এর পরেই নড়েচড়ে বসেছে রেল। ২৬ অক্টোবরের একটি চিঠিতে রেল বোর্ড জানিয়েছে, দক্ষিণ-পূর্ব রেলের ওই ট্রেনটিতে নির্ধারিত সময়ে চার্জিং পয়েন্টের বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করেননি কর্মীরা। সেই অবস্থায় চার্জ দেওয়ার সময় এক যাত্রীর পাওয়ার ব্যাঙ্ক ফেটে গিয়ে কামরায় ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে। নতুন নিয়ম কার্যকর করতে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। ট্রেনে রাতে চার্জিং পয়েন্ট বন্ধ রাখার নিয়মটি চালু হয়েছিল ২০১৪ সালের জুন মাসে। তার আগে, ২০১৩ সালে দক্ষিণ-পশ্চিম রেলের বেঙ্গালুরু ডিভিশনে হজরত সাহিব নান্দেড়-কেএসআর বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেসের একটি শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কামরায় আগুন লাগে। সেই ঘটনার পরেই এসি কামরায় রাত ১১টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত চার্জিং পয়েন্ট বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছিল রেল।

সিঙ্গুরের অদূরে রিসাইকেল হাব

মিল্টন সেন

হুগলি, ২৮ অক্টোবর

সিঙ্গুরের কাছেই নতুন উদ্যোগ। ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে তৈরি হল কর্মসংস্থানের সুযোগ। উদ্বোধন হল বেঙ্গল রিসাইকেল হাবের। সিঙ্গুর থেকে ন্যানো বিদায়ের ক্ষত এখনও তাজা। তবে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই শিল্পের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কর্মসংস্থানের জন্য চেষ্টা করছে। ঠিক সেই সময়েই সিঙ্গুরের অদূরে দাদপুরে নির্মিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক দেখাচ্ছে কর্মসংস্থানের দিশা। সম্প্রতি হুগলির দাদপুরের বেতা এলাকায় চুঁচুড়া-ধনিয়াখালি রোডের পাশে তিনশো বিঘা জমিতে গড়ে ওঠেছে ‘ভূমি’ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক। ছোট, মাঝারি উদ্যোগ গড়ে উঠছে সেই পার্কে। তৈরি হয়েছে অয়্যারহাউস।

মঙ্গলবার দাদপুরের ভূমি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে উদ্বোধন হয়ে গেল বেঙ্গল রিসাইকেল হাবের। মিনিস্ট্রি অফ রোড ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড হাইওয়ে অনুমোদিত এই রিসাইকেল হাবে বছরে ১৪ হাজার গাড়ি স্ক্র্যাপ করা হবে। পার্কের দুই একর জমিতে তৈরি হয়েছে এই হাব। আপাতত প্রত্যক্ষ ভাবে কাজ পেতে চলেছেন প্রায় পঞ্চাশজন। যদিও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সংখ্যাটা অনেকটাই বেশি। কর্তৃপক্ষ আশাবাদী, পরবর্তী সময়ে প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সংখ্যাটাও বাড়বে। সরকার ১৫ বছরের বেশি পুরনো গাড়ি বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছে। পুরনো গাড়ির ডেথ সার্টিফিকেট বা সিওডি সার্টিফিকেট দেওয়া হবে রিসাইকেল হাব থেকে। পরবর্তী সময়ে ওই সার্টিফিকেট ব্যবহার করে নতুন গাড়ি কেনার ক্ষেত্রে ছাড় ও সুবিধা মিলবে গ্রাহকদের। গাড়ি স্ক্র্যাপ করার ক্ষেত্রে ভিস্ক্রাপ সরকারি পোর্টালে বা সংস্থার ওয়েবসাইটে যোগাযোগ করা যেতে পারে। বাড়িতে বসেই গাড়ি রিসাইকেল করা যাবে। নিখরচায় পুরনো গাড়ি পিকআপ করা হবে। জানিয়েছেন রিসাইকেল হাবের কর্ণধার পিন্টু জয়সওয়াল ও মুকেশ জয়সওয়াল। ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের ডেভেলপার সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, আগামী দিনে বেঙ্গল রিসাইকেল হাবের ব্যস্ততা বাড়বে। পাশাপাশি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে আরও একাধিক নানা ধরনের উদ্যোগ আসতে চলেছে। যত বেশি উদ্যোগ, তত বেশি কর্মসংস্থান। বিভিন্ন সংস্থা বিনা সমস্যায় তাদের প্রয়োজনমতো জমি কিনে কাজ শুরু করছে। কাজের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। নতুন নতুন উদ্যোগও চোখে পড়ছে।

নতুন কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা



সিঙ্গুরের দাদপুরে তৈরি বেঙ্গল রিসাইকেল হাব। ছবি: পার্থ রাহা

আহত বিজেপি কর্মী, ধৃত

গৌতম চক্রবর্তী

নোদাখালির পর আবার আক্রান্ত বিজেপি কর্মী। এবার বিষ্ণুপুরের পৈলানে। কালীপুজোর প্যান্ডেলের বাঁশ ফেলাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল নেতার মারে আহত বিজেপির শ্রমিক সংগঠনের নেতা। ঘটনায় বুধবার সকালে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানার পৈলানের দৌলতপুর। অভিযোগ, এই ঘটনায় আহত হয়েছেন বিএমএসের কনভেনর সুকল্যাণ সরদার। তাঁকে আগ্নেয়াস্ত্রের বাঁট দিয়ে মাথায় মারা হয়েছে। ঘটনায় অভিযোগের তির এলাকার তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডলের ছোট ভাই সঞ্জিৎ মণ্ডলের বিরুদ্ধে। পুলিশ নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করেছে বিধায়কের ভাইকে। স্থানীয় সূত্রে খবর, পৈলান দৌলতপুর যুব সঙ্ঘের মাঠে আগেও কালীপুজো হত। অভিযোগ, ওই পুজো তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে জোরপূর্বক পরিচালনা করা হত। এলাকার সাধারণ মানুষের সেখানে কোনও জায়গা ছিল না। রাজ্যে পালাবদলের পর এবার ওই মাঠেই বিজেপির পক্ষ থেকে কালীপুজো করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই মতো সংশ্লিষ্ট জায়গায় প্যান্ডেলের বাঁশ পড়তে থাকে। অভিযোগ, তাতেই বাধা দেন তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডলের ভাই সঞ্জিৎ মণ্ডল ও তার দলবল। আগ্নেয়াস্ত্র, বাঁশ, রড নিয়ে তারা চড়াও হয় বিএমএস নেতার ওপর। অভিযোগ এমনই। আহত হন বিএমএসের কনভেনার সুকল্যাণ সরদার। স্থানীয় মানুষজন তাঁকে উদ্ধার করে আমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান।

কৌস্তভের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

সোহম সেনগুপ্ত

বিধায়ক কৌস্তভ বাগচীর বিরুদ্ধে বুধবার ব্যারাকপুর ওয়ারলেস মোড়ে দলের জেলা অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করলেন বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি অহিন্দ্রনাথ বসু। সোমবার তৃণমূলের দুই প্রাক্তন পুরপ্রধান উত্তম দাস ও প্রশান্ত চৌধুরিকে বিজেপিতে নেওয়ার বিরোধিতা করেন কৌস্তভ। পরের দিনই ব্যারাকপুর পুরসভার তৃণমূলের প্রাক্তন পুরপ্রধান উত্তম দাসের বাড়িতে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাতে যান অহিন্দ্রনাথ বসু-সহ একদল বিজেপি নেতা-কর্মী। অহিন্দ্রনাথের অভিযোগ কৌস্তভের অনুগামীরা তাকে অপমান করেছেন। এ ব্যাপারে কৌস্তভ বলেন, এটা দল বিরোধী কাজ কি না তা দল দেখবে। এ নিয়ে আমি কী বলব?

এদিকে, নিহত বিজেপি নেতা মণীশ শুক্লার বাবা চন্দ্রমণি শুক্লাকে ফোন ও হোয়াটসঅ্যাপে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল। ঘটনায় খড়দা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বকেও বিষয়টি জানিয়েছেন চন্দ্রমণি। তাঁর অভিযোগ, সোমবার সাংবাদিক বৈঠক করার পর থেকেই তাঁর কাছে হুমকি আসতে শুরু করে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

আসানসোল মেন ব্রাঞ্চ
৩৫৭ ও ৩৫৮, জি টি রোড, আসানসোল, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩১০১
ই-মেল: asansol.A659@indianbank.bank.in

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট IV-A [রুল ৮(৬) ও ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) ও ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ-সহ বিশেষত **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, আসানসোল মেন ব্রাঞ্চ (সুরক্ষিত ঋণদাতা)**-এর কাছে বন্ধক রাখা/দায়বদ্ধ ও নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, আসানসোল মেন ব্রাঞ্চ (সুরক্ষিত ঋণদাতা)**-এর অনুমোদিত আধিকারিক **মেসার্স ইউনাইটেড মোটর স্টোরস, প্রোপ্রাইটর: মিঃ ঋষি মতরেজা,** ৬২, সাঈদ কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, মুরগাসোল, জি টি রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০৩; **মিঃ ঋষি মতরেজা (ঋণগ্রহীতা, জামিনদার ও বন্ধকদাতা), মিসেস ত্রাপ্তি মতরেজা (জামিনদার ও বন্ধকদাতা) ও মিস কিরণ মতরেজা (জামিনদার ও বন্ধকদাতা), সকলের ঠিকানা:** ফ্ল্যাট নং ৩/২, ফ্লোর নং ৩, রাজলক্ষ্মী অ্যাপার্টমেন্ট, মহিশিলা, এসবিআই ব্যাঙ্কের কাছে, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান, পিন-৭১৩৩০৩-এর থেকে ১৩.০২.২০২৫ তারিখের ভিত্তিতে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, আসানসোল মেন ব্রাঞ্চ (সুরক্ষিত ঋণদাতা)-এর পাওনা বাবদ **₹২,৭০,৬৭,৫৬৫.০০ (দুই কোটি সত্তর লক্ষ সাতষট্টি হাজার পাঁচশো পঁয়ষট্টি টাকা মাত্র), তৎসহ ১৪.০২.২০২৫** তারিখের পরে উদ্ভূত সুদ, মাশুল, অন্যান্য চার্জ ও খরচাপাতি সমেত পুনরুদ্ধারের জন্য এখানে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলির বাস্তবিক দখল নিয়েছেন যেগুলি **২০.১১.২০২৬** তারিখে **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘যেভাবে আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ই-নিলাম উপায়ে বিক্রির জন্য নির্ধারিত সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ এখানে নীচে উল্লেখ করা হয়েছে:

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তি(গুলি)র বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত পাওনাদারদের বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি অর্থাঙ্ক গ) বিড বাড়ানোর মূল্য ঘ) প্রপার্টি আইডি ঙ) সম্পত্তির ওপর দায় চ) দখলের প্রকৃতি
১.	**ক) মেসার্স ইউনাইটেড মোটর স্টোরস (ঋণগ্রহীতা) প্রোপ্রাইটর: মিঃ ঋষি মতরেজা** ৬২, সাঈদ কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, মুরগাসোল, জি টি রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০৩ **মিঃ ঋষি মতরেজা (ঋণগ্রহীতা, জামিনদার ও বন্ধকদাতা)** ফ্ল্যাট নং ৩/২, ফ্লোর নং ৩, রাজলক্ষ্মী অ্যাপার্টমেন্ট, মহিশিলা, এসবিআই ব্যাঙ্কের কাছে, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান, পিন-৭১৩৩০৩ **মিসেস ত্রাপ্তি মতরেজা (জামিনদার ও বন্ধকদাতা)** ফ্ল্যাট নং ৩/২, ফ্লোর নং ৩, রাজলক্ষ্মী অ্যাপার্টমেন্ট, মহিশিলা, এসবিআই ব্যাঙ্কের কাছে, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান, পিন-৭১৩৩০৩ **মিস কিরণ মতরেজা (জামিনদার ও বন্ধকদাতা)** ফ্ল্যাট নং ৩/২, ফ্লোর নং ৩, রাজলক্ষ্মী অ্যাপার্টমেন্ট, মহিশিলা, এসবিআই ব্যাঙ্কের কাছে, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান, পিন-৭১৩৩০৩ **খ) আসানসোল মেন ব্রাঞ্চ**	**সম্পত্তি নং ১: তফসিল ‘এ’:** জেলা- বর্ধমান, থানা- আসানসোল, মহকুমা ও অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিস- আসানসোল, মৌজা- আসানসোল, আসানসোল পুরনিগমের এলাকাধীন, সামান্য কমবেশি ৭ (সাত) কাঠা ১ (এক) ছটাক মাপের জমি, যার আর এস খতিয়ান নং ২১১ (দুশো এগারো), আর এস প্লট নং ১৫৯২ (পনেরোশো বিরানব্বই), সি এস প্লট নং ২৮২ (দুশো বিরাশি), এলওপি নং ৫৪০, তৎসহ এই জমিতে নির্মিত ‘রাজলক্ষ্মী অ্যাপার্টমেন্ট’ নামক জি+৪ তলবিশিষ্ট বহুতল বিল্ডিং, যার মধ্যে রয়েছে বেশ কয়েকটি আবাসিক ফ্ল্যাট এবং প্রথম তলে (গ্রাউন্ড ফ্লোর) পার্কিং স্পেস ও অন্যান্য অবশিষ্ট স্পেস রয়েছে, এএমসি হোল্ডিং নং ২৭(২৭), ১ নং মহিশিলা কলোনি, ওয়ার্ড নং ২০ (পুরনো), ৮৬ (নতুন), আসানসোল পুরনিগম। **চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- শ্রীমতী কল্পনা দাসের সম্পত্তি; দক্ষিণ- শ্রী রঞ্জিত সরকার ও অন্যদের সম্পত্তি; পূর্ব- ২৮ (আঠাশ) ফুট চওড়া রাস্তা; পশ্চিম- শ্রী পরিতোষ চ্যাটার্জির সম্পত্তি। **উপরোক্তের তফসিল ‘বি’:** উপরোক্ত জেলা, মৌজা ও থানা ইত্যাদি স্থিত এবং ওপরের তফসিল ‘এ’-তে উল্লিখিত জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ সমেত এই জমিতে নির্মিত ‘রাজলক্ষ্মী অ্যাপার্টমেন্ট’ নামক উক্ত বিল্ডিংয়ের প্রথম তলে (গ্রাউন্ড ফ্লোর) সামান্য কমবেশি ৮৫১ (আটশো একান্ন) বর্গফুট কভার্ড এরিয়া বা ১০২২ (এক হাজার বাইশ) বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট একটি গোডাউন রুমের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, তৎসহ উক্ত বিল্ডিংয়ের যৌথ এলাকা, সাধারণ চলাচলের পরিসর ও যাবতীয় এজমালি অধিকার ব্যবহারের সমানাধিকার। **২৭.১০.২০১৬ তারিখের আসল বিক্রয় দলিল নং ৮৪৩৯ অনুসারে শ্রীমতী কিরণ মতরেজা ও শ্রীমতী ত্রাপ্তি মতরেজার অনুকূলে।** **সম্পত্তি নং ২: তফসিল ‘এ’:** জেলা- বর্ধমান, থানা- আসানসোল, মহকুমা ও অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিস- আসানসোল, মৌজা- আসানসোল, আসানসোল পুরনিগমের এলাকাধীন, সামান্য কমবেশি ৭ (সাত) কাঠা ১ (এক) ছটাক মাপের জমি, যার আর এস খতিয়ান নং ২১১ (দুশো এগারো), আর এস প্লট নং ১৫৯২ (পনেরোশো বিরানব্বই), সি এস প্লট নং ২৮২ (দুশো বিরাশি), এলওপি নং ৫৪০, তৎসহ এই জমিতে নির্মিত ‘রাজলক্ষ্মী অ্যাপার্টমেন্ট’ নামক জি+৪ তলবিশিষ্ট বহুতল বিল্ডিং যার মধ্যে রয়েছে বেশ কয়েকটি আবাসিক ফ্ল্যাট এবং প্রথম তলে (গ্রাউন্ড ফ্লোর) পার্কিং স্পেস ও অন্যান্য অবশিষ্ট স্পেস রয়েছে, এএমসি হোল্ডিং নং ২৭(২৭), ১ নং মহিশিলা কলোনি, ওয়ার্ড নং ২০ (পুরনো), ৮৬ (নতুন), আসানসোল পুরনিগম। **চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- শ্রীমতী কল্পনা দাসের সম্পত্তি; দক্ষিণ- শ্রী রঞ্জিত সরকার ও অন্যদের সম্পত্তি; পূর্ব- ২৮ (আঠাশ) ফুট চওড়া রাস্তা; পশ্চিম- শ্রী পরিতোষ চ্যাটার্জির সম্পত্তি। **উপরোক্তের তফসিল ‘বি’:** উপরোক্ত জেলা, মৌজা ও থানা ইত্যাদি স্থিত এবং ওপরের তফসিল ‘এ’-তে উল্লিখিত জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ সমেত এই জমিতে নির্মিত ‘রাজলক্ষ্মী অ্যাপার্টমেন্ট’ নামক উক্ত বিল্ডিংয়ের চতুর্থ তলে (ফ্লোর নং ৩) তিনটি বেডরুম, একটি ড্রয়িং কাম ডাইনিং, একটি কিচেন, দুটি টয়লেট, একটি ওয়াশ এরিয়া, দুটি ব্যালকনি ও সকল ফিটিংস ও ফিক্সচারস, ইলেকট্রিক ফিটিংস, সংযোগ ইত্যাদি নিয়ে গঠিত সামান্য কমবেশি ১৫৭৪.৬ (পনেরোশো চুয়াত্তর দশমিক ছয়) বর্গফুট কভার্ড এরিয়া বা ২০৪৭ (দুই হাজার সাতচল্লিশ) বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ও ইউনিট নং ৩/২ সংবলিত একটি স্ক্যাসস্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট, তৎসহ উক্ত বিল্ডিংয়ের প্রথম তলে (গ্রাউন্ড ফ্লোর) একটি চারচাকা গাড়ি পার্ক করার সামান্য কমবেশি ১৩৫ (একশো পঁয়ত্রিশ) বর্গফুট মাপের স্পেসের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, তৎসহ উক্ত বিল্ডিংয়ের যৌথ এলাকা, সাধারণ চলাচলের পরিসর ও যাবতীয় এজমালি অধিকার ব্যবহারের সমানাধিকার। **২২.০৪.২০১৫ তারিখের আসল বিক্রয় দলিল নং ২৭৩৩ অনুসারে শ্রী ঋষি মতরেজা ও শ্রীমতী ত্রাপ্তি মতরেজার অনুকূলে।**	**₹২,৭০,৬৭,৫৬৫.০০** (দুই কোটি সত্তর লক্ষ সাতষট্টি হাজার পাঁচশো পঁয়ষট্টি টাকা মাত্র), **১৩.০২.২০২৫** অনুযায়ী, তৎসহ **১৪.০২.২০২৫** তারিখ থেকে পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ, মাশুল, অন্যান্য চার্জ ও খরচাপাতি	**ক) সম্পত্তি নং ১: ₹৪৩,০০,০০০.০০ (*)** (তেতাল্লিশ লক্ষ টাকা মাত্র) **সম্পত্তি নং ২: ₹৪৮,০০,০০০.০০ (*)** (আটচল্লিশ লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) সম্পত্তি নং ১: ₹৪,৩০,০০০.০০** (চার লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা মাত্র) **সম্পত্তি নং ২: ₹৪,৮০,০০০.০০** (চার লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র) **গ) ₹১০,০০০.০০** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **প্রতিটি সম্পত্তির ক্ষেত্রে** **ঘ) সম্পত্তি নং ১: IDIB50030387681B** **সম্পত্তি নং ২: IDIB50030387681C** **ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই** **চ) বাস্তবিক দখল** **প্রপার্টি আইডি: IDIB50030387681B** **প্রপার্টি আইডি: IDIB50030387681C**

যোগাযোগের ব্যক্তি: প্রবীণ কুমার (অনুমোদিত আধিকারিক), মোবাইল: ৯০৬৫৮৩৩৫০২

(*) বিক্রয়মূল্য অবশ্যই নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য অপেক্ষা বেশি হতে হবে

পরিদর্শনের তারিখ: ০২.১১.২০২৬ থেকে ১৮.১১.২০২৬, সময়: সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে
ই-নিলামের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২০.১১.২০২৬, সময়: সকাল ১০টা থেকে সন্ধে ৬টা
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম: https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশ নেওয়ার জন্য বিডারগণকে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ**-এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার প্রয়োজন হলে অনুগ্রহপূর্বক **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ-এর ৮২৯১২২০২২০ হেল্পলাইন নম্বরে** অথবা সার্ভিস প্রোভাইডারের হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্পলাইন নম্বরে কথা বলুন **(ই-মেল: support.baanknet@psballiance.com)**। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাস জানার জন্য অনুগ্রহপূর্বক **support.baanknet@psballiance.com** মেল আইডি-তে যোগাযোগ করবেন।
সম্পত্তির বিশদ তথ্যাবলি এবং সম্পত্তির ছবি সমেত নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://baanknet.com** ওয়েবসাইট দেখুন এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে অনুগ্রহপূর্বক এই হেল্পডেস্ক নম্বরে যোগাযোগ করবেন: ৮২৯১২২০২২০।
**https://baanknet.com ওয়েবসাইটে এই সম্পত্তিগুলি খ

ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েনের প্রতিবাদে পড়ুয়া ও শিক্ষকরা

আজকালের প্রতিবেদন

সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (এসআরএফটিআই)-এ মঙ্গলবার রাতে পুলিশ ঢোকা ও ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন নিয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। পড়ুয়াদের এই আন্দোলনের নেপথ্যে সুপষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে এবং আন্দোলন ভুল পথে চলছে বলে জানিয়েছেন উপাচার্য সন্তোষ আজমেরা। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করেই ক্যাম্পাসের ভিতর পুলিশ ডাকা হয়েছিল বলে বুধবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন তিনি। যদিও রাতে একাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকা এই পুলিশ মোতায়েনের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়েছেন। ৩০ জনেরও বেশি শিক্ষক কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো চিঠিতে জানিয়েছেন, তাঁরা ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েনের পক্ষে নন। ক্যাম্পাসের ভেতর থেকে পুলিশকর্মীদের সরিয়ে নেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান এবং ছাত্রাবাসগুলি পুনরায় চালুর অনুরোধ জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে উপাচার্যের দাবি, দিনের বেলা মূল ফটকের বাইরে প্রতিবাদে যোগ দিয়েছিলেন বহিরাগতেরা। ফলে এটিকে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ বলা যায় না। পড়ুয়ারা নিজেদের হাতে আইন তুলে নিয়ে প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতে পারে না। ওইদিন সন্ধ্যার পর ক্যাম্পাসে মশাল হাতে মিছিল করেন জনা ৫০ পড়ুয়া। এই মশাল-মিছিলকে বিবৃতিতে 'উস্কানিমূলক' বলে উল্লেখ করেছেন উপাচার্য। তাঁর বক্তব্য, জ্বলন্ত মশাল হাতে ছাত্রছাত্রীরা ১ ঘণ্টা ধরে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন অংশে, আবাসিক এলাকাতে ঘোরে। নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে স্লোগান দেওয়া হয়। এতে ১১টা নাগাদ ছাত্রাবাসের পিছনে অতিথিশালার কাছে পুলিশকর্মীদের জমায়েত হতে দেখা যায়। অথচ, তাঁদের মশালমিছিল শুরু হয়েছিল সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ। শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ কর্মসূচি শেষ হওয়ার প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পরে ক্যাম্পাসে কেন বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হল তা নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন পড়ুয়ারা।

এসআরএফটিআই

ভয়, নিরাপত্তাহীনতা ও উদ্বেগের পরিবেশ তৈরি হয়। বহিষ্কৃত ছয় পড়ুয়ার ক্যাম্পাসে থেকে যাওয়া নিয়েও উষ্মা প্রকাশ করেন তিনি। পাল্টা বিবৃতি জারি করেছেন আন্দোলনকারী পড়ুয়ারাও। তাঁদের বক্তব্য, যে দু'দিন পড়ুয়ারা আক্রান্ত হয়েছিলেন, সে দিন কেন এমন তৎপরতা দেখাননি কর্তৃপক্ষ? পড়ুয়াদের দাবি, মঙ্গলবার রাত প্রায়



এসিসি দামোদর-এর আদানি ফাউন্ডেশন ফুটবল অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলা ফুটবলাররা এমপি কাপ উওমেন্স ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৬-এ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। বেলঝুপা মহিলা দল ফাইনালে কেশরপুরকে ৪-৩ গোলে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়নশিপ ট্রফি জয় করেছে। উওম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন পায়েল মুর্মু। এভাবেই এসিসি দামোদর-এ আদানি ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আদিবাসী সম্প্রদায়ের তরুণীদের খেলাধুলায় উৎকর্ষতা অর্জনের সুযোগ করে দিচ্ছে। ছবি: আজকাল

চোরবাগান: ধৃতদের ফের পুলিশি হেফাজত

আজকালের প্রতিবেদন

চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গাপুজো মণ্ডপে ১৯ জনের পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনার মামলায় গ্রেপ্তার ৮ জনকে আদালত ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ফের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। বুধবার ধৃত রাজকুমার সেওদা, শান্তনু দুবে, বিপ্লব মুখার্জি, কৌশিক সাহা, পিন্টু দে, সুমন চক্রবর্তী, রাজেশ পাল, সঞ্জীব সাহাকে পুলিশ ব্যাঙ্কশাল আদালতে হাজির করে। ধৃতদের আইনজীবী ইয়াসিন রহমান, রাজা সেনগুপ্ত-সহ একাধিক আইনজীবী জামিনের আবেদন করে দীর্ঘ সওয়াল করেন। সরকারি কৌঁসুলি দীপনারায়ণ পাকড়াশি পুলিশি হেফাজতের আবেদন করে বলেন, ধৃতরা কোনও ভাবেই দায় এড়াতে পারেন না। তাঁরা পুজো কমিটির সঙ্গে জড়িত, পদাধিকারী। প্রত্যেকের নির্দিষ্ট ভূমিকা ছিল। যে যে ধারায় মামলা রুজু হয়েছে তা সঠিক ভাবেই হয়েছে। অনেকের বক্তব্য নেওয়া হয়েছে। সিসিটিভির ফুটেজ দেখা হয়েছে। তদন্তের জন্য ফের পুলিশি হেফাজতের আবেদন করা হচ্ছে। আদালত ধৃত ৮ জনকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ফের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয়।

প্রতারণা, গ্রেপ্তার

প্রতারণার অভিযোগে বড়বাজার থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে শিবা থাপা, সুনীল কুমার ভারমা, গোপাল গুজ্জর, বিজয় পাল তানোয়ারকে। সরকারি কৌঁসুলি দীপ নারায়ণ পাকড়াশি সওয়ালে বলেন, একটি ৫ লক্ষ টাকার নোটের বান্ডিলের ওপরের দিকের ও নীচের দিকে কয়েকটি আসল নোট এবং ভেতরে কাগজ ছিল।

আজকের মধ্যেই মণ্ডপ খুলে ফেলতে হবে

আজকালের প্রতিবেদন

বিজ্ঞাপনী পোস্টার, ফ্লেক্স সরানোর নির্দেশিকার পর এবার শহরের সমস্ত পুজোমণ্ডপ আজ, বৃহস্পতিবারের মধ্যে খুলে ফেলার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে কলকাতা পুরসভা। মণ্ডপ খুলে ফেলার কাজে নজরদারির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পুরসভার বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের। এর আগে ২৮ অক্টোবরের মধ্যে শহরের সমস্ত অস্থায়ী বিজ্ঞাপনী ফ্লেক্স, পোস্টার, হোর্ডিং খুলে দেওয়ার নির্দেশ জারি করে পুর

কলকাতা পুরসভা

প্রশাসন। বিজ্ঞাপনের পোস্টার সরানোর কাজ ঠিকমতো হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়। ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কায় শহরের রাস্তা থেকে ব্যানার, বাঁশের কাঠামো খুলতে গত শনিবার থেকেই ময়দানে নামে পুরসভার বিজ্ঞাপন দপ্তর। সম্প্রতি পুরসভার তরফে ২৯ অক্টোবরের মধ্যে সমস্ত বাঁশের মণ্ডপ এবং বিজ্ঞাপনের কাঠামো খুলে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। বিজ্ঞাপন দপ্তর ছাড়াও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, উদ্যান, আলোক, বিল্ডিং এবং জঞ্জাল সাফাই ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা দপ্তরকে এই কাজে যুক্ত করা হয়েছে। পুরসভার একাংশের কথায়, বিজ্ঞাপন দপ্তরই লোক লাগিয়ে এসব কাজ করে। কিন্তু এভাবে চটজলদি সাফাইয়ের কাজ করতে যে পরিমাণ কর্মীর দরকার তা না থাকায় অন্য দপ্তরগুলিকেও যুক্ত করা হয়েছে।

যুকো ব্যাঙ্ক UCO BANK
(A Govt. of India Undertaking)

জোনাল অফিস, শিলিগুড়ি,
রজনীবাগান, অফ হিল কার্ট রোড, ওয়ার্ড নং ১১,
শিলিগুড়ি, (পশ্চিমবঙ্গ)- ৭৩৪০০১

দাবি বিজ্ঞপ্তি

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(২) ধারাধীনে নোটিস

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২)-এর ১৩(২) ধারাধীনে এই দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যার মাধ্যমে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের তরফে প্রদত্ত গ্যারান্টির প্রেক্ষিতে মঞ্জুরকৃত ঋণের সুবিধাবলি বাবদ বকেয়া অর্থাঙ্ক এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে।

যদি আপনারা, সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টগুলির নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার, উক্ত অ্যাক্টের ১৩(২) ধারা মোতাবেক জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত নিম্নোক্ত অর্থাঙ্ক পরবর্তী সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল ইত্যাদি সমেত এই ব্যাঙ্ককে প্রদানে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে উক্ত অ্যাক্টের ধারা নং ১৩-এর উপধারা নং (৪) এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সংস্থান মোতাবেক এই ব্যাঙ্ক তার প্রতি উপলব্ধ যাবতীয় বা যে কোনও অধিকার প্রয়োগ করবে।

আপনারা, সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টগুলির নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার-এর জ্ঞাতার্থে আরও জানানো হচ্ছে যে, উক্ত অ্যাক্টের ধারা নং ১৩-এর উপধারা নং (১৩) মোতাবেক নিম্নলিখিত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি এই ব্যাঙ্কের আগাম লিখিত অনুমতি ছাড়া আপনারা বিক্রি, ইজারা বা অন্য কোনও উপায়ে হস্তান্তর করতে পারবেন না।

সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট ও সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি-সহ বকেয়া অর্থাঙ্ক, আদায়ের তারিখ পর্যন্ত এর ওপর পরবর্তী সুদ, অন্যান্য মাশুল, চার্জ ও খরচাপাতি সমেত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণের তরফে এই ব্যাঙ্ক-কে প্রদেয় বকেয়া অর্থাঙ্কের বিবরণ এখানে নীচে দেওয়া হয়েছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ বন্ধকদাতার নাম ও ঠিকানা এবং শাখার নাম	(১) ঋণের প্রকৃতি (২) বকেয়া অর্থাঙ্ক (৩) স্পিড পোস্টের মাধ্যমে প্রেরিত ১৩(২) নোটিসের তারিখ (৪) এনপিএর তারিখ	ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ
১.	**মেসার্স আগরওয়াল ক্রিয়েশনস** ঠিকানা: দুর্গা আয়রন গোডাউনের কাছে, ভোলানাথ পাড়া, দক্ষিণ একটিয়াশাল, ইস্টার্ন বাইপাস, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০৬ **জামিনদার এবং পার্টনার:** **১. মিসেস টুইঙ্কল আগরওয়াল** বসবাসের ঠিকানা দুর্গা আয়রন গোডাউনের কাছে, ভোলানাথ পাড়া, দক্ষিণ একটিয়াশাল, ইস্টার্ন বাইপাস, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০৬, **২. মিঃ দীপক আগরওয়াল,** ঠিকানা: হিন্দি হাই স্কুলের পাশে, নিউ মিলনপল্লী-৭৩৪০০৫ শিলিগুড়ি **৩. মিঃ ধ্রুব আগরওয়াল** বসবাসের ঠিকানা দুর্গা আয়রন গোডাউনের কাছে, ভোলানাথ পাড়া, দক্ষিণ একটিয়াশাল, ইস্টার্ন বাইপাস, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০৬, **৪. মিঃ শিবু সিংহ** বসবাসের ঠিকানা: ঠিকনিকাটা, দার্জিলিং, শিলিগুড়ি-৭৩৪০১২ **শাখা:** ইউকো ব্যাঙ্ক বর্ধমান রোড শাখা (১৭০৬), ফার্স্ট ফ্লোর, জলপাই মোড়, পোঃ- শিলিগুড়ি বাজার, শিলিগুড়ি (পশ্চিমবঙ্গ)-৭৩৪০০৫	**১. ক্যাশ ক্রেডিট- অ্যাকাউন্ট নং: ১৭০৬০৫১০০০১৯৩৬** **২. ১৩.১০.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী ₹৫০,৮১,৪০৬.০০ (পঞ্চাশ লক্ষ একাশি হাজার চারশো ছয় টাকা মাত্র) (৩০.০৯.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ), সঙ্গে অতিরিক্ত সুদ এবং প্রাসঙ্গিক খরচ, ব্যয় **৩. ১৩.১০.২০২৬** (১৫.১০.২০২৬ তারিখে স্পিড পোস্টে পাঠানো হয়েছে) **৪. ২০.০৯.২০২৬**	**পার্ট-১** - নথিতে উল্লেখিত সমস্ত হাইপোথিকেটেড সম্পদ, যথা স্টক, বুক ডেবটস, প্রাপ্য অর্থ, ব্যবহারযোগ্য জিনিসপত্র এবং খুচরো যন্ত্রাংশ সহ কারেন্ট অ্যাসেটস এবং হাইপোথিকেটেড স্থানান্তরযোগ্য প্ল্যান্ট ও মেশিনারি ইত্যাদি। **পার্ট-২ - (স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ)** **CERSAI সিকিউরিটি আইডি:- ৪০০০৫৯৪৩৮৪৯৭ অ্যাসেট আইডি:- ২০০০৫৯৯৯৪২৩** এল.আর. খতিয়ান নং ২০৫৭ ও ২০৬১, এল.আর. প্লট নং ৩১৭-তে রেকর্ডভুক্ত ৮ (আট) ডেসিমেল বা ৫ (পাঁচ) কাঠা পরিমাপের ফাঁকা জমির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা ঠিকনিকাটা মৌজা, জেএল নং ৭৪, পরগনা পাথরঘাটা, তৌজি নং ৯১, শিট নং ০১-এর অন্তর্গত, মাটিগাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অধীনে, মাটিগাড়া থানার এক্তিয়ারভুক্ত, যা ১৭/১০/২০১২ তারিখের দলিল নং ৯৪৪৮ মারফত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দার্জিলিং জেলার এডিএসআর বাগডোগরা অফিসে মিঃ দীপক আগরওয়াল ও মিঃ শিবু সিংহের নামে নিবন্ধিত। **সীমানার বিবরণ (দলিল অনুযায়ী):** উত্তর: ২০ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা, পশ্চিম: কালিপদ গাঙ্গুলির বিক্রিত জমি, পূর্ব: অরবিন্দ দে সরকারের বাড়ি, দক্ষিণ: নন্দ সরকারের জমি

তারিখ: ২৯.১০.২০২৬; স্থান: শিলিগুড়ি

অনুমোদিত আধিকারিক, ইউকো ব্যাঙ্ক

RS software

A COMPANY FOCUSSED ON ELECTRONIC PAYMENTS

R S SOFTWARE (INDIA) LIMITED

(CIN : L72200WB1987PLC043375)

Registered Office : "FMC Fortuna", 1st Floor, A-2, 234/3A, A.J.C. Bose Road, Kolkata - 700 020

Phone Nos. : 033 22876254 / 6255 / 5746, Fax No.: 033 22876256, Company's website: www.rssoftware.com

An ISO 9001:2008, ISO 27001:2013 Company

Statement of Consolidated Audited Financial Results for the period ended September 30, 2026

₹ in Lacs

Particulars	Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended
	September, 2026 Audited	June, 2026 Audited	September, 2025 Audited	September, 2026 Audited	September, 2025 Audited	March, 2026 Audited
Total Income from Operation (net)	592.12	588.49	606.87	1,180.61	1,384.13	2,513.84
Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	(638.03)	(748.20)	(591.67)	(1,386.23)	(952.48)	(2,850.64)
Net Profit / (Loss) for the year after tax (after Extraordinary items)	(638.03)	(748.20)	(591.67)	(1,386.23)	(952.48)	(2,798.58)
Equity share Capital	1,291.56	1,291.56	1,291.56	1,291.56	1,291.56	1,291.56
Reserve (Excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of Previous Year)	226.63	877.20	3,499.50	226.63	3,499.50	1,634.88
Earning per share (before extraordinary item) (of INR 5/- each)						
Basic	(2.48)	(2.91)	(2.30)	(5.38)	(3.70)	(10.87)
Diluted	(2.48)	(2.91)	(2.30)	(5.38)	(3.70)	(10.87)
Earning per share (after extraordinary item) (of INR 5/- each)						
Basic	(2.48)	(2.91)	(2.30)	(5.38)	(3.70)	(10.87)
Diluted	(2.48)	(2.91)	(2.30)	(5.38)	(3.70)	(10.87)

Statement of Standalone Audited Financial Results for the Period ended 30th September, 2026

₹ in Lacs

Particulars	Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended
	September, 2026 Audited	June, 2026 Audited	September, 2025 Audited	September, 2026 Audited	September, 2025 Audited	March, 2026 Audited
Total Income from Operation (net)	592.12	588.49	606.87	1180.61	1384.13	2513.84
Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	(651.09)	(754.13)	(536.59)	(1,405.22)	(846.69)	(2,992.81)
Net Profit / (Loss) for the year after tax (after Extraordinary items)	(651.09)	(754.13)	(536.59)	(1,405.22)	(846.69)	(2,940.75)
Equity share Capital	1291.56	1291.56	1291.56	1291.56	1291.56	1291.56
Reserve (Excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of Previous Year)	2566.85	3227.10	6051.48	2566.85	6051.48	3988.58
Earning per share (before extraordinary item) (of INR 5/- each)						
Basic	(2.52)	(2.92)	(2.08)	(5.44)	(3.28)	(11.38)
Diluted	(2.52)	(2.92)	(2.08)	(5.44)	(3.28)	(11.38)
Earning per share (after extraordinary item) (of ₹ 5/- each)						
Basic	(2.52)	(2.92)	(2.08)	(5.44)	(3.28)	(11.38)
Diluted	(2.52)	(2.92)	(2.08)	(5.44)	(3.28)	(11.38)

Note :

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results Filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites (Url . of the fillings BSE : **http://www.bseindia.com/corporates/Comp_Resultsnew.aspx?expandable=3) ; NSE:http://www.nseindia.com/corporates/corporateHome.html?id=eqFinResults**. The same can be accessed in the Company's website by scanning the QR code provided below.

On behalf of the Board of Directors of
R S Software (India) Limited

R R Jain
(CEO & Managing Director)

Place : Kolkata
Dated : October 28, 2026

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (भारत सरकार का उपक्रम) **punjab national bank** (Govt. Of India Undertaking)

সার্কল অফিস এসএএম ডিপার্টমেন্ট: দক্ষিণ ২৪ পরগনা
আমতলা রোড, পদ্মপুকুর মোড়ের কাছে,
পোঃঅঃ- বারুইপুর, কলকাতা-৭০০১৪৪
ফোন: ০৩৩ ২৪৩৩ ৫০৪৬, ই-মেল: cs8319@pnb.bank.in

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ইএমডি এবং নথি (হার্ড কপি এবং অনলাইন) জমার শেষ তারিখ ও সময়: ০৫.০১.২০২৭ (সকাল ১১টা পর্যন্ত)

ই-নিলামের তারিখ ও সময়: ০৫.০১.২০২৭ (সময়: সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে)

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ করা নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং এই ব্যাঙ্ক/ সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর থেকে এই ব্যাঙ্ক/ সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিক্রি নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অর্থাৎ, **https://baanknet.com**-তে দেওয়া লিঙ্কের ওয়েব পোর্টালে **(https://baanknet.com)** আয়োজিত হবে। নিজে অথবা যথাযথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত অনুমোদিত এজেন্টের মাধ্যমে বিড করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্টের (ঋণগ্রহীতা) নাম ও ঠিকানা খ) শাখার নাম	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ এবং স্বত্বধারকের নাম (দখলের প্রকৃতি)	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে বকেয়া অর্থাঙ্ক [তৎসহ আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক (যদি থাকে) বাদে উদ্ভূত সুদ, চার্জ, খরচ] গ) দখলের তারিখ	ক) সংরক্ষণ মূল্য (লক্ষ টাকায়) খ) ইএমডি গ) বিড বাড়ানোর মূল্য	ক) ই-নিলামের তারিখ ও সময় খ) ইএমডি জমার শেষ তারিখ ও সময় গ) নথিপত্র যাচাই এবং সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
১.	**ক) মেসার্স গ্রিনস্টেট মেডিকেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড** **অ্যাকাউন্ট নং:** **0151208700000459 (CCOTH),** **0151120EG00000188 (TLEGL) এবং** **0151120IS00000014 (TLSEV)** **ডিরেক্টরগণ: মিঃ সন্দীপ আগরওয়াল এবং মিঃ শশাঙ্ক আগরওয়াল** ২১/১এ/৩, দরগা রোড, জিন্দাল টাওয়ার, ব্লক-বি, কলকাতা- ৭০০০১৭ **মিঃ সন্দীপ আগরওয়াল** **মেসার্স গ্রিনস্টেট মেডিকেয়ার প্রাইভেট লিমিটেডের ডিরেক্টর** ব্লক সিকে ২৭৬, সেক্টর ২, সল্টলেক সিটি, পোঃঅঃ- সেচ ভবন, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০০৯১ **মিঃ শশাঙ্ক আগরওয়াল** **মেসার্স গ্রিনস্টেট মেডিকেয়ার প্রাইভেট লিমিটেডের ডিরেক্টর** ব্লক সিকে ২৭৬, সেক্টর ২, সল্টলেক সিটি, পোঃঅঃ- সেচ ভবন, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০০৯১। **খ) শাখা অফিস: সোনারপুর**	**সম্পত্তি নং ১:** কেএমসি প্রেমিসেস নং ১৭৪৭, মৌজা- চকগড়িয়া, জে এল নং ২৬, খতিয়ান নং ৯১, দাগ নং ১০০, ওয়ার্ড নং ১০৯, থানা- পঞ্চসায়র, কলকাতা- ৭০০০৯৪-তে সেক্টর জে-এর প্লট নং ১৪ সংবলিত ফাঁকা জমি। **সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর**- রাস্তা; **পূর্ব**- ফাঁকা জমি; **পশ্চিম**- রাস্তা; **দক্ষিণ**- বাড়ি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]** **সম্পত্তি নং ২:** কেএমসি প্রেমিসেস নং ২১/১এ/৩, দরগা রোড, পোঃঅঃ- সার্কাস অ্যাভিনিউ, থানা- বেনিয়াপুকুর, কলকাতা-৭০০০১৭ ঠিকানাস্থিত বহুতল ভবনের ব্লক 'বি'-তে ৩ নং ফ্লোরে অফিস স্পেস নং ৩০৯, তৎসহ গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি আচ্ছাদিত কার পার্কিং স্পেস নং বি-২০। **সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর**- পরিসর; **পূর্ব**- সিঁড়ি; **পশ্চিম**- অফিস স্পেস নং ৩০৮; **দক্ষিণ**- খোলা আকাশ। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	ক) ০৭.০৭.২০২৬ খ) ₹১,৫৮,৫৮,৫০২.১১ গ) ০১.১০.২০২৬	সম্পত্তি নং ১ ক) ₹১৮৩.৯৮ লক্ষ খ) ₹১৮.৩৯৮ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ সম্পত্তি নং ২ ক) ₹৭১.১৭ লক্ষ খ) ₹৭.১১৭ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	ক) ০৫.০১.২০২৭ (সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে) খ) ০৫.০১.২০২৭ (সকাল ১১টা পর্যন্ত) গ) ০৪.০১.২০২৭
২.	**ক) মহঃ সাদিক আলি** **অ্যাকাউন্ট নং: 13377011000614** **মহঃ সাদিক আলি** পিতা- হাজির আলি গ্রাম- ক্রোলবেড়িয়া ভোজেরহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৫০২ **খ) শাখা অফিস: বানতলা**	দোতলা আবাসবাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ০.০২ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- ক্রোলবেড়িয়া, আর এস দাগ নং ১২৩৭, আর এস খতিয়ান নং ৫১, এল আর খতিয়ান নং ১৪৬১, ১৪৬৭, ১৪৬০, ১৪৪৮, বর্তমান এল আর খতিয়ান নং ২২৬০, জে এল নং ৩১, থানা- কে এল সি, জেলা- ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), বেঁওটা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, পোঃঅঃ- ভোজেরহাট, থানা- কলকাতা লেদার ক্যাম্প, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৫০২, প্লিন্থ এরিয়া ৬৩৫ বর্গফুট এবং কার্পেট এরিয়া ৫২৯ বর্গফুট। এডিএসআর- ভাঙড়-এর অফিসে বই নং I-তে নিবন্ধিত ২০১২ সালের বিক্রয় দলিল নং ৩৩৮ **সম্পত্তির স্বত্বধারক: মহঃ সাদিক আলি। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- দাগ নং ১২৩৭; দক্ষিণ- খড়্বা মৌজার অন্য ফাঁকা জমি; পূর্ব- দাগ নং ১২৩৮; পশ্চিম- ১২৩৭ নং দাগে নবির সম্পত্তি এবং ৪ ফুট চওড়া চলাচলের পরিসর। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	ক) ০১.০৭.২০২৬ খ) ₹৮,০৪,৩৩০.০৩ গ) ১৯.০৯.২০২৬	ক) ₹২২,০৫,০০০.০০ খ) ₹২,২০,৫০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	ক) ০৫.০১.২০২৭ (সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে) খ) ০৫.০১.২০২৭ (সকাল ১১টা পর্যন্ত) গ) ০৪.০১.২০২৭
৩.	**ক) মিঃ শীর্ষেন্দু মণ্ডল** **অ্যাকাউন্ট নং: 0399210032346** **মিঃ শীর্ষেন্দু মণ্ডল** পিতা- প্রয়াত গোবর্ধন মণ্ডল গ্রাম ও পোঃঅঃ- রায়দিঘি, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৩৮৩ **খ) শাখা অফিস: রায়দিঘি**	আর এস প্লট নং ৪৩১৪, এল আর প্লট নং ৪৩৭৩ সংবলিত ১ ডেসিমেল বাস্তু জমি; আর এস প্লট নং ৪৩১৪/৪৪০০, এল আর প্লট নং ৪৬০১ সংবলিত ০.৩৫ ডেসিমেল শিকস্তি (পলি) জমি; এবং আর এস প্লট নং ৪৩১৮/৪৪০১, এল আর প্লট নং ৪৬০২ সংবলিত ১ ডেসিমেল বাস্তু জমি মিলিয়ে মোট ১.৩৫ ডেসিমেল দুটি প্লট থেকে একটি ব্লকে, যা আর এস খতিয়ান নং ৩৯২, এল আর খতিয়ান নং ৮১৫, বর্তমানে ৬৩৫৩, তৎসহ এর উপরিস্থিত জি+২ তলবিশিষ্ট ভবনের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- রায়দিঘি আবাদ, জে এল নং ১১০, থানা- রায়দিঘি, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রায়দিঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, এল আর প্লট নং ৪৩৭৩; মোট বিল্ট আপ এরিয়া সামান্য কমবেশি ১৮০০ বর্গফুট। এডিএসআর- মথুরাপুরে ১৩.১২.২০১০ তারিখে নিবন্ধিত ২০১০ সালের বিক্রয় দলিল নং I-৪৮২৬ অনুযায়ী **সম্পত্তির স্বত্বধারক: শীর্ষেন্দু মণ্ডল। প্রেমিসেসের চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- কংক্রিটের ৬ ফুট চওড়া পঞ্চায়েতি রাস্তা; দক্ষিণ- অনাথবন্ধু হালদারের দোকান; পূর্ব- একই স্বত্বধারকের ফাঁকা জমি; পশ্চিম- রাম হালদারের একতলা দোকান। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	ক) ২০.০৬.২০২৬ খ) ₹১০,০৯,২০৯.৪৯ গ) ২৩

পंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! | punjab national bank ...the name you can BANK upon!

২৬.১১.২০২৬ তারিখের ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সার্কল অফিস, স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন, দুর্গাপুর (সিও এসএএমডি দুর্গাপুর)

নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ / ই-মেল: codgprec@pnb.bank.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ইএমডি (বায়না জমা) এবং নথিপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ও সময়: ২৬.১১.২০২৬, দুপুর ৩টে পর্যন্ত

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফায়েসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২) অধীনে এই ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি।

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ করা নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর/ অস্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর থেকে ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ |সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত ঋণদাতার গঠনমূলক / বাস্তবিক দখলে রয়েছে|

ক্রম নং	শাখার নাম / ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ এবং স্বত্বাধিকারীর নাম |সম্পত্তির বন্ধকদাতার নাম| এবং দখলের প্রকৃতি	ক) ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) ১৩(২) নোটিসের তারিখে বকেয়া	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বাড়ানোর মূল্য (টাকার অঙ্কে)	ই-নিলামের তারিখ ও সময়
১	**শাখা অফিস: ০২০২২০- আসানসোল** **অ্যাকাউন্ট: রাজ কিশোর বার্নওয়াল এবং কাঞ্চন বার্নওয়াল** **ঋণগ্রহীতা / জামিনদার: রাজ কিশোর বার্নওয়াল,** পিতা- ওঙ্কার প্রসাদ বার্নওয়াল, আপার পাড়া, সারথি ক্লাবের বিপরীতে, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩০১ **কাঞ্চন বার্নওয়াল,** স্বামী- রাজ কিশোর বার্নওয়াল, আপার পাড়া, সারথি ক্লাবের বিপরীতে, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩০১	'শশী রেসিডেন্সিয়াল অ্যান্ড কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স' নামক বহুতল (জি+৩) বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ সমেত এই বিল্ডিংয়ের ৩ নং ফ্লোরে সামান্য কমবেশি ৮৪৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩-এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, থানা- আসানসোল (সাউথ), অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিস- আসানসোল, মৌজা- আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি, জে এল নং ২০, আসানসোল পুরনিগমের এলাকাধীন, জমির পরিমাপ প্রায় ৪৭৮৬ বর্গফুট যার আর এস প্লট নং ২৪০২৮, ২৪০৩১ ও ২৪০৩২, আর এস খতিয়ান নং ৯৪৪৬ ও ১৩৩৬৭, আবদুল লতিফ লেন, ওয়ার্ড নং ১৩(৪৪)। ২০১৮ সালের দলিল নং ০২০৫০০০৪৫ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক: শ্রী রাজ কিশোর বার্নওয়াল ও শ্রীমতী কাঞ্চন আগরওয়াল। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]** **সম্পত্তি আইডি: PUNBABA40317413**	ক) ১৬.০২.২০২৬ খ) ০৬.০৫.২০২৬ গ) ₹২৯,২৬,৯৩৪.৪৪ (উনত্রিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার নশো চৌত্রিশ টাকা এবং চুয়াল্লিশ পয়সা মাত্র), উপরোক্ত নোটিসে উল্লেখমতো	ক) ₹১৮.৯৮ লক্ষ খ) ₹১.৯০ লক্ষ গ) ₹১০,০০০.০০	২৬.১১.২০২৬ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে
২	**শাখা অফিস: ০০৩২০০- আসানসোল, ব্যাস্টিন বাজার** **অ্যাকাউন্ট: মহঃ শাহিদ পারভেজ** **ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার:** **মহঃ শাহিদ পারভেজ,** পিতা- প্রয়াত মহম্মদ ইব্রাহিম, রেলপাড়, চরবি মহল্লা, কে টি রোড, আসানসোল-৭১৩৩০১ **জাহিদা খাতুন,** স্বামী- প্রয়াত মহম্মদ ইব্রাহিম, রেলপাড়, চর্বি মহল্লা, কে টি রোড, আসানসোল-৭১৩৩০১ **মহঃ আরিফ রাজা বেদিল,** পিতা- প্রয়াত মহম্মদ ইব্রাহিম, রেলপাড়, চরবি মহল্লা, কে টি রোড, আসানসোল-৭১৩৩০১ **মহঃ আরশাদ পারভেজ,** পিতা- প্রয়াত মহম্মদ ইব্রাহিম, রেলপাড়, চরবি মহল্লা, কে টি রোড, আসানসোল-৭১৩৩০১ **মহঃ রিয়াজ আহমেদ,** পিতা- প্রয়াত মহম্মদ ইব্রাহিম, রেলপাড়, চরবি মহল্লা, কে টি রোড, আসানসোল-৭১৩৩০১	নিম্নোক্ত জমি এবং দোতলা বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- আসানসোল, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, জে এল নং ২০, খতিয়ান নং ৪০৩২, সি এস প্লট নং ৪৭৪৬, রেলপাড়, চরবি মহল্লা, আসানসোল, জমির পরিমাপ- ৩.৫০ ডেসিমেল, ১৯৬২ সালের দলিল নং ৩২১৬ অনুযায়ী সম্পত্তির যৌথ স্বত্বাধিকারী: জাহিদা খাতুন, মহঃ শাহিদ পারভেজ, রিয়াজ আহমেদ, আরিফ রাজা বেদিল এবং আরশাদ পারভেজ। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]** **সম্পত্তি আইডি: PUNB82220056**	ক) ১৯.০৭.২০১৮ খ) ০৬.১০.২০১৮ গ) ₹১৩,১৩,৬৬৭.০০ (তেরো লক্ষ তেরো হাজার ছশো সাতষট্টি টাকা মাত্র), ওপরের নোটিসে উল্লেখমতো, তৎসহ সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত সুদ	ক) ₹২২.১৯ লক্ষ খ) ₹২.২২ লক্ষ গ) ₹১০,০০০.০০	২৬.১১.২০২৬ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে
৩	**শাখা অফিস: ০২০৪২০- কোক ওভেন** **অ্যাকাউন্ট: নীলকণ্ঠ হালদার** **ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ অংশীদার:** **শ্রী নীলকণ্ঠ হালদার এবং** **শ্রীমতী শুক্লা হালদার** ঠিকানা: গোপালপুর, উত্তরপাড়া, সুকান্ত পল্লী, দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান, পিন-৭১৩২১২	নিম্নোক্ত আবাসিক জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: আর এস প্লট নং ৬১৩৫/৬৯০৮, খতিয়ান নং ১৭৬৭ ও ৩৭৮৯, এল আর খতিয়ান নং ৩৮৩৩, জে এল নং ৬৫, জমির পরিমাপ- সামান্য কমবেশি ৫ কাঠা, মৌজা- গোপালপুর, পোঃঅঃ- পানাগড়, থানা- কাঁকসা, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, ২০০০ সালের দলিল নং I-২০৩৯ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী নীলকণ্ঠ হালদার। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]** **সম্পত্তি আইডি: PUNBABA40420300**	ক) ০৯.০৭.২০২১ খ) ১৯.১০.২০২১ গ) ₹১৭,৮৩,১৬৫.২০ (সতেরো লক্ষ তিরাশি হাজার একশো পঁয়ষট্টি টাকা এবং কুড়ি পয়সা মাত্র), ওপরের নোটিসে উল্লেখমতো, তৎসহ সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত সুদ	ক) ₹৩০.৬৫ লক্ষ খ) ₹৩.০৭ লক্ষ গ) ₹১০,০০০.০০	২৬.১১.২০২৬ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে
৪	**শাখা অফিস: ২০৬৮২০- রূপনারায়ণপুর** **অ্যাকাউন্টের নাম: দীপঙ্কর সাহা এবং চন্দ্রাবলী সাহা** **ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা:** **মিঃ দীপঙ্কর সাহা,** পিতা- দীপক কুমার সাহা, নেতাজি কলোনি, কালীসাঁকো, সালানপুর, কালীসাঁকো, বর্ধমান, রূপনারায়ণপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩৩৫ **মিসেস চন্দ্রাবলী সাহা,** স্বামী- দীপঙ্কর সাহা, নেতাজি কলোনি, পোঃঅঃ- সিয়াকুলবেড়িয়া, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩৩৫	নিম্নোক্ত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জেলা- বর্ধমান, থানা- সালানপুর, মহকুমা- আসানসোল, এডিএসআর অফিস- কুলটি, মৌজা- কালীসাঁকো, জে এল নং ৪৮, আর এস এবং এল আর দাগ নং ১৩১, আর এস খতিয়ান নং ৬৪, এল আর খতিয়ান নং ২৬২, এলওপি নং ১৬৫, বাস্তু জমির পরিমাপ- ৪.১৪ কাঠা, ২০১৪ সালের দলিল নং I-৩৪৩৯ অনুসারে সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী দীপঙ্কর সাহা, পিতা- দীপক কুমার সাহা। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]** **সম্পত্তি আইডি: PUNB7B949712725**	ক) ১৩.০১.২০২৫ খ) ০৮.০৪.২০২৫ গ) ₹৭,৭৭,০৭২.০০ (সাত লক্ষ সাতাত্তর হাজার বাহাত্তর টাকা মাত্র), ওপরের নোটিসে উল্লেখমতো	ক) ₹১৫.৯৯ লক্ষ খ) ₹১.৬০ লক্ষ গ) ₹১০,০০০.০০	২৬.১১.২০২৬ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে
৫	**শাখা অফিস: ০২০২২০- আসানসোল** **অ্যাকাউন্টের নাম: হোদা ফুটওয়্যার** **ঋণগ্রহীতা/ প্রোপ্রাইটর/ জামিনদার:** **হোদা ফুটওয়্যার, প্রযত্নে- সাহিদ হোদা আনসারি,** ৭১এন, ব্যাস্টিন বাজার বাই লেন, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩৩০১ **সাহিদ হোদা আনসারি,** ৭১এন, ব্যাস্টিন বাজার বাই লেন, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩৩০১ **রুস্তম জাভেদ আনসারি,** ৭১এন, ব্যাস্টিন বাজার বাই লেন, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩৩০১	'ইউসুফ মঞ্জিল' নামক জি+২ তলবিশিষ্ট বহুতল বিল্ডিংয়ের ফার্স্ট ফ্লোরে সামান্য কমবেশি ১৪২.২২ বর্গফুট মাপের একটি বাণিজ্যিক গোডাউনের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, তৎসহ উক্ত বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ, বিল্ডিংয়ের সাধারণ চলাচলের পরিসর, সিঁড়ি, লবি ইত্যাদি সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ভোগদখলের সমানাধিকার যার স্থিতি ও বিবরণ: হোল্ডিং নং ২৬/২৬, বি বি রোড, আসানসোল পুরনিগমের ১১ নং (পুরনো) ও ৪৬ নং (নতুন) ওয়ার্ডের এলাকাধীন, থানা- আসানসোল, ব্যাস্টিন বাজার রোড, মৌজা- আসানসোল, জে এল নং ২০, আর এস খতিয়ান নং ৯৩০, আর এস প্লট নং ৯১২০, ৯১২৪। ২০১২ সালের দলিল নং I-৪৫৪৫ অনুসারে সম্পত্তির রেজিস্টার্ড যৌথ স্বত্বাধিকারী মিঃ সাহিদ হোদা আনসারি ও মিঃ রুস্তম জাভেদ আনসারি, উভয়ের পিতা- প্রয়াত সামসুল হোদা আনসারি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]** **সম্পত্তি আইডি: PUNBABA40452042**	ক) ১৯.০৬.২০২৪ খ) ১৯.১২.২০২৪ গ) ₹১৪,৩৪,৫৭৫.৯৪ (চোদ্দ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো পঁচাত্তর টাকা এবং চুরানব্বই পয়সা মাত্র), ওপরের নোটিসে উল্লেখমতো	ক) ₹১১.৩৫ লক্ষ খ) ₹১.১৪ লক্ষ গ) ₹১০,০০০.০০	২৬.১১.২০২৬ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে
৬	**শাখা অফিস: ২০৬৮২০- রূপনারায়ণপুর** **অ্যাকাউন্টের নাম: চন্দ্রাবলী সাহা** **ঋণগ্রহীতা/ প্রোপ্রাইটর/ জামিনদার:** **মিসেস চন্দ্রাবলী সাহা,** স্বামী- দীপঙ্কর সাহা, নেতাজি কলোনি, পোঃঅঃ- সইকুলবেড়িয়া, থানা- সালানপুর, আসানসোল-৭১৩৩৩৫ **দীপঙ্কর সাহা,** নেতাজি কলোনি, পোঃঅঃ- সইকুলবেড়িয়া, থানা- সালানপুর, আসানসোল-৭১৩৩৩৫	সামান্য কমবেশি ৭.৬ ডেসিমেল জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- কালীসাঁকো, জে এল নং ৪৮, আর এস প্লট নং ১৩১, এল আর প্লট নং ১৩১, এল আর খতিয়ান নং ২৬২ (দলিল অনুসারে) এবং এল আর খতিয়ান নং ৬২৯ (পরচা অনুসারে), থানা- সালানপুর, কল্লা গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, এলওপি নং ১৬৫, কালীসাঁকো আসানসোল, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান। এডিএসআর- কুলটি সমীপে রেজিস্টার্ড ১০.১২.২০২১ তারিখের দান দলিল নং ৪৭৩২ অনুসারে সম্পত্তির স্বত্বাধিকারিণী চন্দ্রাবলী সাহা। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]** **সম্পত্তি আইডি: PUNB7B953414502**	ক) ২০.০৭.২০২৪ খ) ২১.১২.২০২৪ গ) ₹১৯,৩২,২০৬.৩১ (উনিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার দুশো ছয় টাকা এবং একত্রিশ পয়সা মাত্র), ওপরের নোটিসে উল্লেখমতো	ক) ₹৬.৭৮ লক্ষ খ) ₹০.৬৮ লক্ষ গ) ₹১০,০০০.০০	২৬.১১.২০২৬ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে
৭	**শাখা অফিস: ০৩০৫১০- আসানসোল** **অ্যাকাউন্টের নাম: শেখ ইমতিয়াজ আলম** **ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ অংশীদার:** **শেখ ইমতিয়াজ আলম** বিএফ মাজহার কোর্ট, আপার চেলিডাঙ্গা, ইউসি ডাঙ্গা, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০৪	'সুনীতা অ্যাপার্টমেন্ট'-এর জমি এবং ১৯৫ বর্গফুট মাপের একটি আচ্ছাদিত গ্যারাজের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জে এল নং ২০, আর এস খতিয়ান নং ৯২৮৪ ও ৯২৯৭, প্লট নং আর এস ৩৯৮৫, সি এস ২০১৯ ও ২০২০, হোল্ডিং নং ৮৮৯ (এন), হিল ভিউ নর্থ (হিল ভিউ চার্চের কাছে), আসানসোল-৭১৩৩০৪, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, ওয়ার্ড নং ০৬/৪৯। ২০১৮ সালের দলিল নং ৪৯১ অনুসারে সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শেখ ইমতিয়াজ আলম। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]** **সম্পত্তি আইডি: PUNB82220174**	ক) ০৮.০৯.২০২১ খ) ০৯.১২.২০২১ গ) ₹৯,৫১,৯৬৬.১৫ (নয় লক্ষ একান্ন হাজার নশো ছেষট্টি টাকা এবং পনেরো পয়সা মাত্র), ওপরের নোটিসে উল্লেখমতো	ক) ₹৩.৭৮ লক্ষ খ) ₹০.৩৮ লক্ষ গ) ₹১০,০০০.০০	২৬.১১.২০২৬ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে
৮	**শাখা অফিস: ৪৭৩৬০০- পাণ্ডবেশ্বর** **অ্যাকাউন্ট: সুব্রত নিয়োগী** **ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ অংশীদার:** **শ্রী সুব্রত নিয়োগী,** পিতা- প্রয়াত সঞ্জীব নিয়োগী এবং **শ্রীমতী বন্দনা নিয়োগী** ঠিকানা: রামনগর, গ্রাম ও পোঃঅঃ- পাণ্ডবেশ্বর, পিন-৭১৩৩৪৬	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- বৈদ্যনাথপুর, জে এল নং ৫, খতিয়ান নং ১৪০৭, ৩৬৭ ও ২৬০৯, আর এস এবং এল আর দাগ নং ৬৩০/১৮৭, জমির পরিমাপ- ৩.৫০ কাঠা, এডিএসআর- রানিগঞ্জ, পাণ্ডবেশ্বর, বৈদ্যনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পিন-৭১৩৩৪৬, ০৬.০১.২০১৫ তারিখের দলিল নং I-৬৩ অনুযায়ী অনুযায়ী সম্পত্তির রেজিস্টার্ড স্বত্বাধিকারী শ্রী সুব্রত নিয়োগি, পিতা- প্রয়াত সঞ্জীব নিয়োগী। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]** **সম্পত্তি আইডি: PUNB0VC10328495**	ক) ০৪.০২.২০২২ খ) ০৬.০৯.২০২৩ গ) ₹১০,২৮,৮৬.৫৯ (দশ লক্ষ আঠাশ হাজার আটশো ছিয়ানব্বই টাকা এবং উনষাট পয়সা মাত্র), ওপরের নোটিসে উল্লেখমতো, তৎসহ সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত সুদ	ক) ₹৩১.৩৭ লক্ষ খ) ₹৩.১৪ লক্ষ গ) ₹১০,০০০.০০	২৬.১১.২০২৬ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে
৯	**শাখা অফিস: ০৩০৫১০- আসানসোল** **অ্যাকাউন্ট: শিব শক্তি অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস** **ঋণগ্রহীতা / জামিনদার: শিব শক্তি অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস** ঠিকানা: বড়তোড়িয়া মোড়, গ্রাম- গোয়ালাডি, পোঃঅঃ ও থানা- নেতুড়িয়া, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-৭২৩১২১ **সঙ্গীতা বনসাল (অংশীদার)** ঠিকানা: চলবলপুর, সীতারামপুর, কুলটি, চিত্তরঞ্জন রোড, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩৫৯ **রজনী আগরওয়াল (অংশীদার)** হিন্দুস্তান পার্ক, স্ট্রিট নং ১, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩০৪ **অজয় কুমার বনসাল** হিন্দুস্তান পার্ক, স্ট্রিট নং ১, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩০৪	**সম্পত্তি নং ১:** **১.** ঋণগ্রহীতার যাবতীয় মজুত পণ্য, যাবতীয় বহি দায়, যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ এবং অপর সকল চলতি পরিসম্পদ। **২.** কারখানার জমি, বাড়ি ও শেডের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: বড়তোড়িয়া মোড়, গ্রাম- গোয়ালাডি, পোঃঅঃ ও থানা- নেতুড়িয়া, জে এল নং ১১২, এল আর খতিয়ান নং ৩৮৭, ৩৭০, ৩৬৯ ও ৩৭৮, আর এস এবং এল আর প্লট নং ৮১, ৯৪, ৭৬, ৭৯, ৯১ ও ৮০, প্রকৃতি- কারখানা, জেলা- পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২৩১২১, বর্তমানে ইজারাধীন, ২০২৫ সালের দলিল নং I-১৩৬২ অনুযায়ী, জমির পরিমাপ- ৩.৭২ একর। **স্বত্বধারকদের নাম: (১) রজনী আগরওয়াল, স্বামী- নরেশ কুমার আগরওয়াল; (২) সঙ্গীতা বনসাল,** স্বামী- অজয় কুমার বনসাল, ২০২৫ সালের ইজারা দলিল নং I-১৩৬২ অনুযায়ী। **[২০১৭ সালের বিক্রয় দলিল নং I-২৬০, I-২৬১, I-২৬২, I-১৬৩৮ ও I-১৬৯০ এবং ২০২৫ সালের দান দলিল নং I-১০৯৭ অনুযায়ী]।** **চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- পুকুর; দক্ষিণ- অন্যের ফাঁকা জমি; পূর্ব- তরুণ বাউরির বাড়ি; পশ্চিম- ২০ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের পরিসর। **[সম্পত্তি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]** **সম্পত্তি আইডি: PUNBLR162430500**	ক) ২২.০৫.২০২৬ খ) ১১.০৮.২০২৬ গ) ₹২৮,৩৯,১২,৮১০.২২ (আঠাশ কোটি উনচল্লিশ লক্ষ বারো হাজার আটশো দশ টাকা এবং বাইশ পয়সা মাত্র), উপরোক্ত নোটিসে উল্লেখমতো	ক) ₹১০.১০ কোটি খ) ₹১.০১ কোটি গ) ₹১,০০,০০০.০০	২৬.১১.২০২৬ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে
		সম্পত্তি নং ২: নিম্নোক্ত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: হিল কলোনি কুলটি, কমলা নার্সিং হোমের কাছে, পোঃঅঃ ও থানা- কুলটি, পশ্চিম বর্ধমান, পিন-৭১৩৩৫৯, মৌজা- কুলটি, এল আর প্লট নং ১১৭৩, ১১৭৪, ১১৭৫, এল আর খতিয়ান নং ২৮২৭। ২০১০ সালের দলিল নং ৪৪০২ অনুযায়ী, জমির পরিমাপ- ০২ বিঘা ০১ কাঠা ১৫.৪২ ছটাক। **স্বত্বধারকের নাম: মিঃ অজয় কুমার বনসাল,** পিতা- রতন লাল আগরওয়াল। চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- অন্যের জমি; দক্ষিণ- অন্যের জমি; পূর্ব- অন্যের জমি; পশ্চিম- ৩ ফুট চওড়া রাস্তা। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]** **সম্পত্তি আইডি: PUNBLR163937220**		ক) ₹২.০৪ কোটি খ) ₹০.২০ কোটি গ) ₹৫০,০০০.০০	
১০	**শাখা অফিস: ০৪৭৬২০- আপকার গার্ডেন (আসানসোল)** **অ্যাকাউন্ট: সুমন গুহঠাকুরতা** **ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ অংশীদার:** **সুমন গুহঠাকুরতা** বৈষ্ণববাঁধ, পোঃঅঃ- বার্নপুর, পিন-৭১৩৩২৫ **পায়েল কোনার** বুদ্ধ গ্রাম, আসানসোল (সাউথ)-৭১৩৩০১ **শুভদীপ কোনার** বুদ্ধ গ্রাম, আসানসোল (সাউথ)-৭১৩৩০১	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: গ্রাম- বুদ্ধ, সরস্বতী মন্দির/ কোনারস কেনেলের কাছে, মৌজা- আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি, মৌজা- আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি, আর এস প্লট নং ৪৬৯৮, আর এস খতিয়ান নং ১৬৩৩৬, জে এল নং ২০, ওয়ার্ড নং ৬, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, পরিমাপ- ১৪৪০ বর্গফুট, এডিএসআর- আসানসোলে রেজিস্টার্ড ২০১৩ সালের দলিল নং ০৫৮৭৬ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারিণী মিসেস পায়েল কোনার। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]** **সম্পত্তি আইডি: PUNB82220194**	ক) ২৭.১০.২০২১ খ) ১৮.০২.২০২২ গ) ₹১৮,৩০,৪২১.০০ (আঠারো লক্ষ তিরিশ হাজার চারশো একুশ টাকা মাত্র), ওপরের নোটিসে উল্লেখমতো	ক) ₹২১.১২ লক্ষ খ) ₹২.১১ লক্ষ গ) ₹১০,০০০.০০	২৬.১১.২০২৬ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে

শর্ত ও নিয়মাবলি:

এই বিক্রি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষ হবে:

১. সম্পত্তিগুলি **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে।

২. ওপরের তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বসেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে বর্ণিত হয়েছে। তবে এই ঘোষণাপত্রে কোনও প্রকার ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য অনুমোদিত আধিকারিক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবেন না।

৩. এই বিক্রি **২৬.১১.২০২৬ তারিখে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে https://www.baanknet.com** ওয়েবসাইটে দেওয়া ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা আয়োজিত হবে।

৪. বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://www.baanknet.com** ওয়েবসাইট দেখুন।

৫. বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি সম্পর্কিত প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে আগ্রহী বিডারগণ অনুগ্রহপূর্বক এই ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন: এস বালাজি (চিফ ম্যানেজার), মোবাইল: ৯৮৩১৭ ৭৯৭৮০।

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) ও ৯(১) অধীনে ১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ২৯.১০.২০২৬
স্থান: দুর্গাপুর

এস বালাজি, চিফ ম্যানেজার
অনুমোদিত আধিকারিক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর রুল রুল ৮(৬) ও ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

IDBI BANK আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড
CIN: L65190MH2004GOI148838

পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়িতে অফিস প্রেমিসেস আবশ্যক

নিম্নের বিশদে উল্লিখিত অনুসারে বিভিন্ন স্থানে ব্যাঙ্কের কাজের জন্য বাণিজ্যিকভাবে অনুমোদিত অফিস প্রেমিসেস দীর্ঘমেয়াদি ইজারায় নিতে এই ব্যাঙ্ক আগ্রহী।

শাখার অবস্থান	প্রয়োজনীয় কার্পেট এরিয়া	যেখানে আবেদন জমা করতে হবে
শিলিগুড়ি রিজিওনাল অফিস	১৬০০-২০০০ বর্গফুট	**শ্রী শুভকীর্তি সাহা ডিজিএম ও রিজিওনাল হেড, শিলিগুড়ি রিজিওনাল অফিস, নানক কমপ্লেক্স, ফ্লোর ৪, সেবক রোড, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৪০০১**

প্রেমিসেসটি মেন রোড উপর অগ্রাধিকারভিত্তিতে গ্রাউন্ড ফ্লোরে প্রশস্ত সম্মুখভাগ, ভাল দৃশ্যমানতা, পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ ও পার্কিংয়ের সুবিধাবলি সহ হতে হবে। পছন্দসই প্রেমিসেসের আগ্রহী পক্ষগণ ১০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট স্থানের সামনের উল্লিখিত ঠিকানায় আবেদন করতে পারেন। **কেবলমাত্র ৭ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখের সন্ধ্যা ৬টা বা তার পূর্বে জ

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

আইএনএস অনুমোদিত বিজ্ঞাপন সংস্থার প্রতি আহ্বান

মেট্রো রেলওয়ের জনসংযোগের কাজের উদ্দেশ্যে তালিকাভুক্তির জন্য আইএনএস অনুমোদিত বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলির থেকে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম:** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতাতে বিজ্ঞাপন সংস্থার তালিকাভুক্তি। **প্রদেয় বায়না অর্থ:** ₹ ১,০০,০০০/- (এক লাখ টাকা মাত্র)। **আবেদন ফর্মের মূল্য:** ₹ ৫,৯০০/-(১৮% জিএসটি অন্তর্ভুক্ত) (অফেরতযোগ্য)। **আবেদন ফর্ম ডাউনলোড করার শেষ তারিখ:** ১৮.১১.২০২৬ দুপুর ১২টা পর্যন্ত। **ফর্ম জমা করার শেষ তারিখ:** ১৮.১১.২০২৬ বিকেল ৪টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত। **আবেদন ফর্ম খোলার তারিখ ও সময়:** ১৮.১১.২০২৬ বিকেল ৫টার পর থেকে। **বিশদ বিবরণের জন্য এই ওয়েবসাইট-টি দেখুন:** https://oldmtp.indianrailways.gov.in (NEWS AND RECRUITMENT > Empanelment of Advertising Agencies). **আবেদন জমা দেওয়ার স্থান:** সিপিআরও-র কার্যালয়, ৬ষ্ঠ তল, মেট্রো রেল ভবন, ৩৩/১, জে. এল. নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১। আবেদনপত্রটি সিল করা খামে ভরে তার ওপর **চিফ পাবলিক রিলেশনস অফিসার, ৩৩/১, জে. এল. নেহরু রোড, মেট্রো রেল ভবন (৬ষ্ঠ তল), কলকাতা-৭০০০৭১** লিখে জমা করতে হবে।

বিজ্ঞপ্তি নং: MRK-HQ0PUBR(EOFF)/7/2024/Notification-2026

চিফ পাবলিক রিলেশনস অফিসার

আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

WB HIDCO

e-Tender Notice No. 23 of 2026-2027

e-tender is invited for the work in the manner as described in the detailed e-tender notice available on websites:-wbtenders.gov.in and wbhidcoltd.com & in e-tender portal. Last date of Bid submission on 11.11.2026 upto 2.00 P.M. Details may also be available in the website www.wbhidcoltd.com.

General Manager (Engg)-IV
WBHIDCO

WB HIDCO

N. I. Q. No. 08 of G.M. (E)-II of 2026-2027

WB HIDCO invites online Item Rate open Quotation in two bid systems for "Maintenance of Median and Green Verge upto both End of 2nd Bridge over Krishnapur Canal including Median & Separator of Link Road in New Town, Kolkata. For 01 (One) Year" for resourceful bonafide Govt Contactors and eligible outsiders in the manner as described in the detailed Quotation notice available on http://wbtenders.gov.in on and from 29.10.2026 at 11:00 A.M.
Corrigendum/Addendum, if any to this e-Quotation would appear only on above Website and not be published.

General Manager (Engg.)-II
WBHIDCO Ltd.

PASCHIM BANGA GO-SAMPAD BIKASH SANSTHA
(A Govt. of West Bengal Organization)
BMF, Haringhata, Mohanpur, Nadia

(নিলাম বিজ্ঞপ্তি)

বাংলার ডেয়ারী লিমিটেড, হরিণঘাটা ফার্মের ৫০টি গরুর নিলাম হবে। বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন:-

Dy. Project Director, PBGSBS, Haringhata
PIN-741246.

HOOGHLY ZILLA PARISHAD

Tender Ref No.: e-NIT-032 of 2026-27

e-Tender (online) is invited from reputed and resourceful contractors for Installation of Submersible Pump at Old Administrative Building under Hooghly Zilla Parishad in the District of Hooghly. Closing date of bid submission is 04.11.2026. For further details, please log on to: https://tenders.wb.gov.in

Sd/-
District Engineer
Hooghly Zilla Parishad

Government of West Bengal
Office of the Block Development Officer
Sagar, South 24 Parganas

বিজ্ঞপ্তি

নোটিশ নং- ২১৪৩(৫০), ২১৪৪(৫০) তারিখ: ০৮/১০/২০২৬ এই মর্মে সরকারী ঠিকাদারদের নিকট হইতে দরপত্র আহ্বান করা হইতেছে বিভিন্ন স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শৌচালয় নির্মাণ করা হবে/ ই-টেন্ডার দাখিল করার শেষ তারিখ: ০২/১১/২০২৬ বেলা ২টা। বিশদে জানিতে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সাগর ব্লক অফিসে যোগাযোগ করিতে অনুরোধ জানানো হইতেছে।

Website: www.etender.wb.nic.in

VIDYASAGAR UNIVERSITY
MIDNAPORE ★ WEST BENGAL ★ PIN 721102

Ref. No. VU/FO/Tender/53/26 **Date: 28/10/2026**

TENDER NOTICE

Sealed quotations are invited from the Vendors for operation of the Dulung canteen of Vidyasagar University, Midnapore. For details please visit the University Website www.vidyasagar.ac.in.

Finance Officer

GOVT. OF WEST BENGAL
IRRIGATION AND WATERWAYS DIRECTORATE OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER MAYURAKSHI NORTH CANAL DIVISION RAMPURHAT, BIRBHUM

ABRIDGED NIQ

NIQ No - 01/EE/MNCD of 2026-27

NIQ is being invited by the undersigned from the eligible Reliable Owner for Supplying 6(six) nos. Non Air-Conditioned Diesel Driven Motor Cab/Maxi Cab under Mayurakshi North Canals Division Application Date & Time-:19-11.2026 till 14:00 Hours IST.
Last date & time of submission of bid physically:25-11.2026 till 14:00 Hours IST.

Sd/-R.N.Chakrabarty
Executive Engineer
Mayurakshi North Canal Division
Rampurhat, Birbhum, Birbhum

GOVT. OF WEST BENGAL
IRRIGATION AND WATERWAYS DIRECTORATE OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL OFFICER MOLLARPUR IRRIGATION SUB-DIVISION MOLLARPUR, BIRBHUM

ABRIDGED TENDER NOTICE

NIT No - 01/SDO/ MISD of 2026-27

Off line Tender is being invited by the undersigned from the eligible bonafied contractors for 05 (five) nos. work under Mollarpur Irrigation Sub-Division.
Last date & time of submission of application: 132.11.2026 till 14:00 Hours IST. Other details of tender notice may be seen at website:-**www.tenders.wb.gov.in**
Note :- Tenderers should specially take note of all the addendum/ Corrigendum related to the tender and upload the latest documents as part of the tender.

Sd/-
Sub-Divisional Officer
Mollarpur (I) Sub-Division
Mollarpur, Birbhum



বিভাগীয় প্রধান সঞ্জিত কুমারের সভাপতিত্ব ও নির্দেশনায় পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের উত্তর ২৪ পরগনা বিভাগীয় কার্যালয়ে ২৬ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ পালিত হচ্ছে। এই উপলক্ষে ২৮ অক্টোবর বিভাগীয় প্রধানের সভাপতিত্বে এবং মহকুমা প্রধান বিজয় কুমার যাদব ও নিধি পাঠকের উপস্থিতিতে বিভাগীয় কার্যালয় চত্বর থেকে বারাসতের চাঁপাডালি মোড় পর্যন্ত একটি ওয়াকাথন আয়োজন করা হয়, যেখানে সকল ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অংশ নেন।



'সমৃদ্ধির জন্য সততা' প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে 'সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ ২০২৬' পালন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রধান কার্যালয়ে একটি রক্তদান ও স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির আয়োজিত হল। এখানে রক্ত দান করেন ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান আলোক কে গোয়েল, ভিজিল্যান্স অফিসার পঙ্কজ কুমার এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ
১,১১,১১১ মাটির প্রদীপ প্রজ্বলনে ব্রত নিউ টাউন সনাতনির

আজকালের প্রতিবেদন

দীপাবলি এবং কালীপুজো উৎসবে নিউ টাউনে একই প্রাঙ্গণে একসঙ্গে জ্বলে উঠবে ১ লক্ষ ১১ হাজার ১১১টি মাটির প্রদীপ। সেই আলোর রোশনাইয়ে ধূমধামে বিশ্ব শান্তি রক্ষায় মা কালীর আরাধনায় ব্রত হচ্ছেন নিউ টাউন সনাতনি পুজো কমিটি। এবার দীপাবলি আলোর উৎসবে কলকাতার স্মার্ট সিটি নিউ টাউনের বুকে এই মহা আয়োজন ঘিরে শহরের আবাসিকদের উৎসাহ ক্রমশ তুঙ্গে উঠছে। এর আগে এ বছর নিউ টাউন সনাতনি কমিটি নিজস্ব ভাবনায় দুর্গাপুজো আয়োজনে দর্শকদের নজর কেড়েছে। হিডকো ভবন সংলগ্ন নিউ টাউন মেলা প্রাঙ্গণে দুর্গাপুজোয় উদ্যোক্তাদের থিম হয়েছিল সনাতনি সংস্কৃতি উদ্ঘাটনে 'জ্ঞানের আস্ত শোকেস'। সেই পুজোর চেয়ারম্যান ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রধান উপদেষ্টা সুব্রত গুপ্ত। প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রদীপ্ত মহারাজ (কার্তিক মহারাজ)-এর মতো ব্যক্তিত্বরা। এবার আলোর মহাসমারোহে দীপাবলি ও কালী মায়ের আরধনা প্রস্তুতি। জমকালো এই পুজো কমিটির মূল উদ্যোক্তা বরুণ বিশ্বাস বলছেন, দুর্গাপুজোর নবমীর রাতে পুজোমণ্ডপ পরিদর্শনে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তারই নির্দেশে কালীপুজো ও দীপাবলি উৎসবে নিউ টাউন মেলা প্রাঙ্গণে ১,১১,১১১ প্রদীপ জ্বালিয়ে মা কালীর আরাধনা হবে। পবিত্র আবহে মা কালীর কাছে বিশ্বের শান্তি, সমৃদ্ধি, মঙ্গল কামনা মহাযজ্ঞ চলবে। বাংলার সংস্কৃতি রক্ষায় মাটির প্রদীপগুলি নদিয়া জেলা থেকে আনা হচ্ছে। শুধু আলোর আয়োজন নয়, এই উৎসব ঘিরে পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য বস্ত্র বিতরণ, ডেঙ্গু প্রতিরোধ মশারি প্রদানও করা হবে।

শিয়ালদহ - সীতামারী - শিয়ালদহ স্পেশাল ট্রেন

আসন্ন **ছট্ উৎসবের** সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, **০৩১৪৩/০৩১৪৪ শিয়ালদহ - সীতামারী - শিয়ালদহ স্পেশাল ট্রেন** নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচী, স্টপেজ, চলাচলের তারিখ এবং গঠন অনুসারে চলবে-

শিয়ালদহ - সীতামারী			(০৩১৪৩) (০৩১৪৪) স্টেশন	সীতামারী - শিয়ালদহ		
দিন	পৌঁ.	ছা.		পৌঁ.	ছা.	দিন
বুধবার	–	২৩.৫০	↓ শিয়ালদহ	১২.২৫	–	
বৃহস্পতিবার	০১.৫০	০১.৫২	বর্দ্ধমান	০৮.৫৬	০৮.৫৮	শুক্রবার
	০৩.৩৩	০৩.৩৬	আসানসোল	০৫.৪৫	০৫.৫০	
	০৪.৪৮	০৪.৫০	মধুপুর	০৪.০৬	০৪.০৮	
	১১.২৫	১১.৩০	সমস্তিপুর	২১.০৫	২১.১০	
	১২.৪০	১২.৪৫	দ্বারভাঙ্গা	১৯.১৫	১৯.২০	বৃহস্পতিবার
	১৫.৩০	–	সীতামারী ↑	–	১৭.০০	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে নৈহাটি, ব্যান্ডেল, দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জন, জসিডীহ, ঝাঝা, কিউল, বারাউনি, ডালসিং সরাই, কামতৌল ও জনকপুর রোড স্টেশনেও থামবে। • **চলাচলের তারিখ ও দিন:** শিয়ালদহ থেকে ০৩১৪৩: ১১.১১ ও ১৮.১১.২০২৬ তারিখ (বুধবার) = ০২টি ট্রিপ। সীতামারী থেকে ০৩১৪৪: ১২.১১ ও ১৯.১১.২০২৬ তারিখ (বৃহস্পতিবার) = ০২টি ট্রিপ • **গঠন:** এসি ৩-টিয়ার: ০৪, স্লিপার ক্লাস: ১০, সাধারণ ২য় শ্রেণি (জিএস): ০৬, এসএলআরডি: ০২ = ২২টি কোচ। • **ক্যাটাগরি:** মেইল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জের ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter



বারাসতের নবপল্লী পশ্চিম ইছাপুর সার্বজনীন কালীপুজো কমিটির এবারের থিম 'স্বর্ণকমল'। বুধবার সন্ধ্যায় থিমের আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করেন বারাসতের বিধায়ক শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন পুজো কমিটির সভাপতি পীযূষ সাহা, সম্পাদক শঙ্কর দাস , বিজেপির যুব মোর্চার জেলা সভাপতি শুভঙ্কর সেন, বিজেপি নেতা অনুপ বোস, অভিজিৎ দাস সহ পুজো কমিটির কর্তারা।
ছবি:সোহম সেনগুপ্ত

পেশাদারদের দক্ষতা বাড়াতে প্রশিক্ষণ শিবির

আজকালের প্রতিবেদন

স্টার্টআপগুলিকে আরও ভাল ভাবে সাহায্য করতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ইনকিউবেশন কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত ২০ জন ইনকিউবেশন ও উদ্ভাবন পেশাদারদের দক্ষতা বাড়াতে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিল আইআইএম কলকাতা ইনোভেশন পার্ক এবং অটল ইনোভেশন মিশন। 'অটল ইনোভেশন মিশন অ্যাডভান্সিং ইনোভেশন প্রফেশনাল্স ফর ইকোসিস্টেম এক্সেলেন্স' নামে তিন দিনের এই প্রশিক্ষণ শিবির হয় আইআইএম কলকাতা ক্যাম্পাসে। এই প্রশিক্ষণে স্টার্টআপ নির্বাচন, বিভিন্ন কর্মসূচির পরিকল্পনা, উদ্যোগপতিদের সহায়তা, বাজারে প্রবেশের কৌশল, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনার মতো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। আইআইএম কলকাতা ইনোভেশন পার্ক বোর্ডের চেয়ারম্যান অজয় জৈন জানান, যাঁরা উদ্যোগপতিদের পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেন সেইসব ইনকিউবেশন পেশাদারদের দক্ষতা বাড়ানো দরকার।



পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পান্ডের নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ ২০২৬-এর অঙ্গ হিসেবে পূর্ব রেলের সদর দপ্তরে 'সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া ও গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটপ্লেস (জিইএম): সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও সততা নিশ্চিতকরণ' শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি জানিয়েছেন, এই আলোচনাসভায় উপস্থিত ছিলেন অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার শীলেন্দ্র প্রতাপ সিং, সিনিয়র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার দীপক নিগম, প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার সন্দীপ শুক্লা-সহ পূর্ব রেলের পদস্থ আধিকারিকরা। সঙ্গে ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার ড. এস কে সাদাঙ্গি, ডেপুটি চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার (ইলেকট্রিক্যাল) সানি শর্মা প্রমুখ।

BIENNIAL RATE CONTRACT (RC) FOR CHUTE MAINTENANCE & ALLIED JOBS UNDER CHP-MM DEPTT. AT STAGE-I, II & III CHP, SGTPP

Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/SGTPP/CC-6314, Dtd: 27/10/26
NIT No: WBPDCL/SGTPP/NIT/E4221/26-27/1448681 Dtd: 19.08.2026

E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, SGTPP, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 3 Part bid system for the job **"Biennial Rate Contract (RC) for Chute Maintenance & allied jobs under CHP-MM deptt. at Stage-I, II & III CHP, SGTPP." Tender Document Download Start Date:** 28-10-2026 at 10.00 Hrs. **Bid Submission End Date:** 20-11-2026 at 15.00 Hrs. **Contact Person:** Mr. Jaydeep Kundu [Dy. General Manager (Contracts)]. **Contact No.:** 8336903930. **E-mail:** jkundu@wbpdcl.co.in.
For details please visit: **https://wbtenders.gov.in** ICA- T19280(2)/2026

REPAIRING OF CS-04 GODOWN FOR ACCOMMODATION OF UNIT #4 OVERHAULING MANPOWER AT SGTPP

Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/SGTPP/CC-6315, Dtd: 27/10/26
NIT No: WBPDCL/SGTPP/NIT/E4236/26-27/1527742 Dtd: 08/09/2026

E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, SGTPP, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 3 Part bid system for the job **"Repairing of CS-04 Godown for accommodation of Unit #4 Overhauling manpower at SGTPP." Tender Document Download Start Date:** 27-10-2026 at 10.00 Hrs. **Bid Submission End Date:** 23-11-2026 at 15.00 Hrs. **Contact Person:** Mr. Jaydeep Kundu [Dy. General Manager (Contracts)]. **Contact No.:** 8336903930. **E-mail:** jkundu@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in** ICA-T19281(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

O/O the Superintending Engineer, PWD
South-Western Electrical Circle,
Sahid Mangal Pandey Sarani,Midnapur-721101
Notice Inviting e-Quotation

NIeQ No.- WBPWD/SE/SWEC/NIQ41/2026-27/Retender Tender ID : 2026_WBPWD_5077902_2. Last date of submission of bid :- 13.11.2026 up to 11:30 A.M. **Name Of Work :-** Repairing & Renovation of Electrical installation work of the State Poultry Farm Purulia under the Deputy Director, ARD & PO, Purulia in the District of Purulia. **NIeQ No.- WBPWD/SE/SWEC/NIQ43/2026-27/Retender Tender ID : 2026_WBPWD_5078125_2.** Last date of submission of bid :- 13.11.2026 up to 11:30 A.M. **Name Of Work :-** SITC of Hybrid roof top solar power generation system at Block-A building within the campus of Mahatma Gandhi College, Lalpur, Daldali, Purulia in the District of Purulia. Sd/-A. Biswas, SE, SWEC, P.W. Dte.
ICA-T19288(3)/2026

RESTORATION WORK OF DEAERATOR, GC-2, LP & HP HEATERS, TO COOLERS, MAIN EJECTORS, DIFFERENT STRAINERS etc. OF UNIT #3, KTPS

Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/KTPS/CC-6321, Dtd: 28/10/26
NIT No: WBPDCL/KTPS/NIT/E4175/26-27

E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, KTPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 Part bid system for **"Restoration work of Deaerator, GC-2, LP & HP Heaters, TO Coolers, Main Ejectors, Different Strainers etc. of Unit #3, KTPS". Tender Document Download Start Date:** 02/11/2026 at 11.00 Hrs., **Bid Submission End Date:** 20/11/2026 at 15.00 Hrs. **Contact Person:** Mr. Krisanu Gupta, Sr. Manager (PS) (Contract Cell), KTPS. **Contact No.:** 8336909047. **E-mail:** kgupta@wbpdcl.co.in.
For details please visit: **https://wbtenders.gov.in** ICA-T19295(3)/2026

SERVICING OF XRP BOWL MILL GEAR BOX, UNIT # 5 & 6

Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/KTPS/CC-6322, Dtd: 28/10/26
NIT No: WBPDCL/KTPS/NIT/E4180/26-27

E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, KTPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 Part bid system for **"Servicing of XRP Bowl Mill Gear Box, Unit #5 & 6". Tender Document Download Start Date:** 02/11/2026 at 11.00 Hrs., **Bid Submission End Date:** 18/11/2026 up to 14.00 Hrs. **Contact Person:** Mr. Krisanu Gupta, Sr. Manager (PS) (Contract Cell), KTPS. **Contact No.:** 8336909047. **E-mail:** kgupta@wbpdcl.co.in.
For details please visit: **https://wbtenders.gov.in** ICA-T19296(3)/2026

BIENNIAL SERVICE RATE CONTRACT FOR LT MOTORS (7 KW TO 160 KW) OVERHAULING, REWINDING, METALIZING, DYNAMIC BALANCING & TRUENESS CHECKING UNDER DIFFERENT DEPTT. OF KTPS

Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/KTPS/CC-6324, Dtd: 28/10/26
NIT No: WBPDCL/KTPS/NIT/E4108/26-27/1312230/GM (K)/CC/MP/3841

E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, KTPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 Part bid system for **"Biennial service Rate contract for LT motors (7 KW to 160 KW) overhauling, rewinding, metalizing, dynamic balancing & trueness checking under different deptt. of KTPS." Tender Document Download Start Date:** 05.11.2026 at 14.00 Hrs., **Bid Submission End Date:** 21.11.2026 at 14.00 Hrs. **Contact Person:** Mr. Krisanu Gupta, Sr. Manager (PS) (Contract Cell), KTPS. **Contact No.:** 8336909047. **E-mail:** kgupta@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**
ICA-T19298(2)/2026

NEW TOWN KOLKATA DEVELOPMENT AUTHORITY
NOTICE INVITING e-Tender No.: WBNKDA/31/EE-E/2026-27

Online percentage rate e-Tender has been invited for the following works: **Upgradation of existing lights and replacement of broken pole with connected work at street no. 325. Kolkata under NKDA**
Estimated Amount: Rs. 6,43,959.00.
Last date & time of submission of technical and financial bid (On-line): **04/11/2026 upto 6.00 P.M.** Details available on Website: https:// wbtenders.gov.in & www.nkdamar.org and the office notice board of NKDA

Executive Engineer (Electrical)
New Town Kolkata Development Authority

লক্ষ্য করুন !!!

আসানসোল স্টেশনে ফার্মাসি সহ ইমার্জেন্সি মেডিকেল রুম স্থাপনের জন্য প্রি-বিড মিটিং

আসানসোল রেলওয়ে স্টেশনে একটি 'ইমার্জেন্সি মেডিকেল রুম' সহ ফার্মেসি স্থাপন ও পরিচালনার জন্য প্রস্তাবিত চুক্তির বিষয়ে একটি 'প্রি-বিড মিটিং'-এর আয়োজন করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে যুক্ত সকল সম্ভাব্য সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল/ নার্সিং হোম/পলিক্লিনিক/ক্লিনিক/প্যাড/কোম্পানি/ফার্ম/ প্রতিষ্ঠান/এনজিও-দের এই সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। সভায় প্রস্তাবিত ই-নিলামের শর্তাবলী, চুক্তির সাধারণ ও বিশেষ শর্তাবলি (SCC), পরিষেবা প্রদানের স্থান এবং প্রস্তাবিত চুক্তির অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে। **সভার বিবরণ : তারিখ** - ০৩.১১.২০২৬, **সময়** - বিকেল ৪টে। **স্থান :** ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, আসানসোল-এর অডিটোরিয়াম।

ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আসানসোল
পূর্ব রেলওয়ে

দক্ষিণ পূর্ব মধ্য রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

ক্রমিক নং: ১. Sr. DEE-G-R-OT P-26-27-20 তারিখ: ১৬.১০.২০২৬ কাজ: রায়পুর বিভাগের অধীনে ক্যামটেক গাইডলাইন অনুযায়ী ত্রুটিপূর্ণ ট্রান্সফরমারগুলির এককালীন ওভারহলিং এবং সমস্ত ট্রান্সফরমারের অয়েল ফিলট্রেশন। **টেন্ডারের মূল্য:** ₹১,৬৬,৬৭,৮৪৫.০৭ **ইএমডি:** ₹৩,৩৩,৪০০.০০ **টেন্ডার জমা দেওয়া:** ১৭.১১.২০২৬ তারিখে ১৫.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত। উপরোক্ত কাজের আরও বিশদ বিবরণ/দরপত্র নথি ক্রয়, যোগ্যতার মানদণ্ড এবং সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে এসআর. ডিইই/জি/আর-এর দপ্তরে যোগাযোগ করুন অথবা আমাদের ওয়েবসাইট: **www.ireps.gov.in**-এ উপলব্ধ দরপত্র নথিটি দেখুন/ডাউনলোড করুন। এই দরপত্রগুলির ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল প্রস্তাব অনুমোদিত নয় এবং প্রাপ্ত এমন যেকোনো ম্যানুয়াল প্রস্তাব বাতিল বলে গণ্য হবে।

সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/ আরএসঅ্যান্ডজি
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইলেক্ট-জি)-এর পক্ষে
PR/R/SR.DEE(RS&G)/D360/245

South East Central Railway @serc_rly

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং: ইএল-৬১-২৬, তারিখ ২৭.১০.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য বৈধ বৈদ্যুতিক ঠিকাদারি লাইসেন্সধারী এবং আর্থিকভাবে নিম্নলিখিত কাজ সম্পূর্ণ করতে সক্ষম প্রখ্যাত টেন্ডারদাতাদের নিকট থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: **স্থান সহ কাজের নাম:** আসানসোল ডিভিসন: ফেজ ১: অণ্ডালে ইলেকট্রিক লোকোমোটিভের পরিদর্শন এবং রক্ষণাবেক্ষণ কার্যকলাপের জন্য ট্রিপ রক্ষণাবেক্ষণ/ডিহ্রু পরিদর্শন কেন্দ্র সৃজন। **টেন্ডার মূল্য:** ₹১,২৯,৮১০.০৪ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য:** শূন্য। **বায়না অর্থ:** ১,৪২,৬০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ:** ১২ মাস। **বন্ধের ও খোলার তারিখ ও সময়:** ৩০.১১.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টায়। সম্পূর্ণ বিশদ রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ দেখা যাবে। ASN-302/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ইন্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাঙ্ক Indian Overseas Bank
আপকী প্রগতি का सच्चा साथी Good people to grow with

রিজিওনাল অফিস, কলকাতা- ১, ১১৯, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৬।

আইওবি ব্যাঙ্কের শাখা/এটিএম খোলা/স্থানান্তর করার জন্য কলকাতা মেট্রো শহরের নিম্নলিখিত এলাকাগুলিতে ভাড়ায় বাণিজ্যিক জায়গার প্রয়োজন, যার কার্পেট এরিয়া **শাখার জন্য আনুমানিক ১৫০০-১৮০০ বর্গফুট এবং এটিএম-এর জন্য ৭০-১০০ বর্গফুট** (৭X১০ থেকে ৮X১২), সহজে যাতায়াতের সুবিধাসহ একতলায় হলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে:

নতুন শাখা খোলা/বর্তমান শাখা স্থানান্তরের স্থান:
(১) মেট্রোপলিটান বাইপাস ধাবার কাছে, **(২)** নিউ টাউন অ্যাকশন এরিয়া-১, অ্যাম্ফিস মলের কাছে, **(৩)** নরেন্দ্রপুর - সাদার্ন বাইপাস, **(৪)** মেটিয়াবুরুজ, **(৫)** বালি- হাওড়া, **(৬)** সাঁতরাগাছি- হাওড়া, **(৭)** আনন্দ পালিত রোড- সিআইটি রোড, **(৮)** লেক মার্কেট- রাসবিহারী এভিনিউ- দেশপ্রিয় পার্ক - লেক কালীবাড়ি, **(৯)** শ্রীমানি মার্কেট- বিবেকানন্দ রোড - বিধান সরণি রোড, **(১০)** ফুলবাগান, **(১১)** আমড়াতলা এমহি রোড, **(১২)** ঢাকুরিয়া, **(১৩)** টালিগঞ্জ- দেশপ্রাণ শাসমল রোড- চারু মার্কেট, **(১৪)** যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ- শোভাবাজার, **(১৫)** এল ডি মার্কেট- শরৎ বসু রোড, **(১৬)** বালিগঞ্জ- গড়িয়াহাট এলাকা, **(১৭)** চৌরঙ্গী চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ- বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, **(১৮)** প্রিন্স আনোয়ার শাহ কানেক্টর - কালিকাপুর রোড, **(১৯)** শিয়ালদহ - বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রিট, **(২০)** হাওড়া-নেতাজি সুভাষ রোড, **(২১)** পাটুলি- গড়িয়া রোড, **(২২)** সরশুনা- ব্যানার্জি পাড়া রোড- ডায়মন্ড সিটির কাছে- বকুনতলা, **(২৩)** শ্যামবাজার রোড- খান্নার কাছে, **(২৪)** আলিপুর- সিএমআরআই হাসপাতালের কাছে।

নতুন এটিএম খোলার প্রস্তাবিত স্থান:
আমড়াতলা, এ পি রোড, ঢাকুরিয়া, কালীঘাট, জে এম এভিনিউ, সন্তোষপুর, নিউ মার্কেট, কুঁদঘাট, কেপিটি ফেয়ারলি, কসবা গোল্ড পার্ক, শিয়ালদহ, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা পোর্ট, পাটুলি, সোনাপট্টি, চৌরঙ্গী, ল্যান্সডাউন মার্কেট, বাঘাযতীন ইত্যাদি।
একতলায় অবস্থিত সম্পত্তিগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রেমিসেস স্বত্বধারকগণ সম্পূর্ণ বিবরণসহ (কেবলমাত্র **www.iob.in**-এ উপলব্ধ ফরম্যাট অনুযায

হারানো/প্রাপ্তি

● মূল দানপত্র দলিল ৭৮০/২০০৬ (I-130200780/2006), এডিএসআর কৃষ্ণনগর, জেলা নদিয়া-এ নিবন্ধিত, স্বর্গীয় সাহানা আলীর নামে, হারিয়ে গিয়েছে। জিডি নং ১৩৪৭, তারিখ ২৬.১০.২০২৬, এ-জোন আইসি, দুর্গাপুর। পাওয়া গেলে যোগাযোগ করুন: Adv. Sunny Singh 7488766803 / Sk. Md. Arafat Ali 8250063336

বিজ্ঞপ্তি

● আমরা ১। বাদল দাস ২। বাপ্পা দাস উভয়ের পিতা মৃত্যুঞ্জয় দাস উভয়ের সাং জগন্নাথ নগর থানা–মহেশতলা, কোলকাতা- ৭০০১৪১ স্থায়ী বাসিন্দা হইতেছি। আমরা গত ইংরাজি ০৮.০৪.২০১৫ তারিখে ১) গৌর হরি নস্কর ২) হরিপদ নস্কর ৩) উত্তরা নস্কর ৪) ক্ষিতিশ নস্কর ৫) নীলকান্ত নস্কর ও ৬) অঞ্জলি মন্ডল এদের পক্ষে আমমোক্তার ও স্বয়ং শম্ভু নস্করের কাছ থেকে ।-03009/2015 নং দলিলমূলে জমি খরিদ করে। যাহা A.D.S.R. Behala অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত। উক্ত আমমোক্তা দলিলখানিও বেহালা A.D.S.R. অফিসে IV-63/2002 নং দলিলমূলে লিপিবদ্ধ আছে। জমির মৌজা-জগন্নাথনগর, জে.এল নং ৭, দাগ নং ৩৩৩৯, [3339] এল.আর. খতিয়ান নং ১৫৪৯, ২১৯৭, ৪৬৩০ হইতেছে। জমির পরিমান ২ দুই কাঠা ১ এক ছটাক। জমিটি নিজ নামে Mutation করিবার জন্য T/M Block, BL & LRO Office দরখাস্ত করিয়াছি। তাহা সকলকে অবগত করা হল।

● এতদ্বারা ঘোষণা করা যাচ্ছে যে আমার মক্কেল, শ্রীমতী মধুমিতা চ্যাটার্জ্জী, পিতা স্বর্গীয় তপন চ্যাটার্জ্জী, ঠিকানা– ৫২৬, নেতাজী কলোনী, পোষ্ট– নপাড়া থানা– বরানগর, কোলকাতা- ৭০০০৯০ বিগত ইংরাজী ২২/০৯/২০২৬ তারিখে তাহার উক্ত ঠিকানার একটি গিফট ডিড যাহার নম্বর ১৬৩৭/২০০৪ তাহা হারিয়ে যাওয়ার পরে, বরানগর থানায় ২৩/০৯/২০২৬ তারিখে একটি মিসিং ডাইরী নথিভূক্ত করেছিলেন যাহার নং জি.ডি.ই ১৮৪২ তারিখ ২৩/০৯/২০২৬। অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরে, কেহ বা কাহারা উক্ত হারানোকৃত দলিলটির বিষয় জানতে পারলে বা জানা থাকলে, নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যক্তিকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হতে ১৫ দিনের মধ্যে অবগত করিবেন।

Debishree Chattopadhyay.
দেবিশ্রী চট্টোপাধ্যায়
WB/240/2003, অ্যাডভোকেট
৯৬৭৪৭০৭১৪০
৫১৯, নেতাজী কলোনী,
কোলকাতা ৭০০০৯০

● আমার মক্কেল অরিজিৎ দে পিতা-অশোক সাং- F8A পূর্বাশা রেলমাঠ, থানা-পঞ্চসায়র অসীম, রাণী, অনুপ দের নিযুক্ত আমমোক্তারদ্বয় অভিজিৎ দে, চিত্ত ঘোষের নিকটহইতে ADSR হাবড়া ৩৭৭৮/২৩ আমমোক্তারদ্বারা, মৌজা-ডহরথুবা JL-৭৪ দাগ-৫৬৪, ৫৬২ খতিয়ান- ৬৩, ৮০০, ৮১২ থেকে ৯.৯০শতক জমি ২৪০৭/১৫ দলিলেকিনে নামপত্তনের আবেদন করে। এবিষয়ে কারোর আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তির ১মাসেরমধ্যে BL&LRO হাবড়া জানাতে পারেন অন্যথায় নিয়মানুসারে কার্য্য হইবে।

DEBRAJ DAS
ADVOCATE

● আমার মক্কেল প্রসেনজিৎ মণ্ডল পিতা- বিরাজ, অনামিকা মন্ডল, স্বামী-প্রসেনজিৎ সাং- কুমড়া কাশীপুর হাবড়া, পার্থপ্রতীম দাসের নিযুক্ত আমমোক্তার অভিজিৎ দত্তর নিকটহইতে ADSR হাবড়া ১৩১/১৪ আমমোক্তারদ্বারা, মৌজা-মহিষা মহলন্দপুর, JL-১৩২, দাগ-৩০৫৩/৩৬০৮, খতিয়ান-৩১৯, ৪২৬ থেকে ৩.১৮শতক জমি ১৪৬৬/১৬ দলিলেকিনে নামপত্তনের আবেদন করে। এবিষয়ে কারোর আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তির ১মাসেরমধ্যে BL&LRO হাবড়া জানাতে পারেন অন্যথায় নিয়মানুসারে কার্য্য হইবে।

DEBRAJ DAS, ADVOCATE

বিজ্ঞপ্তি

ব্যারাকপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত,
উত্তর ২৪ পরগনা, সিভিল জজ (জুনিয়ার ডিভিশন)
মিস কেস নং- (প্রবেট) ৯৭/২০২৫

শ্রী চন্ডল চ্যাটার্জী, পিতা - মৃত সত্যপদ চ্যাটার্জী ওরফে মানিক চ্যাটার্জী, সাকিন - ২৫, টিচার্স কলোনী পোষ্ট অফিস - আগড়পাড়া, পুলিশ স্টেশন - বেলঘড়িয়া, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কোলকাতা - ৭০০ ১০৯, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা।.....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত আবেদনকারী তাহার স্বর্গীয় পিতা - সত্যপদ চ্যাটার্জী ওরফে মানিক চ্যাটার্জী, সাং - ২৫ টিচার্স কলোনী, পোষ্ট অফিস - আগড়পাড়া, পুলিশ স্টেশন - বেলঘড়িয়া, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কোলকাতা - ৭০০ ১০৯, এর কৃত শেষ উইলের প্রবেট লইবার জন্য উপরোক্ত আদালতে উপরোক্ত নং আর্জি-৫৯ এর দরখাস্ত করিয়াছেন। এই বিষয়ে কাহারো কোন বক্তব্য বা আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সঠিক প্রমান সহ উপস্থিত হইয়া বা হাজির হইয়া লিখিত আপত্তি জানাইতে পারেন। অন্যথায় উক্ত দরখাস্তের একতরফা ভাবে শুনানী নিষ্পত্তি হইবে। তপশীল ঃ জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পুলিশ স্টেশন - বেলঘড়িয়া, পোষ্ট অফিস - আগড়পাড়া, কোলকাতা - ৭০০ ১০৯, এ. ডি. এস. আর. - বেলঘড়িয়া, কামারহাটী পৌরসভার অন্তর্গত ওয়ার্ড নং - ২৪, হোল্ডিং নং - ৩৭৪, প্রেমিসেস নং - ২৫, টিচার্স কলোনী, কোলকাতা - ৭০০ ১০৯, মৌজা - বাসুদেবপুর, জে. এল. নং - ০২, সি. এস. প্লট/দাগ নং ১১৩/১১৪/১১৫/১১৬ এবং ১১৭, খতিয়ান নং - ৬, ১ (এক) কাঠা ০৮ (আট) ছটাক তহসহ - ৩৫০ বর্গফুট একতল গৃহাদী এবং ইজমেন্ট রাইট সহ কমন প্যাসেজ। যাহার চৌহদ্দি ঃ পূর্ব - নবারুণ দত্তর বাড়ী, পশ্চিম - নিতাই ব্যানার্জী বাড়ী, উত্তর - তন্ময় মিত্র বাড়ী, দক্ষিণ - ০৮ ফুট রোড।

অনুমত্যানুসারে
Quazi Md. Imtiaz Ali, সেরেস্তাদার
ব্যারাকপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত

বিজ্ঞপ্তি

● সুব্রত কয়াল কামরাবাদ মৌজায় ৩৬০১ নম্বর দাগে ১১৮০ নং পাওয়ার দলিলে খরিদ করেন, মিউটেশন কেসে আপত্তি থাকলে সোনারপুর BLR অফিসে যোগাযোগ করুন।

গুরুদাস নস্কর আইনজীবী

● আমার মক্কেল কমলেন্দু মন্ডল, দীপঙ্কর মন্ডল মৌজা–কালিকাপুর JLনং-95, LR দাগ-2038, LR খতিয়ান- 353, পাওয়ার দলিল নং-7492/2022 সাল, গ্রহীতা-গনেশ ঘোষ কেস নং MN-32446, 32447/26। কারো আপত্তি থাকলে 15 দিনের মধ্যে Sonarpur BL&LRO অফিস যোগাযোগ করুন।**RAJ DEY, Advocate**

● এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল মাধবী চন্দ্র, পিতা-স্বপন কুমার চন্দ্র, সাং-বারাসাত, মৌজা-সিঁতি, জেঃএলঃ নং ১০১, আর.এস. খতিয়ান ১৭৫, এল.আর. খতিয়ান ২৬৪৯, আর এস ও এল.আর. ২০ নং দাগে ০২ (দুই) কাঠা ০৩ (তিন) ছটাক ২৫ (পঁচিশ) বর্গফুট জমি তৎপরিস্থিত ত্রিতল পাকা বসতবাড়ী যাহা উক্ত জমির মালিক মোঃ গিয়াসউদ্দিন মণ্ডল, পিতা- আব্দুল রহমান মণ্ডল সাং-বহেড়া (দক্ষিণপাড়া), পোঃ বহেড়া, থানা- দত্তপুকুর, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা মহাশয়ের নিকট হইতে খরিদ করিবার জন্য চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো কোনপ্রকার ওজরাপত্তি থাকে তাহলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার দিন হইতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সঠিক প্রমানাদি লইয়া আমার সাথে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় সকল দাবী অগ্রাহ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

ইতি সমর ঘোষাল
এ্যাডভোকেট, বারাসাত কোর্ট,
উত্তর ২৪ পরগণা মোবাইল নং-
৯৮৩০০৭৭৯৩১, 23.10.26

● আমার মক্কেল শ্রী আশিষ নাথ, পিতা-কালিচরন নাথ,ইং ২০২৬ সালে (সোনারপুর রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত)৬০৭৪ নং কোবালা দলিল মূলে ২৩৬৮/২০১০ নং আমমোক্তার(সত্যেন্দ্র নাথ হালদার)দলিল দ্বারা বর্তমানে খরিদ করেন,মৌজা - কোদালিয়া (৩৫), এল আর ১৩৫৮ নং দাগে এল আর ১৭১২ নং খতিয়ানের নামপত্তনের জন্য আবেদন করেছেন, উক্ত আবেদনে কারোর কোনো আপত্তি থাকলে সোনারপুর BLRO অফিসে যোগাযোগ করুন। Prabir Kumar Roy, alipore Criminal Court.

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম আলিপুর ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালত
অ্যাক্ট ৩৯ (প্রবেট) কেস নং ২০/২০২৫

অতনু চৌধুরী, পিতা-আনন্দ প্রসাদ চৌধুরী,সাকিন-৫/১,মহেশ চৌধুরী লেন, থানা-ভবানীপুর,কলিকাতা-৭০০০২৫।

... আবেদনকারী

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে উপরিউক্ত আবেদনকারী মৃত মঞ্জু চৌধুরী, পিতা - মৃত অনিলেন্দ্র নাথ চৌধুরী ওরফে অনিলেন্দ্র চৌধুরী সাকিন-৫/১, মহেশ চৌধুরী লেন,থানা-ভবানীপুর, কলিকাতা-৭০০০২৫ এর ত্যক্ত ইংরাজী ২২শে জুলাই, ২০২২ সালের উইলের প্রবেট লইবার জন্য অত্র মামলাটি রুজু করিয়াছেন। উক্ত উইল সংক্রান্ত বিষয়ে যদি কাহারো কোনরূপ ওজর আপত্তি থাকে তাহা হইলে অত্র নোটিশ প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিতে হইবে, অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।
অনুমত্যানুসারে সুশান্ত সাহা আলিপুর ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালত 01.10.26

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম ব্যারাকপুরের ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
মিস কেস নং- ১৭০/২০২৪ (সাকসেশন)

দরখাস্তকারী - সন্দীপন বিশ্বাস, পিতা - মনোরঞ্জন বিশ্বাস, সাং- মতিলাল এ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট ২০২এ, ১০৭ কবি মুকুন্দ দাস রোড, ৩নং রেল গেটের নিকটস্থ, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, দক্ষিণ দমদম, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কোলকাতা - ৭০০ ০৬৫।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারী তার মাতা মৃত নিয়তী বিশ্বাস, স্বামী -মনোরঞ্জন বিশ্বাস, সাং - উপরোক্ত এর ত্যক্ত ৫,৮৫,০০০ টাকা যা ২৩.০৬.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত সুদ ও মূলে ৭,৪২,৭৬১ টাকা হয়েছে যা পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের রবীন্দ্রনগর ব্রাঞ্চে একটি ফিক্সড ডিপোজিট এ্যাকাউন্টের মাধ্যমে গচ্ছিত আছে তার সাকসেশন পাবার জন্য উপরোক্ত আদালতে উপরোক্ত কেসটি রুজু করেছেন। এতে যদি কারো কোনরূপ আপত্তি থাকে তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে লিখিত আপত্তি স্বয়ং অথবা আপনার নিযুক্ত উকিলবাবুর মাধ্যমে উপরোক্ত আদালতে জমা করিবেন, নচেৎ মামলাটি আইনামলে আসেব।

অনুমত্যানুসারে
মৈনাক রায়, সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত ব্যারাকপুর
উত্তর ২৪ পরগনা

NOTICE

I Sreya Naskar, daughter of Late Prasanta Kumar Naskar, aged about 39 years, by Faith - Hindu, by Occupation – Service, by Nationality – Indian, having Permanent address at 77/2, Ashok Road, P.S. Patuli, Kolkata – 700084 do hereby solemnly affirm and state that my actual name is Sreya Naskar and in my Aadhar Card, Pan Card and in all my documents my name has been mentioned as Sreya Naskar. That my husband's name is Malyadeep Ghosh and the name of our minor son is Ryan Ghosh. That in the Birth Certificate of my son Ryan Ghosh vide Certificate No. i/10/2018/00040 (Old Registration No. 1965/17) dated 31.01.2018 issued on 03.03.2018 due to inadvertent mistake my name is mentioned as Sreya Ghosh (Naskar). That I have declared through an Affidavit done before the Ld. First Class Judicial Magistrate at Kolkata vide No 1017 dated 27.10.2026 that the names Sreya Naskar, Sreya Ghosh and Sreya Ghosh (Naskar) belong to me and Sreya Naskar, Sreya Ghosh and Sreya Ghosh (Naskar) are same and identical person.

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমতী সীমা বড়ুয়া, স্বামী দীপ বড়ুয়া, সাং- বিবেকনগর, পোঃ- শ্যামনগর, থানা - জগদ্দল, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩১২৭ একটি সম্পত্তি শ্রীমতী বিউটি দাস কর্তৃক নিযুক্ত আমমোক্তার দ্বয় ১) শ্রী প্রকাশ চন্দ্র বড়ুয়া এবং ২) বাপ্পা সাহা-এর কাছ থেকে ক্রয় করেন (এ.ডি.এস.আর - ব্যারাকপুর, দলিল নং- ১-৯৭৬/২০২৫ আমমোক্তার নামা নং- ৪-০০৬৫২/২০১৪)। উক্ত সম্পত্তি বিউটি দাস ক্রয় করেন ১) শ্রী রমেন সাহা ২) শ্রী দীপক রুদ্র এবং ৩) শ্রী প্রকাশ চন্দ্র বড়ুয়া -এই তিন বিক্রেতার কাছ থেকে (এ.ডি.এস.আর - ব্যারাকপুর, দলিল নং- ১-৭১৭৩/২০০৩)। উপরোক্ত বিক্রেতা ক্রয় উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করেন শ্রীমতী অমিয় বালা বড়ুয়া (স্বামী- মৃত জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া) -এর কাছ থেকে (এ.ডি.এস.আর- ব্যারাকপুর, দলিল নং- ১ - ২৩১/২০০৩) । সম্পত্তির পরিমাণ- ২.৫৪১৫ শতক, মৌজা - নোয়াপাড়া, জে.এল নং- ২, খতিয়ান - সাবেক -১৩৮৭, হাল- ৩৪৩, দাগ নং- , সাবেক- ১৭০৮, হাল- ৬৪৪৩, থানা- জগদ্দল, কাউগাছি- ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন জেলা -উত্তর ২৪ পরগনা, আমার মক্কেল বর্তমানে শ্যামনগরে বি.এল অ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে মিউটেশন কেসে রেকর্ড করার জন্য আবেদন করেছেন। এতে কারও কোন আপত্তি থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

পরেশনাথ ঘোষ, এ্যাডভোকেট
ব্যারাকপুর কোর্ট

বিজ্ঞপ্তি

NOTICE

● WE, 1. Abdul Jabir, S/o- Abdul Samad, 2. Misrun Bibi, W/o- Abdul Jabir, 3. Nasreen Bano, W/o- Naushad Ali, 4. Meraj Alam, 5. Javed Alam, both S/o Jainul Abedin, 6. Mehrun Nesa, S/o-Noor Alam Ansari, 7. Noor Alam Ansari, S/o- Rafi Ahmed Ansari, 8. Md. Samir, 9. Md Aman 10. Md Irfan, Both S/o- Md Amir, 11. Md Jabed Akhtar, S/o- Ahamed Rasul, 12. Asgari Begum, W/o- Md. Rafik Khan, All residing at T-232, Barabagan Road, P.S. Metiabruz, Kolkata. 700024. I have through chain by purchased a land/ property schedule stated bellow from power of attorney holder Mahera Ali, D/o- Sk. Akbar Ali, A.D.S.R. Behala. POA No. 257/19, Our Deed No- I-01838/2020, (D.S.R-II, Alipore), I-01833/2020, (D.S.R-II, Alipore), I-01830/2020, (D.S.R-II, Alipore), I-09080/2024, (D.S.R-II, Alipore), I-15296/2026, (D.S.R-III, Alipore), I-12583/2026, (D.S.R-III, Alipore), If any body has any objection on mutation of said Land/ property, please inform office of BL& LRO, Kolkata Block, K.M.C. Building, Room No. 328, S.N. Banerjee Road, Kolkata. 700013. In writing or over email blroatm@gmail.com. With in one mounth from the date of this advertisement land schedule, Mouza Garden Reach, Sheet No.94, Plot No. 111,113,124,.

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল বিদিশা কালড়া স্বামী- পিন্টু কালড়া ৪০২৭/২০২০(DSR হাওড়া)দানপত্র দলিল মূলে তাজাক খাতুন বিবি ও অন্যান্য এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার স্বপন রক্ষিত এর থেকে ৫৯৭/২০০০(DSR হাওড়া)আমমোক্তার দলিল দ্বারা খরিদ করেন, মৌজা-ডাসী হাল ১৩০ দাগে ৬৮৬,৭২১,৭২২,৭২৩ হাল খতিয়ানে মোট ৪.১৭শতক সম্পত্তি নামপত্তনের জন্য আবেদন করেছেন, উক্ত বিষয়ে কারো কোনো আপত্তি থাকলে , ডোমজুড় B L& L R O অফিসে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১মাসের মধ্যে যোগাযোগ করুন। প্রবীর কুমার রায় এ্যাডভোকেট

সর্বসাধারণের জ্ঞাতব্য আমার দানসূত্রে প্রাপ্ত নিম্নতফসিল সম্পত্তির ১২/০৫/১৯৮০ তারিখে রেজিস্ট্রেশনকৃত ৩৪১৮ নং দলিলটি সল্টলেক হইতে হারিয়ে যায়। এবিষয়ে বিধাননগর থানায় ৮৬২ নং ১৫/০৯/২০২৬ তারিখে ডায়েরি হয় কোন ব্যক্তি পেয়ে থাকেন এবং ফেরত না দেন তবে আইনানুগ ভাবে অপরাধ হবে। মৌজা পশ্চিমইছাপুর, এল আর দাগ ১১২৫, খতিয়ান ১৮৭০, জে - এল ২৯। **সত্যজিত চৌধুরী, সি ১৪/১৬ করুণাময়ী হাউজিং এস্টেট, সেক্টর ২, সল্টলেক -৭০০০৯১।**

বিজ্ঞপ্তি

আমি দেবব্রত মন্ডল, পিতা মৃত সন্তোষ কুমার মন্ডল,নিবাস নতুন গল্লী (পশ্চিম), সোনারপুর, কোলকাতা 700150, আমার বাবার নামের দলিলটি হারিয়ে যাওয়া আমি সোনারপুর পুলিশ স্টেশনে গত 23/09/26 তারিখে একটি জি ডি করি,জি ডি নং 2093, হারিয়ে যাওয়া দলিল এর বিবরন -দলিল নং ১২৬৪, রেজিষ্ট্রি অফিস সোনারপুর সাব, ১ নং বহির ২১ নং ভলুম, পৃষ্ঠা ১৮৯ থেকে ১৯২, মৌজা সোনারপুর,জে এল নং ৩৯,উক্ত দলিল টি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি পেয়ে থাকলে উপরোক্ত ঠিকানায় বা এই নং 8582932433 এ যোগাযোগ করিলে খুবই উপকৃত হব। ধন্যবাদান্তে - দেবব্রত মন্ডল।

My Clients 1) SANDIP PRAKASH GUPTA & 2) PABAN PRAKASH GUPTA, both are S/o. Nirmal Kumar Gupta, J.L., No.- 74, Mouza- Digberia, Deed Nos.- 1354/2017, 8769/2020 & 8764/2020, by way of sale & gift a land of Dag No.- 974, Khatian No. 11, attorneys at land AZIJUL ALI BISWAS & MUCHA NABI BISWAS, Power Deed No.- 951/2010, at D.S.R.- II, Barasat. If anybody objection please contract B.L. & L.R.O. Barasat- II.
Arjun Sarkar (Advocate), Barasat Judges Court

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞানত করা যাইতেছে যে, বিক্রেতা আলো রানী ব্যাপারী বিগত নিষ্ক্রিয় আমমোক্তার, বিগত ১২/০২/২০০১ তারিখে শম্ভুনাথ ঘোষ ও শীবনাথ ঘোষ এর নিকট হইতে এ ডি এস আর বারাসাত অফিসে ৭১ নং রেজিস্ট্রীকৃত পাওয়ার নামা বলে প্রাপ্ত হয়। অতঃপর সমীর কুমার ব্যাপারী মহাশয় বিগত ০৭/১০/২০২৬ তারিখে উক্ত আলো রানী ব্যাপারী, মহাশয়ের নিকট হইতে ডি এস আর-২ অফিস হইতে ৯৮৪২ নং দলিল মূলে মৌজা-কাশেমপুর, জে এল-৮৮, এল আর দাগ নং-১০৭৭১, এল আর খতিয়ান নং- ১৩২১ ও ১২৯১, জমির পরিমান ৯.৯৫ শতক প্রাপ্ত হন। উক্ত জমির বিষয়ে আমমোক্তার নামা প্রবেট নামা ওয়ারিশগন সহ কাহারো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশে ১ মাসের মধ্যে বি এল আর ও অফিস বারাসাত-১ এর নিকট আপত্তি জানাতে পারিবেন। অন্যথায় কোনরূপ দাবি পরবর্তীকালে গ্রাহ্য হইবে না। **মহঃ জামির হোসেন, এ্যাডভোকেট, বারাসাত জাজেস কোর্ট।**

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে আমার মক্কেল, সাকসেস বাণিজ্য প্রাইভেট লিমিটেড, প্রতিনিধিত্ব করছেন শ্রী অলোক বেরা, পিতা- সুনীল বেরা, বাসিন্দা- খালধার, গ্রাম- গোপালনগর, পোঃঅঃ- দেহীরতনপুর, থানা- সিঙ্গুর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৪০৯, পশ্চিমবঙ্গ, হারিয়েছেন একটি আসল দলিল যার দলিল নং ১৯০২০৫৫৩৭, সাল ২০০৬, এ আর এ-II, কলকাতা-এ নিবন্ধিত, ইউনিট-৬সি, ৬ নং ক্লোর, রুক-III, ডায়মন্ড চেম্বার, ৪, চৌরঙ্গী লেন, কলকাতা-৭০০০১৬-এর সাপেক্ষে। নিউ মার্কেট থানায় একটি জেনারেল ডায়েরি দায়ের করা হয়েছে (জি.ডি.ই. নং ১৮৪০, তারিখ ১৬.১০.২০২৬)।
এতদ্বারা অনুরোধ করা হচ্ছে যে কোনো সহৃদয় ব্যক্তি যদি উপরিউক্ত দলিলটি খুঁজে পান, তবে অনুগ্রহ করে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে সেটি ফেরত দিন।

আভা আলে
অ্যাডভোকেট
হাইকোর্ট, কলকাতা
মোবাইল: ৯৬৭৪০৬৯৩৬৮

নাম পদবি পরিবর্তন

আমমোক্তার নামা

● আমার মক্কেল অনিন্দ্য রায় পিতা মৃত অনিল রায় ইং ১৩/৭/২০১৫ তারিখে এ ডি এস আর রানাঘাট -১ রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ৪০ ৫৮/১৫ মূলে খরিদ করেন। শ্রীমতি রুনু মুখার্জি ওরফে মুখোপাধ্যায় স্বামী শ্রী চন্ডীচরণ মুখার্জী ওরফে মুখোপাধ্যায় সাং ও পোস্ট প্রিতিনগর, থানা রানাঘাট, জেলা নদীয়া। গত ইং ডি এস আর কৃষ্ণনগর অফিসের রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ৫২১/১৪ পক্ষে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার শ্রী স্বপন ব্যানার্জি ওরফে বন্দ্যোপাধ্যায় পিতা মৃত পরেশনাথ ব্যানার্জি ওরফে বন্দোপাধ্যায় সাং ও পোস্ট প্রীতিনগর থানা রানাঘাট জেলা নদীয়া।

তপশীল

জেলা নদীয়া থানা রানাঘাট জেল ১৪৮ মৌজা পার্বতীপুর খতিয়ান আর এস ১৩৮৪ এল আর ৩৯৯৪, ৭৩৪, ১৩১০, দাগ নম্বর ৭১২ পরিমাণ 2.৪৭৫ শতক।
কারো কোনো অভিযোগ থাকলে রানাঘাট বি এল এন্ড এল আর ও ১ নম্বর অফিসের অদ্য তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে অভিযোগ দায়ের করতে হবে।

Debasmita Adhikary
BA (Hons) L.L.B
Advocate, Ranaghat Court

নাম পদবি পরিবর্তন

● আমি Saraswati Patra গত 1/9/2026 তারিখে চন্দননগর জুডেসিয়াল কোর্টে এফিডেভিট বলে সর্বত্র Saraswati Patra এবং Sarojini Patra এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি AMIT KUNDU পিতা AJIT KUMAR KUNDU ঠিকানা- গীতাঞ্জলি এপার্টমেন্ট, পোষ্ট- সুখচর, থানা- খড়দহ, জেলা- উত্তর 24 পরগনা, কোলকাতা-700115. গত 13/10/2026 তারিখে ব্যারাকপুর কোর্টের লার্নেড জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস এফিডেভিট নং 251 বলে আমার স্ত্রী CHANDANA KUNDU থেকে CHANDANA AMIT KUNDU নামে পরিচিত হইল। CHANDANA KUNDU এবং CHANDANA AMIT KUNDU একই ব্যক্তি।

● আমি SUPARNA RAY DASGUPTA পিতা- SASIM KUMAR DASGUPTA @ SASIM DASGUPTA স্বামী DR. RAJARSHI RAY, ঠিকানা- 21, সেনবাগান, দ্বিতীয় রাস্তা, নর্থ স্টেশন রোড, পোষ্ট- আগরপাড়া, থানা- খড়দহ, জেলা- উত্তর 24 পরগনা, কোলকাতা-700109 গত 15/10/2026 তারিখে ব্যারাকপুর লার্নেড জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস কোর্টের এফিডেভিট নং-38 বলে আমার পিতা- SASIM KUMAR DASGUPTA সর্বত্র SASIM DASGUPTA নামে পরিচিত হইল। SASIM DASGUPTA এবং SASIM KUMAR DASGUPTA একই ব্যক্তি।

নাম পদবি পরিবর্তন

● আমি, MST AMBIA BIBI, স্বামী-ALI AHAMED, গ্রাম- পাকদহ, পোঃ-সোন্ডালিয়া, থানা- শাসন, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩৪২৩। কিন্তু আমার কন্যা (TANIA PARVIN)-এর বার্থ সার্টিফিকেট, রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, এ্যাডমিড কার্ডে আমার নাম ভুলবশত AMBIA BIBI হইয়াছে ও আমার স্বামীর নাম ভুলবশত OLIAR RAHAMAN হইয়াছে। গত ইংরাজী ০৫.১০.২০২৬ তারিখে ২০৭৬০ নং বারাসাত কোর্টের ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এফিডেভিট বলে আমি AMBIA BIBI এর পরিবর্তে MST AMBIA BIBI নামে পরিচিতি হইয়াছি এবং আমার স্বামী OLIAR RAHAMAN এর পরিবর্তে ALI AHAMED নামে পরিচিতি হইয়াছে।

● আমি Rehenara Khatun Bibi, স্বামী-Chhalauddin Mondal, গ্রাম- সাংবেড়িয়া, পোঃ+থানা- মাটিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা। আমার কন্যা Sabikun Nahar এর জন্ম সার্টিফিকেটে ভুলবশত আমার নাম Rehenara Bibi লেখা হয়েছে। ১৫.১০.২০২৬ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ফার্স্ট ক্লাস বারাসত কোর্টের এফিডেভিট বলে Rehenara Khatun Bibi ও Rehenara Bibi একই ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হলাম।

● আমি, Sabita Biswas Mondal, W/o, Sanjay Biswas, গ্রাম-কৃষ্ণনগর, পোষ্ট- পূর্ব নওপাড়া থানা- ধানতালা, জেলা-নদীয়া, পঃ বঃ। ভুলবশত আমার ছেলে অঙ্কুশ বিশ্বাস জন্মশংসাপত্র নং 7098/2018 dt. 04/08/2018 তে আমার নাম Sabita Biswas হয়ে যায়। গত 08.04.2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (প্রথম শ্রেণী) শিয়ালদহ কোলকাতা কোর্টে এফিডেভিট No. 7159 বলে সবিতা বিশ্বাস Sabita Biswas Mondal ও Sabita Biswas এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম।

● আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স (নং WB25-19830034054) আমার নাম আছে HAFIJUR RAHAMAN (D.O.B-17.3.1961), S/o- A. RAHAMAN গত 27/10/2026 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস), বারাসাত কোর্টের এফিডেভিট (নং 17,705) বলে আমার ও পিতার সঠিক নাম HAFIJUL HAQUE, S/O- LATE AJIJUL HAQUE হয়েছি। সঠিক জন্ম তারিখ- 5.9.1968, ঠিকানা: বাগপুল মাঝেরপাড়া, পোঃ- জয়পুল, থানা- দত্তপুকুর, জেলা- উঃ ২৪ পঃ, পিন- 743234

● আমার স্বামী RANJIT ROY-এর পাশপোর্ট (নং- U5577431) আমার নাম আছে SAMPA ROY NASKAR, আমার পাশপোর্ট নং K6652722 নাম আছে RUPOSHI NASKAR, আমার বাবার নাম APURBA NASKAR, আমার বিয়ের পরে নাম হয়েছে RUPOSHI ROY NASKAR, গত 22/7/2026 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস) বারাসাত কোর্টের এফিডেভিট (নং 12,698) বলে আমি RUPOSHI ROY NASKAR, RUPOSHI NASKAR ও SAMPA ROY NASKAR এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। — RUPOSHI ROY NASKAR, ঠিকানা: গ্রাম- সুভাষপল্লী, পোঃ + থানা-গোবরডাঙ্গা, জেলা- উঃ ২৪ পঃ, পিন-743252

● আমি, আয়েশা বেগম, স্বামী- মহম্মদ আলমগীর হুসেন, সাং- ঘনশ্যামপুর, বঙ্গনগর, ফলতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৫১৩, গত ১৪/১০/২৬ তারিখে 1st Class জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ডায়মন্ড হারবার কোর্টে AFFIDAVIT করে (No. 20126) ঘোষণা করছি যে, আমি আমার পূর্বনাম অরোভি মুখার্জী পরিবর্তন করে বর্তমান নাম আয়েশা বেগম গ্রহণ করেছি। অরোভি মুখার্জী এবং আয়েশা বেগম এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পদবি পরিবর্তন

● আমার পুত্রের বার্থ সার্টিফিকেট, আধার কার্ড এবং রেশন কার্ডে (RKSY-II 1215953699) এ ভুলবশত পুত্রের নাম BHARGAV KUMAR DAS রেকর্ড হয়েছে। কিন্তু পুত্রের প্র



অ্যাপোলো হাসপাতাল এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড ও অ্যাপোলো ফাউন্ডেশন–এর ‘টোটাল হেলথ’ উদ্যোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করছেন অ্যাপোলো হাসপাতাল গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান ডাঃ প্রতাপ সি রেড্ডি। রয়েছেন সঙ্গীতা রেড্ডি, পৃথা রেড্ডি, উপাসনা কামিনেনি কোনিডেলা–সহ অন্য অধিকারিক এবং চিকিৎসকরা। আরাগোন্ডা হাসপাতাল, অন্ধ্রপ্রদেশ।

যৌথ উদ্যোগে জেলায় মডেল হাসপাতাল তৈরি করতে চায় অ্যাপোলো

সাগরিকা দত্তচৌধুরি

আরাগোন্ডা (অন্ধ্রপ্রদেশ), ২৮ অক্টোবর

সরকারের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় মডেল হাসপাতাল তৈরি করতে আগ্রহী অ্যাপোলো হাসপাতাল গোষ্ঠী। রাজ্যের কাছ থেকে জমি পেলে জেলাস্তরে আরও মডেল হাসপাতাল তৈরি করা হবে বলেও জানিয়েছেন অ্যাপোলো হাসপাতাল গোষ্ঠীর কর্ণধার, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ডাঃ প্রতাপ সি রেড্ডি। তিনি জানিয়েছেন, বাংলায় নতুন সরকারের সঙ্গে কাজ করতে কোনও অসুবিধে নেই। তবে, জমি পেলে প্রত্যন্ত জেলায় সাশ্রয়ী মূল্যে পিপিপি মডেলে মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

শুধু বাংলাতেই নয়, গোটা দেশ জুড়েই স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর রূপায়ণ করতে চাইছে অ্যাপোলো। আর দেশব্যাপী সেই বৃহৎ পরিকল্পনারই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ। অন্ধ্রপ্রদেশের আরাগোন্ডায় স্বাস্থ্য সম্মেলনে একথা স্পষ্ট করে জানান অ্যাপোলোর কর্ণধার। পাশাপাশি, অন্ধ্রপ্রদেশে নিজেদের আদি গ্রাম ‘আরাগোন্ডা’র সফল মডেলটিকে দেশ জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তিনি।

প্রত্যন্ত অঞ্চল আরাগোন্ডা গ্রামে আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা তো বটেই, ন্যূনতম স্বাস্থ্য পরিষেবার কোনও রূপরেখাও কল্পনা করা যেত না। সেখানেই ২০০০ সালে ডাঃ প্রতাপ সি রেড্ডি গড়ে তোলেন একটি অত্যাধুনিক হাসপাতাল। সময়ের নিয়মে সেই অসম্ভব আজ সম্ভব হয়েছে, মফস্সল এলাকায় গড়ে ওঠা এই মডেলেই বিগত বছরগুলিতে সফল ভাবে এক হাজারেরও বেশি হাঁটু প্রতিস্থাপনের মতো জটিল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছে। রয়েছে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা। শিশু ও মায়েদের স্বাস্থ্যে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। ২৬ বছর ধরে মানুষের কাছে একটা ভরসার জায়গা হয়ে উঠেছে গ্রামের এই হাসপাতাল।

সারাদেশের মতো এই ‘আরাগোন্ডা মডেল’কে বাংলার মাটিতেও রূপায়ণ করতে চাইছে অ্যাপোলো গোষ্ঠী। বিশেষ করে নতুন সরকারের নীতি ও পদক্ষেপের দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন তাঁরা। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ শারদ্বত মুখার্জি জানান, অ্যাপোলো এই বিষয়ে কথা বলতে চাইলে শোনা হবে।

অতীতে কলকাতার বাটানগরে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল তৈরির পরিকল্পনা করলেও বিভিন্ন কারণে তা থমকে যায়। অ্যাপোলোর কর্ণধার জানিয়েছেন যে, নতুন সরকার আসার পর জমি ও প্রশাসনিক সহায়তা মিললে তাঁরা বিলম্ব করবেন না। কলকাতার নরেন্দ্রপুরে অ্যাপোলোর আরেকটি শাখা রয়েছে। বাটানগর কিংবা নরেন্দ্রপুরের মতো অঞ্চলে প্রথম ধাপে ১০০ শয্যার হাসপাতাল, পরবর্তীতে তা বাড়িয়ে ৫০০ শয্যার পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল ও নার্সিং কলেজ গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁদের।

দেশ জুড়ে আরাগোন্ডা মডেল হাসপাতাল বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় সরকার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলে পশ্চিমবঙ্গের জেলা ও গ্রামীণ স্তরে সাধারণ মানুষও অত্যন্ত সাশ্রয়ী খরচে কলকাতার মতো চিকিৎসা–পরিষেবা হাতের কাছে পেতে পারেন।

ইণ্ডিয়ান বैंক Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

দেওয়ানদিঘি শাখা
কাটোয়া রোড, গ্রাম- দেওয়ানদিঘি, পোস্ট- মির্জাপুর
থানা- বর্ধমান, জেলা- পূর্ব বর্ধমান
পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১২১০২

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট IV–A [রুল ৮(৬) ও ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণ জনগণ এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে নোটিস দেওয়া হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত স্থাবর/ অস্থাবর সম্পত্তি যা সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/ চার্জ করা আছে, যার **প্রতীকী দখল** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের দেওয়ানদিঘি শাখার (সুরক্ষিত পাওনাদার) অনুমোদিত আধিকারিক গ্রহণ করেছেন, তা **"যেমন আছে যেখানে আছে ভিত্তিতে", "যেমন আছে যা আছে ভিত্তিতে"**, এবং **"যাই থাক না কেন ভিত্তিতে"** আগামী **২০.১১.২০২৬** তারিখে বিক্রি করা হবে। এই বিক্রয়টি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের দেওয়ানদিঘি শাখার (সুরক্ষিত পাওনাদার) ২৫.০৩.২০২৬** তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্য **₹৫,৭২,১৬৭.০০** (পাঁচ লক্ষ বাহাত্তর হাজার একশো সাতষট্টি টাকা মাত্র) এবং **২৬.০৩.২০২৬** থেকে তার উপর পরবর্তী সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ ও ব্যয় উদ্ধারের জন্য করা হবে, যা **মিঃ সেখ ছলিল ওরফে ছলিল সেখ (ঋণগ্রহীতা)**, পিতা- মিঃ সেখ গুলজার, গ্রাম + পোস্ট- জামার, থানা- বর্ধমান, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩১০২-এর কাছ থেকে বকেয়া রয়েছে।

ই–নিলামের মাধ্যমে বিক্রির জন্য নির্ধারিত সম্পত্তির নির্দিষ্ট তথ্য এখানে নীচে দেওয়া হল:

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ বন্ধকদাতার নাম ও ঠিকানা খ) ব্রাঞ্চের নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার অনাদায়ী পাওনা	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) বায়না জমা (ইএমডি) গ) বিড বাড়ানোর মূল্য ঘ) প্রপার্টি আইডি ঙ) সম্পত্তির ওপর দায় চ) দখলের প্রকৃতি
১.	ক) **মিঃ সেখ ছলিল ওরফে ছলিল সেখ (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা),** পিতা- মিঃ সেখ গুলজার গ্রাম + পোস্ট- জামার, থানা- বর্ধমান, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩১০২ খ) **দেওয়ানদিঘি (৫৭৯০) শাখা**	পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ক্ষেতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, মৌজা- জামার, জে.এল নং ৬৭, এলআর খতিয়ান নং ১১৯৭, এলআর দাগ নং ৬৩৫, পরিমাণ ৬ ডেসিমেল-এ অবস্থিত সম্পত্তির ইএম, যা **শ্রী সেখ ছলিল ওরফে ছলিল সেখ, পিতা- সেখ গুলজারের নামে রয়েছে।** যা ০৪/০৩/২০১৫ তারিখের **দলিল নং I-০১৩২৮ অনুযায়ী বর্ণিত, যার সীমানা:** উত্তরে - কৃষিজমি আর.এস. দাগ নং ৩৭৩, দক্ষিণে: রাস্তা, পশ্চিমে: কৃষিজমি আর.এস. দাগ নং ৩৭৫, পূর্বে: কৃষিজমি আর.এস প্লট নং ৩৭৬। **সম্পত্তি দেখতে স্ক্যান করুন**	₹৫,৭২,১৬৭.০০ (পাঁচ লক্ষ বাহাত্তর হাজার একশো সাতষট্টি টাকা মাত্র) ২৫.০৩.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত এবং ২৬.০৩.২০২৬ থেকে তার উপর পরবর্তী সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ ও ব্যয় সহ।	ক) ₹২৭,৬৯,০০০.০০ (*) (সাতাশ লক্ষ উনসত্তর হাজার টাকা মাত্র) খ) ₹২,৭৬,৯০০.০০ (দুই লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার নশো টাকা মাত্র) গ) ₹১০,০০০.০০ (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) **IDIB05O4357093** ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই চ) প্রতীকী দখল

যোগাযোগকারী ব্যক্তি: অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং: ৯৬৭৪২ ০৯৪৮০

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের চেয়ে বেশি হতে হবে

পরিদর্শনের তারিখ: ২৯.১০.২০২৬ থেকে ১৮.১১.২০২৬ সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টার মধ্যে
ই-নিলামের তারিখ ও সময়: তারিখ- ২০.১১.২০২৬, সময়- সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকেল ০৪.০০ টা
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম: https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশ নেওয়ার জন্য বিডারগণকে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ**–এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার প্রয়োজন হলে অনুগ্রহপূর্বক **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ-এর ৮২৯১২২০২২০ হেল্পলাইন নম্বরে** অথবা সার্ভিস প্রোভাইডারের হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্পলাইন নম্বরে কথা বলুন (ই–মেল: **support.baanknet@psballiance.com**)। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাস জানার জন্য অনুগ্রহপূর্বক **support.baanknet@psballiance.com** মেল আইডি–তে যোগাযোগ করবেন।
সম্পত্তির বিশদ তথ্যাবলি এবং সম্পত্তির ছবি সমেত নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://baanknet.com** ওয়েবসাইট দেখুন এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে অনুগ্রহপূর্বক এই হেল্পডেস্ক নম্বরে যোগাযোগ করবেন: ৮২৯১২২০২২০।
https://baanknet.com ওয়েবসাইটে এই সম্পত্তিগুলি খোঁজার সময় বিডারগণকে ওপরে উল্লেখমতো সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা(গণ) / বন্ধকদাতা(গণ) / জামিনদার(গণ) /–এর প্রতিও এটি একটি নোটিস

তারিখ: ২৮.১০.২০২৬
স্থান: আসানসোল

অনুমোদিত আধিকারিক
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক punjab national bank
...धरोसे का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon!

সার্কল অফিস: দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পদ্মপুকুর মোড়, পোঃঅঃ- বারুইপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১৪৪, ই-মেল- cosouthparggad@pnb.bank.in

বিও বারুইপুর চৌধুরী বাজার (০৩০০২০) শাখা প্রেমিসেস স্থানান্তরের বিজ্ঞপ্তি

বারুইপুর চৌধুরী বাজার শাখার (ডি নং ০৩০০২০) সকল গ্রাহকদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, তাঁরা যেন আগামী ৩০.১১.২০২৬ তারিখ (সম্ভাব্য) থেকে সারণীতে প্রদত্ত আমাদের নতুন শাখা অফিস থেকে তাঁদের ব্যাঙ্কিং কাজকর্ম পরিচালনা করেন।

বর্তমান শাখা প্রেমিসেসের ঠিকানা	নতুন শাখা প্রেমিসেসের ঠিকানা	নতুন শাখা প্রেমিসেসের শাখা প্রধানের যোগাযোগ নম্বর
বারুইপুর চৌধুরী বাজার শাখা, ফার্স্ট ফ্লোর, কুলপি রোড, পোঃঅঃ এবং থানা- বারুইপুর, কলকাতা- ৭০০১৪৪	বারুইপুর চৌধুরী বাজার শাখা, নিরঞ্জন ভবন, ফার্স্ট ফ্লোর ৩এ জয়নগর রোড, ওয়ার্ড নং ৭, পোঃঅঃ এবং থানা- বারুইপুর, জেলা–দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন–৭০০১৪৪	৮৪০০৬৪৫৫৫৭
এই কারণে অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখিত		

তারিখ: ২৭.১০.২০২৬ স্থান: বারুইপুর

সার্কল হেড, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক West Bengal Gramin Bank

বাঁকুড়া রিজিওনাল অফিস, কলেজ রোড, পোঃ এবং জেলা: বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২২১০১, ই–মেল: rmbankura@wbgb.bank.in

বাঁকুড়া রিজিয়নের অধীনে হলুদকানালি ব্রাঞ্চের জন্য প্রেমিসেস আবশ্যক

ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাঙ্কের **(গ্রাম হলুদকানালি, থানা- রানিবাঁধ, জেলা বাঁকুড়া, পিন- ৭২২১৪০)** প্রয়োজনে অন–সাইট এটিএম (১০০ বর্গফুট)–এর জায়গা যা পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সহ সমস্ত সুবিধা এবং ভাল ফ্রন্টেজ সমেত পছন্দসই একতলা / দোতলাতে লিজের ভিত্তিতে প্রায় ১০০০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া বিশিষ্ট উপযুক্ত সহজেই উপলব্ধ এবং ভালভাবে নির্মিত হল টাইপ অফিস প্রয়োজন। প্রস্তাবিত প্রেমিসেসের বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সমস্ত ছাড়পত্র থাকা উচিত।
কাঙ্ক্ষিত এলাকায় এই ধরনের প্রেমিসেসের আগ্রহী বাড়িওয়ালা / পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি ধারকরা ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **https://www.wbgb.bank.in**–এ উপলব্ধ বা অফিস চলাকালীন উপরোক্ত ঠিকানা থেকে প্রাপ্ত নির্ধারিত বয়ানে (উভয় সংযুক্তি সঠিকভাবে স্বাক্ষর করে পৃথক খামে জমা দিতে হবে) তাদের প্রস্তাব পাঠাতে পারেন। সম্পূর্ণ প্রস্তাবটি **১৭ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে বা তার আগে** উপরোক্ত ঠিকানায় নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে পৌঁছনো উচিত।
কোনও দালালি নেই। কারণ দর্শানো ছাড়াই নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে যে কোন বা সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার ব্যাঙ্ক সংরক্ষণ করে।

রিজিওনাল ম্যানেজার
বাঁকুড়া রিজিওনাল অফিস, ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক

পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক punjab national bank
...धरोसे का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon!

সার্কেল অফিস, কলকাতা উত্তর, সম্পদ পুনরুদ্ধার ব্যবস্থাপনা শাখা [এআরএমবি], ডিডি-১১, সেক্টর-১, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০০৬৪; ইমেইল : CS8266@PNB.BANK.IN

পরিশিষ্ট IV [বিধি ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি

যেখানে, নিম্নস্বাক্ষরকারী পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক-এর একজন অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং উল্লিখিত আইনের ধারা ১৩ সহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩-এর অধীনে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে, ০৪.০৭.২০২৬ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে জোড়াসাঁকো **শাখা (সল আইডি-০০৮০২০)**-র ঋণগ্রহীতা **শ্রী শুভম ঘটক, পিতা - শ্রী কৌশিক ঘটক**-কে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমান **টা.৩৪,২৪,১০৩.৩৩ (চৌত্রিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার একশো তিন টাকা তেত্রিশ পয়সা মাত্র) ০৪.০৭.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী তৎসহ ৩০.০৬.২০২৬ তারিখ (অ্যাকাউন্ট নং. ০০৮০২০এনসি০০০০০০৭৪) থেকে তদুপরি সুদ এবং চার্জ সহ (যা পরবর্তীতে "সুরক্ষিত ঋণ" হিসাবে অভিহিত)** বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

ঋণগ্রহীতা উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপধারা (৪) সহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮-এর অধীনে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে, আজ **২৭শে অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে** নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।

উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে সুরক্ষিত সম্পদগুলি খালাস করার জন্য উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপধারা (৮)-এর বিধানাবলীর প্রতি ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/বন্ধকদাতাগণ-দের দৃষ্টি আকর্ষণ আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণভাবে সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, এই সম্পত্তি নিয়ে কোনো প্রকার লেনদেন করা যাবে না। এই সম্পত্তির সাথে যে কোনো লেনদেন **টা.৪,০১,০৬,০৮৫.৫৪ (চার কোটি এক লক্ষ ছয় হাজার পঁচাশি টাকা চুয়ান্ন পয়সা মাত্র) ৩১.০৭.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (অ্যাকাউন্ট নং. 008320IS00000018, 008320EG00000045 ও 008320RF00000027) সাথে তদুপরি অর্জিত সুদ, বিভিন্ন চার্জ, আনুষঙ্গিক ব্যয় এবং সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত অন্যান্য খরচ সহ (যা পরবর্তীতে "সুরক্ষিত ঋণ" হিসেবে উল্লিখিত)** উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ/বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার আহ্বান জানাচ্ছেন।

ঋণগ্রহীতা(গণ) উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপধারা (৪) সহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮-এর অধীনে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে, আজ **২৬শে অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে** নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।

উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে সুরক্ষিত সম্পদগুলি খালাস করার জন্য উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপধারা (৮)-এর বিধানাবলীর প্রতি ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/বন্ধকদাতাগণ-দের দৃষ্টি আকর্ষণ আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণভাবে সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, এই সম্পত্তি নিয়ে কোনো প্রকার লেনদেন করা যাবে না। এই সম্পত্তির সাথে যে কোনো লেনদেন **টা.৪,০১,০৬,০৮৫.৫৪ (চার কোটি এক লক্ষ ছয় হাজার পঁচাশি টাকা চুয়ান্ন পয়সা মাত্র) ৩১.০৭.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (অ্যাকাউন্ট নং. 008320IS00000018, 008320EG00000045 ও 008320RF00000027) সাথে তদুপরি অর্জিত সুদ, বিভিন্ন চার্জ, আনুষঙ্গিক ব্যয় এবং সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত অন্যান্য খরচ সহ পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের চার্জ সাপেক্ষ হবে।**

ক. স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ :-

পরিমাপকৃত ১ কাঠা ৮ ছটাক ২০ বর্গফুট আয়তনের জমি এবং তার ওপর অবস্থিত একটি পাঁচতলা ভবন (সিঁড়ি ও লিফটের জায়গা সহ মোট আচ্ছাদিত এলাকার আয়তন কমবেশি ৫২৯২.২১ বর্গফুট; যার মধ্যে নিচতলা ১১১০.৭৫ বর্গফুট, দ্বিতীয় তলা ১০৮২.২৫ বর্গফুট, তৃতীয় তলা ১০৮২.২৫ বর্গফুট, চতুর্থ তলা ১০১৩.৪৮ বর্গফুট এবং পঞ্চম তলা ১০১৩.৪৮ বর্গফুট)। সম্পত্তিটি ১৭এ, বিপ্রদাস স্ট্রিট, থানা - নারকেলডাঙ্গা, কলকাতা - ৭০০০০৯ ঠিকানায় অবস্থিত, যা কলকাতা পৌরসংস্থার ২৮ নং. ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত। এই সম্পত্তির সাথে যুক্ত যাবতীয় অধিকার, সুবিধা, সুযোগ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সুবিধাসমূহের অধিকার সহ। সম্পত্তিটি এআরএ-১ কলকাতা-তে ২৩.০৩.২০১৫ তারিখে নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল নং. I-০২৫৩৭ বলে সুমন্ত কুমার রায় এবং পদ্মাবতী রায়ের নামে নিবন্ধিত।

সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপ : উত্তরে : ১৫এ, বিপ্রদাস স্ট্রিট প্রাঙ্গণ; দক্ষিণে : বিপ্রদাস স্ট্রিট; পূর্বে : ১৭বি, বিপ্রদাস স্ট্রিট; পশ্চিমে : কর্পোরেশনের সার্বজনীন পথ।

খ. অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ :-

১. প্রিয়জন হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড-এর সমস্ত চলতি সম্পদ বা কারেন্ট অ্যাসেট (বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয়ই)-এর ওপর পূর্ণ অধিকার। প্রতিষ্ঠানটির অবস্থান : ১৭এ, বিপ্রদাস স্ট্রিট, থানা - নারকেলডাঙ্গা, কলকাতা - ৭০০০০৯, যা কলকাতা পৌরসংস্থার ২৮ নং. ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত।

২. প্রাঙ্গণ নং. ১৭এ, বিপ্রদাস স্ট্রিট, থানা - নারকেলডাঙ্গা, কলকাতা - ৭০০০০৯ কলকাতা পৌর সংস্থার ২৮ নং. ওয়ার্ডে-এ অবস্থিত প্রিয়জন হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড-এর প্ল্যান্ট ও মেশিনারি (বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয়ই)-এর ওপর বন্ধকীকৃত চাজ।

৩, ৯, আরপুলি লেন, নিচতলা, কলকাতা - ৭০০০১২-তে অবস্থিত এলএইচসি ডায়াগনস্টিক কেমোথেরাপি অ্যান্ড পলিক্লিনিক-এর বন্ধকীকৃত প্ল্যান্ট ও মেশিনারি।

তারিখ : ২৬.১০.২০২৬ স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

যুকো বैंক UCO BANK
(A Govt. of India Undertaking)

জোনাল অফিস, শিলিগুড়ি
হিল কার্ট রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-নিলামের নোটিস

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই–নিলামের প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি
ই-নিলামের তারিখ: ১৭.১১.২০২৬

১৭.১১.২০২৬ তারিখে দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে প্রতি বিডের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণে https://www.baanknet.com ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে ই-নিলাম আয়োজিত হবে।
ইএমডি এবং নথিপত্র জমার শেষ তারিখ ও সময়: ১৭.১১.২০২৬, বিকেল ৪টে পর্যন্ত

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও রুল ৯(১)–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি(সমূহ) বিক্রির ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, ইউকো ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি **ইউকো ব্যাঙ্কের** অনুমোদিত আধিকারিক প্রতীকী/ বাস্তবিক দখল [নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির বর্ণনার পাশে প্রযোজ্যমতো দখলের প্রকৃতি উল্লেখ করা হয়েছে] নিয়েছেন এবং এই ব্যাঙ্কের বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য উক্ত সম্পত্তিগুলি **'যেখানে যেমন আছে', 'সেখানে যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে' ভিত্তিতে ১৭.১১.২০২৬** তারিখে বিক্রি করা হবে।

স্থাবর / অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

ক্রম নং	শাখা এবং অ্যাকাউন্টের নাম	সম্পত্তির বিবরণ এবং স্বত্বধারকের নাম	ক) অনাদায়ী বকেয়া অর্থাঙ্ক খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দখলের তারিখ	সংরক্ষণ মূল্য ইএমডি বিড বাড়ানোর মূল্য	পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	ই–নিলামের তারিখ ও সময়
১	**শাখা:** ফুলবাড়ি (৩২৭৯) **ঋণগ্রহীতার নাম:** মিঃ অভিজিৎ ঘোষ **জামিনদার:** মিসেস প্রিয়াঙ্কা সেন ঘোষ **অ্যাকাউন্ট নং:** ৩২৭৯০৬১০০০৪৯৭৫ **শাখা প্রবন্ধক:** আশুতোষ ভাস্কর **যোগাযোগের নম্বর:** ৭৭৮৩৮৪৪০৪৪	**প্রপার্টি আইডি: UCBA234456284** নিম্নোক্ত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: আর এস প্লট নং ৮১৭৭ ও ৮১৮১, আর এস খতিয়ান নং ৫৭৬৬, জে এল নং ১১০(৮৮), হোল্ডিং নং ৬০/৫৩৪/২/১৮৪, শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এলাকার অধীনে ওয়ার্ড নং ৬, হিল কার্ট রোড, পোঃঅঃ- শিলিগুড়ি, মৌজা- শিলিগুড়ি, পরগনা- বৈকুণ্ঠপুর, থানা, মহকুমা এবং এডিএসআর শিলিগুড়ি, বিএল এবং এলআরও শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল এলাকা, জেলা- দার্জিলিং, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ–তে অবস্থিত একটি জি+৪ তলা আবাসিক তথা বাণিজ্যিক ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ১৫৩.০০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া–সহ) পরিমাপের দোকানঘর (মার্বেলের মেঝে), তৎসহ বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত সামান্য কমবেশি ১ (এক) কাঠা ১২.৫০ ছটাক জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ভোগদখলের সমানাধিকার, দলিল নং ০৪০২০২৬৪৪৬, তারিখ ২৮.১২.২০১৫ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক: শ্রী অভিজিৎ ঘোষ। **দোকানের চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৬ ফুট চওড়া রাস্তা; দক্ষিণ- শ্রী অভিজিৎ ঘোষের সম্পত্তি; পূর্ব- প্রয়াত কালাচাঁদ ঘোষের দোকান; পশ্চিম- শ্রী সন্তোষ গুপ্তর দোকান। জমির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- শিলিগুড়ি পুরনিগমের রাস্তা; দক্ষিণ- শ্রীমতী মেঘমালা রক্ষিতের জমি ও বাড়ি; পূর্ব- প্রয়াত কালাচাঁদ ঘোষের জমি ও বাড়ি; পশ্চিম- শ্রীমতী মেঘমালা রক্ষিতের জমি ও বাড়ি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রত

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে সফল ডিম্বাশয়ে টিউমারের জটিল অস্ত্রোপচার

আজকালের প্রতিবেদন

৩৮ বছরের মহিলাকে দেখে সকলে মনে করতেন ৩৬ সপ্তাহের গর্ভবতী। কিন্তু আদতে তা ছিল বিশাল আকারের এক টিউমার। জটিল অস্ত্রোপচারে টিউমার অপসারণ করে রোগীকে নতুন জীবন দিলেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি বিভাগের চিকিৎসকরা। ৩৮ বছর বয়সি ঢাকুরিয়ার ওই মহিলা প্রায় এক মাস ধরে তলপেটে ব্যথায় ভুগছিলেন। সেই সমস্যার সূত্র ধরেই তিনি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের স্ত্রীরোগ বিভাগের বহির্বিভাগে চিকিৎসার জন্য আসেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকরা তাঁর তলপেটে একটি বিশাল আকারের টিউমারের সন্ধান পান। সিটি স্ক্যানে দেখা যায়, বাম ডিম্বাশয় (লেফ্‌টওভারি) থেকে উৎপন্ন প্রায় ৩২×২৮×১৫ সেন্টিমিটার আকারের একটি সিস্টিক টিউমার রয়েছে। টিউমারটির বিশাল আকার ও গঠন দেখে প্রাথমিক ভাবে ক্যান্সারের আশঙ্কা তৈরি হয়। তবে রক্তে পরীক্ষা করা টিউমার মার্কারগুলির ফল স্বাভাবিক আসায় রোগনির্ণয়ের ক্ষেত্রে কিছুটা জটিলতা দেখা দেয়।

সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ পার্থসারথি মিত্র, ডাঃ শালিনী মুখার্জির নেতৃত্বে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞদের একটি দল অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেয়। অস্ত্রোপচারের সময় দেখা যায়, পেটের ভেতরে ওমেন্টাম (পেটের অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলিকে আবৃতকারী চর্বিযুক্ত পর্দা) গুরুত্বপূর্ণ অংশের সঙ্গে বেশ দৃঢ় ভাবে আটকে রয়েছে। ফলে পেটের ভেতরে নিরাপদে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ।

চিকিৎসকরা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সব ঝুঁকি সামলান এবং পার্শ্ববর্তী অঙ্গগুলির আঘাত এড়িয়ে পেটের ভেতরে অস্ত্রোপচারের জন্য প্রবেশের পথ তৈরি করেন। এরপর প্রায় ৩০ সেন্টিমিটার আকারের বিশাল ওভারিয়ান টিউমারটি সফল ভাবে অপসারণ করা হয়। অস্ত্রোপচারের পর রোগীর শারীরিক অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল এবং তিনি সুস্থ রয়েছেন। অধ্যাপক ডাঃ অপূর্ব মণ্ডল ও ডাঃ সুপ্রতিম মিত্র জানান এই সফল অপারেশন ও চিকিৎসা কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ শুধু নয় সমগ্র রাজ্যের নিরিখে উন্নত চিকিৎসার পরিচায়ক।

প্রতারণা রুখতে ট্রুকলার লাইট অ্যাপ

ভারতে প্রতিদিন কোটি কোটি মানুষ স্প্যাম কল ও ভুয়ো মেসেজের সমস্যায় পড়েন। কখনও লোনের অফার, আবার কখনও কেওয়াইসি আপডেটের নামে প্রতারণা ফাঁদ পাতে মোবাইলে। এই পরিস্থিতিতে প্রতারণা ঠেকাতে ভারতে ট্রুকলার লাইট নিয়ে এল শক্তিশালী কলার আইডি ও স্প্যাম ব্লকিং, মাত্র ১০ এমবিতে। সম্প্রতি এই অ্যাপটি ট্রুকলার চালু করেছে। সংস্থার দাবি, কোনও ফোন এলে, তা তোলার আগে বুঝতে পারা যাবে কে ফোন করেছে। এই ভাবে অযাচিত ফোন কলকে ব্লক করতে পারা যাবে। স্প্যাম ও ফ্রড কলের বিরুদ্ধে মেন অ্যাপ যে সুরক্ষা দেয়, সেই একই সুরক্ষা ট্রুকলার লাইট থেকেও পাওয়া যায়। ভারতে গুগ্‌ল প্লে স্টোর থেকে ফ্রি-তে ট্রুকলার লাইট ডাউনলোড করা যাবে।

ভারত সরকার का उपक्रम
Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life

এআরবি শাখা, কলকাতা
১৪/১৫, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট,
হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১
মোবাইল : ০৩৩ ২২৪৮ ৫৮৬৭, ই-মেল: c0719@psb.bank.in

ই—নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

(সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর শর্তানুসারে)

যেহেতু, **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক**-এর অনুমোদিত আধিকারিক সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর প্রাসঙ্গিক রুলসমূহ-সহ পঠনীয় সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টগুলির পাশে লেখা তারিখে উক্ত অ্যাক্টের ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত নোটিসের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিসে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)-এর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল। উক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) সংশ্লিষ্ট নোটিসে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, প্রাসঙ্গিক রুলসমূহ-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে অনুমোদিত আধিকারিক এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির দখল নিয়েছেন। সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা উক্ত সম্পত্তিগুলির দখল নেওয়ার প্রেক্ষিতে এবং এখানে নীচে প্রতি ঋণগ্রহীতার নামের পাশে উল্লিখিত ও পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক-এর পাওনা অর্থাঙ্ক, তৎসহ নীচে উল্লিখিত তারিখ থেকে সুদ, মাশুল ও চার্জ (সুরক্ষিত ঋণ) পুনরুদ্ধারের জন্য এখানে নীচে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংবলিত সম্পত্তিগুলি **'যেখানে আছে', 'যা কিছু আছে'** এবং **'যেমন আছে'** ভিত্তিতে কিনতে আগ্রহী পক্ষগণের থেকে অনুমোদিত আধিকারিক মুখবন্ধ খামে দরপ্রস্তাব আমন্ত্রণ করছেন:

ই নিলামের তারিখ: ৩০.১১.২০২৬, ই নিলামের সময়: দুপর ১২টা থেকে দুপর ২টা
ইএমডি জমার শেষ তারিখ: ২৭.১১.২০২৬, সময় বিকাল ৪টা পর্যন্ত
বিক্রয়ের স্থান: https://www.baanknet.com

ক্রম নং	১) ব্রাঞ্চের নাম ২) ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ এবং বন্ধকদাতা/ মালিকের নাম	সম্পত্তির ইমেজ ও বিশদের জন্য কিউ আর কোড	ক) ১৩(২) নোটিসের তারিখ খ) ১৩(৪) নোটিসের তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তিতে অর্থাঙ্ক	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বাড়ানোর মূল্য
অনুমোদিত আধিকারিকের নাম: শ্রী নাফে সিং, ফোন: ৭৯৮২১ ২৭৬০৩; ইএমডি বাবদ এনইএফটি/ আরটিজিএস-এর বিশদ তথ্য: আইএফএসসি: PSIB0000719; অ্যাকাউন্ট নং: ০৭১৯৫০৪০০৭০০০৩					
১.	ক) এআরবি, কলকাতা খ) মেসার্স হাই লাইফ পেন্টস অ্যান্ড কেমিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ জামিনদারগণ: ১. শ্রী নিশি কান্ত দাস চৌধুরি ২. শ্রী দেবাঞ্জন দাস চৌধুরি	দোতলা আবাসিক বিল্ডিং সহ জমি, মৌজা-বেলাছিয়া লিসমত, জে এল নং ০৯, দাগ নং ৮০৯, খতিয়ান নং ০৮, তৌজি নং ২১, প্রেমিসেস নং ১০/৬/১, এ রোড বেলগাছিয়া, পোঃ নেতাজিগড়, থানা লিলুয়া, জেলা হাওড়া, পিন-৭১১১০৮, পশ্চিমবঙ্গ, হাওড়া পুরনিগমের অধীন ওয়ার্ড নং ৮, জমির মাপ ২ কাঠা, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ২৩২৩.৭২ বর্গফুট, গ্রাউন্ড ফ্লোর + ফার্স্ট ফ্লোর (দলিল নং ৩৯৮৩) **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**		ক) ০২.১২.২০১৩ খ) ১৮.০৬.২০১৪ গ) ₹৫,৬৩,৬৭,২৩১.০০ (পাঁচ কোটি তেষট্টি লক্ষ সাতষট্টি হাজার দুশো একত্রিশ টাকা মাত্র), ১৩(২) নোটিস অনুযায়ী, তৎসহ এর ওপর উদ্ভূত সুদ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ	ক) ₹৩৪.৭০ লক্ষ খ) ₹৩.৪৭ লক্ষ গ) ₹১০,০০০.০০
২	ক) এআরবি, কলকাতা খ) ঋণগ্রহীতা: এন সি অ্যাপারেলস প্রোপ্রাইটর শ্রী নানা চক্রবর্তী জামিনদারগণ: ১. শ্রী প্রদীপ সেন গুপ্ত ২. শ্রীমতী রেখা সেনগুপ্ত	২ কাঠা ১৪ ছটাক ১৪ বর্গফুট পরিমাপের জমি ও ভবনসহ একটি দ্বিতল আবাসিক ভবন, যার নিচতলার পরিমাপ ৮১৭ বর্গফুট এবং প্রথম তলার পরিমাপ ৫৫০ বর্গফুট, মোট পরিমাপ ১৩৬৭ বর্গফুট। কম-বেশি ও মৌজায় অবস্থিত - উদয়রাজপুর, জে.এল. নং ৪৩, আর.এস. নং ৬, দাগ নং ৯০২, ১২২৩, এল.আর. দাগ নং ২৩৫২, ২৮০২, খতিয়ান নং ৬৮১, ৩৭১, এল.৬১, হোল.৬১, হোল. নং ১৮১, নজরুল ইসলাম সরণি, গৌরী পার্ক, মধ্যমগ্রাম পৌরসভার ওয়ার্ড নং ৫ (নতুন), ১০ (পুরাতন), পিও - পূর্ব উদয়রাজপুর, পি এস মধ্যমগ্রাম, কলকাতা - ৭০০১২৯, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা। সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে ১২২৩ নং দাগের প্রথম দাগ, দক্ষিণে ১০ ফুট চওড়া গোস্বামী সড়ক, পূর্বে গোস্বামী সড়ক এবং পশ্চিমে ১২২৩ নং দাগের প্রথম দাগ। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**		ক) ২১.০৬.২০২৩ খ) ১৭.১১.২০২৩ গ) ₹৬২,২২,০৪৩.৭৭ (বাষট্টি লক্ষ বাইশ হাজার তেতাল্লিশ টাকা এবং সাতাত্তর পয়সা মাত্র), ১৩(২) নোটিস অনুযায়ী, তৎসহ এর ওপর উদ্ভূত সুদ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ	ক) ₹৪৭.১২ লক্ষ খ) ₹৪.৭১২ লক্ষ গ) ₹২৫,০০০.০০
৩	ক) এআরবি, কলকাতা খ) ঋণগ্রহীতা: মেসার্স বিষ্ণু কনস্ট্রাকশন জামিনদারগণ: ১. মিসেস তানিয়া ভট্টাচার্য ২. মিস অনিমা ভট্টাচার্য	**সম্পত্তি ১**: গাড়ি পার্কিংয়ের স্থান, স্থান নং ০২, 'বিষ্ণু অ্যাপার্টমেন্ট' নামক একটি চারতলা আরসিসি ফ্রেমের আবাসিক ভবনের নিচতলার পশ্চিম দিকে অবস্থিত একটি সম্পত্তির হস্তান্তর দলিল নং ৬৮৯৩/১৭, তারিখ ০১.০৮.২০১৭। সম্পত্তিটি মৌজা মুরাদপুর, পৌর প্রাঙ্গণ নং ৫৪৯, রাজা রাম মোহন রায় রোড (ডাক ঠিকানা: ৬৮/২, রাজা রাম মোহন রায় রোড), মুরাদপুর সারদা পল্লী, থানা হরিদেবপুর (পূর্বতন ঠাকুরপুকুর), কলকাতা ৭০০০০৮, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ওয়ার্ড নং ১২২, কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের অধীনে। সম্পত্তিটি শ্রীমতী তানিয়া ভট্টাচার্য, স্বামী শ্রী বিপ্রদাস ভট্টাচার্যের নামে রয়েছে। এর পরিমাপকৃত ক্ষেত্রফল ১২০ বর্গফুট (সজ্জিত এলাকা), এবং সীমানা-উত্তর দিকে ১২ ফুট প্রশস্ত পথ, ভবনের দক্ষিণ দিকের সাধারণ প্রবেশপথ ও তার পরে সিঁড়ি, শ্রী সুজয় দফাদারের বাড়ি, পূর্ব দিকে অন্যান্য গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা, পশ্চিম দিকে অন্যান্য গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**		ক) ১৬.০৯.২০২২ খ) ১৯.১১.২০২২ গ) ₹৩১,৬৭,০১৪.০০ (একত্রিশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার চৌদ্দ টাকা মাত্র), ১৩(২) নোটিস অনুযায়ী, তৎসহ এর ওপর প্রযোজ্য সুদ এবং অন্যান্য চার্জ	**সম্পত্তি ১** ক) ₹৩.০১ লক্ষ খ) ₹০.৩০১ লক্ষ গ) ₹১০,০০০.০০
৪	ক) এআরবি, কলকাতা খ) ঋণগ্রহীতা: মেসার্স বিষ্ণু কনস্ট্রাকশন জামিনদারগণ: ১. মিসেস তানিয়া ভট্টাচার্য ২. মিস অনিমা ভট্টাচার্য	**সম্পত্তি-২:** গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা, স্থান নং ০৩, যার হস্তান্তর দলিল নং ৬৮৯২/১৭, তারিখ ০১.০৮.২০১৭; এটি 'বিষ্ণু অ্যাপার্টমেন্ট' নামক একটি চারতলা আরসিসি নির্মিত আবাসিক ভবনের নিচতলার পশ্চিম দিকে অবস্থিত। ঠিকানা: মৌজা মুরাদপুর, পৌর প্রাঙ্গণ নং ৫৪৯, রাজা রাম মোহন রায় রোড (ডাক ঠিকানা: ৬৮/২, রাজা রাম মোহন রায় রোড), মুরাদপুর সারদা পল্লী, থানা হরিদেবপুর (পূর্বতন ঠাকুরপুকুর), কলকাতা- ৭০০০০৮, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ওয়ার্ড নং ১২২, কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের অধীনে। মালিকানা: শ্রীমতি তানিয়া ভট্টাচার্য, স্বামী শ্রী বিপ্রদাস ভট্টাচার্য। পরিমাপকৃত ক্ষেত্রফল ১২০ বর্গফুট (সজ্জিত এলাকা জুড়ে)। উত্তর দিকে ১২ ফুট সীমানা। প্রশস্ত পথ, দক্ষিণ: সাধারণ। ভবনের প্রবেশপথ ও তার পরে সিঁড়ি। শ্রী সুজয় দফাদারের বাড়ি, পূর্ব: অন্যান্য গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা, পশ্চিম: অন্যান্য গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**		ক) ১৬.০৯.২০২২ খ) ১৯.১১.২০২২ গ) ₹৩১,৬৭,০১৪.০০ (একত্রিশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার চৌদ্দ টাকা মাত্র), ১৩(২) নোটিস অনুযায়ী, তৎসহ এর ওপর প্রযোজ্য সুদ এবং অন্যান্য চার্জ	**সম্পত্তি ২** ক) ₹৩.০১ লক্ষ খ) ₹০.৩০১ লক্ষ গ) ₹১০,০০০.০০
৫	ক) এআরবি, কলকাতা খ) ঋণগ্রহীতা: মেসার্স বিষ্ণু কনস্ট্রাকশন জামিনদারগণ: ১. মিসেস তানিয়া ভট্টাচার্য ২. মিস অনিমা ভট্টাচার্য	সম্পত্তি -৩: গাড়ি পার্কিংয়ের স্থান, স্থান নং ০৪ পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ১২২ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত, কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের অধীনে, মৌজা - মুরাদপুর, পৌর প্রাঙ্গণ নং ৫৪৯, রাজা রাম মোহন রায় রোড (ডাক ঠিকানা: ৬৮/২, রাজা রাম মোহন রায় রোড), মুরাদপুর সারদা পল্লী, থানা - হরিদেবপুর (পূর্বতন ঠাকুরপুকুর), কলকাতা ৭০০০০৮-এ অবস্থিত 'বিষ্ণু অ্যাপার্টমেন্ট' নামক একটি চারতলা আরসিসি নির্মিত আবাসিক ভবনের নিচতলার পশ্চিম দিকে অবস্থিত এই সম্পত্তির হস্তান্তর দলিল নং ৬৮৯১/১৭ এবং তারিখ ০১.০৮.২০১৭। সম্পত্তিটি শ্রীমতী তানিয়া ভট্টাচার্য, স্বামী শ্রী বিপ্রদাসের নামে রয়েছে। এর পরিমাপকৃত ক্ষেত্রফল ১৪০ বর্গফুট। সীমানা: উত্তরে ১২ ফুট চওড়া পথ, দক্ষিণে ভবনের প্রবেশপথ ও তার পরে সিঁড়ি (শ্রী সুজয় দফাদারের বাড়ি), পূর্বে অন্যান্য গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা, পশ্চিমে অন্যান্য গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**		ক) ১৬.০৯.২০২২ খ) ১৯.১১.২০২২ গ) ₹৩১,৬৭,০১৪.০০ (একত্রিশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার চৌদ্দ টাকা মাত্র), ১৩(২) নোটিস অনুযায়ী, তৎসহ এর ওপর প্রযোজ্য সুদ এবং অন্যান্য চার্জ	**সম্পত্তি ৩** ক) ₹৩.৫১ লক্ষ খ) ₹০.৩৫১ লক্ষ গ) ₹২০,০০০.০০
৬	ক) এআরবি, কলকাতা খ) ঋণগ্রহীতা: মেসার্স বিষ্ণু কনস্ট্রাকশন জামিনদারগণ: ১. মিসেস তানিয়া ভট্টাচার্য ২. মিস অনিমা ভট্টাচার্য	**সম্পত্তি ৪:** ফ্ল্যাট নং ১এ, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে 'বিষ্ণু অ্যাপার্টমেন্ট' নামক একটি চারতলা আরসিসি নির্মিত আবাসিক ভবনের প্রথম তলা, যার হস্তান্তর দলিল নং ১১১৭০/১৭ এবং তারিখ ২২.১২.২০১৭। ঠিকানা: মৌজা - মুরাদপুর, পৌর চত্বর নং ৫৪৯, রাজা রাম মোহন রায় রোড (ডাক ঠিকানা: ৬৮/২, রাজা রাম মোহন রায় রোড), মুরাদপুর সারদা পল্লী, থানা - হরিদেবপুর (পূর্বতন ঠাকুরপুকুর), কলকাতা - ৭০০০০৮, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ওয়ার্ড নং ১২২, কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের অধীনে। শ্রীমতী তানিয়া ভট্টাচার্য, স্বামী শ্রী বিপ্রদাস ভট্টাচার্যের নামে। পরিমাপ ৯২০ বর্গফুট। সীমানা - উত্তর: লিফট, ফ্ল্যাট নং ১বি, লবি ও সিঁড়ি; দক্ষিণ: খোলা আকাশ; পূর্ব: খোলা আকাশ; পশ্চিম: খোলা আকাশ। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**		ক) ১৬.০৯.২০২২ খ) ১৯.১১.২০২২ গ) ₹৩১,৬৭,০১৪.০০ (একত্রিশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার চৌদ্দ টাকা মাত্র), ১৩(২) নোটিস অনুযায়ী, তৎসহ এর ওপর প্রযোজ্য সুদ এবং অন্যান্য চার্জ	**সম্পত্তি ৪** ক) ₹২৬.৭৬ লক্ষ খ) ₹২.৬৭৬ লক্ষ গ) ₹২৫,০০০.০০
৭	ক) এআরবি, কলকাতা খ) ঋণগ্রহীতা: মেসার্স মিত্র এন্টারপ্রাইজেস জামিনদারগণ: ১. শ্রী গৌতম মিত্র ২. শ্রী উত্তম মিত্র ৩. মিসেস শিপ্রা মিত্র	গ্রাম ও মৌজা: চন্দ্রপুর, থানা দত্তপুকুর, কাশিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, জে. এল. নং ৯২, এল. আর. খতিয়ান নং ১৪৯, আর. এস. দাগ নং ৩৩, পিন-৭৪৩২৪৮-এ অবস্থিত জমি ও একতলা ভবন, জমির পরিমাপ প্রায় ৯.৭০ কাঠা।		ক) ০৮.১২.২০১১ খ) ১৯.০৬.২০১২ গ) ₹১৭,৪০,০৬৫.৫৬ (সতেরো লক্ষ চল্লিশ হাজার পঁয়ষট্টি টাকা এবং ছাপান্ন পয়সা মাত্র), ১৩(২) নোটিস অনুযায়ী, তৎসহ এর ওপর প্রযোজ্য সুদ এবং অন্যান্য চার্জ	ক) ₹৩৬.২৮ লক্ষ খ) ₹৩.৬২৮ লক্ষ গ) ₹২৫,০০০.০০
৮	ক) এআরবি, কলকাতা খ) ঋণগ্রহীতা: মেসার্স এস এম এন্টারপ্রাইজেস জামিনদারগণ: ১. শ্রী সুব্রত দত্ত ২. মেসার্স স্টলওয়ার্ট রিয়েলিটি ৩. তৃষ্ণা দত্ত ৪. শ্রী উৎপল চৌধুরি ৫. মিঃ শ্যামল কুমার চক্রবর্তী	উত্তর ব্যারাকপুর পৌরসভার অধীন নেতাজি রোড পূর্ব, মানিকতলা, ইছাপুর ওয়ার্ড নং ০৩, থানা নোয়াপাড়া, ২৪ পরগনা (উত্তর), পিন ৭৪৩১৪৪-এ অবস্থিত, স্টলওয়ার্ট ধীরেন্দ্র অ্যাপার্টমেন্ট নামে পরিচিত একটি জি+৪ তলা ভবনের একতলার উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত মৌজা - ইছাপুর আবাসিক ফ্ল্যাট নং জিসি-এর সম্পত্তির সমবন্ধক। এর পরিমাপকৃত ক্ষেত্রফল (এসবিইউএ) ১৫০০ বর্গফুট। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**		ক) ১০.০৬.২০২১ খ) ১২.১১.২০২১ গ) ₹৯৯,৪৯,০২৪.০০ (নিরানব্বই লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার চব্বিশ টাকা মাত্র), ১৩(২) নোটিস অনুযায়ী, তৎসহ এর ওপর প্রযোজ্য সুদ এবং অন্যান্য চার্জ	ক) ₹৪৪.৮৩ লক্ষ খ) ₹৪.৪৮৩ লক্ষ গ) ₹২৫,০০০.০০
৯	ক) এআরবি, কলকাতা খ) মেসার্স এস এম এন্টারপ্রাইজেস জামিনদারগণ: ১. শ্রী সুব্রত দত্ত ২. মেসার্স স্টলওয়ার্ট রিয়েলিটি ৩. তৃষ্ণা দত্ত ৪. শ্রী উৎপল চৌধুরি ৫. মিঃ শ্যামল কুমার চক্রবর্তী	নিম্নোক্ত সম্পত্তির সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা-ইছাপুর, আবাসিক ফ্ল্যাট নং জিডি, স্টলওয়ার্ট ধীরেন্দ্র অ্যাপার্টমেন্ট নামে পরিচিত জি+৪ তলাবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে উত্তর-পূর্ব অংশে, জে এল নং ০৩, আর এস নং ৮৯, তৌজি নং ৬১৭, আর এস দাগ নং ৭৬৫, এল আর দাগ নং ১৮১৮, আর এস খতিয়ান নং ৪৪৩, এল আর খতিয়ান নং ১৭৪৬৮, হোল্ডিং নং ৪১৭ (পুরনো ২৯০), নেতাজি রোড, পূর্ব মানিকতলা ইছাপুর, উত্তর ব্যারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে ওয়ার্ড নং ০৩, থানা- নোয়াপাড়া, ২৪ পরগনা (উত্তর), পিন-৭৪৩১৪৪, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫০০ বর্গফুট। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**		ক) ১০.০৬.২০২১ খ) ১২.১১.২০২১ গ) ₹৯৯,৪৯,০২৪.০০ (নিরানব্বই লক্ষ চুরাশি হাজার তিনশো আটাত্তর টাকা ছয় পয়সা মাত্র), ১৩(২) নোটিস অনুযায়ী, তৎসহ উদ্ভূত সুদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ	ক) ₹১৪.৯৫ লক্ষ খ) ₹১.৪৯৫ লক্ষ গ) ₹১০,০০০.০০
১০	ক) এআরবি, কলকাতা খ) মেসার্স এস এম এন্টারপ্রাইজেস জামিনদারগণ: ১. শ্রী সুব্রত দত্ত ২. মেসার্স স্টলওয়ার্ট রিয়েলিটি ৩. তৃষ্ণা দত্ত ৪. শ্রী উৎপল চৌধুরি ৫. মিঃ শ্যামল কুমার চক্রবর্তী	নিম্নোক্ত সম্পত্তির সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা-ইছাপুর, আবাসিক ফ্ল্যাট নং জিএ, স্টলওয়ার্ট ধীরেন্দ্র অ্যাপার্টমেন্ট নামে পরিচিত জি+৪ তলাবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে উত্তর-পূর্ব অংশে, জে এল নং ০৩, আর এস নং ৮৯, তৌজি নং ৬১৭, আর এস দাগ নং ৭৬৫, এল আর দাগ নং ১৮১৮, আর এস খতিয়ান নং ৪৪৩, এল আর খতিয়ান নং ১৭৪৬৮, হোল্ডিং নং ৪১৭ (পুরনো ২৯০), নেতাজি রোড, পূর্ব মানিকতলা ইছাপুর, উত্তর ব্যারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে ওয়ার্ড নং ০৩, থানা- নোয়াপাড়া, ২৪ পরগনা (উত্তর), পিন-৭৪৩১৪৪, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০০০ বর্গফুট। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**		ক) ১০.০৬.২০২১ খ) ১২.১১.২০২১ গ) ₹৯৯,৪৯,০২৪.০০ (নিরানব্বই লক্ষ চুরাশি হাজার তিনশো আটাত্তর টাকা ছয় পয়সা মাত্র), ১৩(২) নোটিস অনুযায়ী, তৎসহ উদ্ভূত সুদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ	ক) ₹২৯.৮৯ লক্ষ খ) ₹২.৯৮৯ লক্ষ গ) ₹২৫,০০০.০০
১১	ক) এআরবি, কলকাতা খ) মেসার্স অ্যাকুটাইম ট্রাকিং সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড জামিনদারগণ: ১. বিবেক টেকরিওয়ালা	সামান্য কমবেশি ৪ কাঠা ১৫ ছটাক ১৬ বর্গফুট মাপের জমির প্লটে নির্মিত বিল্ডিংয়ের ফার্স্ট ফ্লোরে সামান্য কমবেশি ৫৩৬ বর্গফুট (পাঁচশো ছত্রিশ বর্গফুট) সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট কমার্শিয়াল ইউনিট রুম নং ১৪, যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা-মালিপাঁচঘড়া, পরগনা- পাইকান, থানা- মালিপাঁচঘড়া, জে এল নং ১, এল আর খতিয়ান নং ১৮, এল আর দাগ নং ২৪, প্রেমিসেস নং পূর্বতন ৭ ও ৮ গুহ রোড, হাওড়া; বর্তমানে প্রেমিসেস নং ৭ ও ৮/১, ঠাকুরদাস সুরেকা রোড, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ২ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত, জেলা-হাওড়া, পিন-৭১১১০৬। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**		ক) ২৯.০৪.২০২১ খ) ০৮.১২.২০২১ গ) ₹২,৮৫,৩৬,৭৯৫.০৭ (দুই কোটি পঁচাশি লক্ষ ছত্রিশ হাজার সাতশো পঁচানব্বই টাকা সাত পয়সা মাত্র), ১৩(২) নোটিস অনুযায়ী, তৎসহ উদ্ভূত সুদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ	ক) ₹২৯.৮০ লক্ষ খ) ₹২.৯৮ লক্ষ গ) ₹২৫,০০০.০০
১২	ক) এআরবি, কলকাতা খ) মেসার্স অ্যাকুটাইম ট্রাকিং সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড জামিনদারগণ: ১. বিবেক টেকরিওয়ালা	সামান্য কমবেশি ৪ কাঠা ১৫ ছটাক ১৬ বর্গফুট মাপের জমির প্লটে নির্মিত বিল্ডিংয়ের ২ নং ফ্লোরে সামান্য কমবেশি ২৯৭ বর্গফুট (দুশো সাতানব্বই বর্গফুট) সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট কমার্শিয়াল ইউনিট রুম নং ৩, যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- মালিপাঁচঘড়া, পরগনা- পাইকান, থানা- মালিপাঁচঘড়া, জে এল নং ১, এল আর খতিয়ান নং ১৮, এল আর দাগ নং ২৪, প্রেমিসেস নং পূর্বতন ৭ ও ৮ গুহ রোড, হাওড়া; বর্তমানে প্রেমিসেস নং ৭ ও ৮/১, ঠাকুরদাস সুরেকা রোড, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ২ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত, জেলা- হাওড়া, পিন-৭১১১০৬। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**		ক) ২৯.০৪.২০২১ খ) ০৮.১২.২০২১ গ) ₹২,৮৫,৩৬,৭৯৫.০৭ (দুই কোটি পঁচাশি লক্ষ ছত্রিশ হাজার সাতশো পঁচানব্বই টাকা সাত পয়সা মাত্র), ১৩(২) নোটিস অনুযায়ী, তৎসহ উদ্ভূত সুদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ	ক) ₹১৫.৮৫ লক্ষ খ) ₹১.৫৮৫ লক্ষ গ) ₹১০,০০০.০০
১৩	ক) এআরবি, কলকাতা খ) মেসার্স অ্যাকুটাইম ট্রাকিং সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড জামিনদারগণ: ১. বিবেক টেকরিওয়ালা	সামান্য কমবেশি ৪ কাঠা ১৫ ছটাক ১৬ বর্গফুট মাপের জমির প্লটে নির্মিত বিল্ডিংয়ের ২ নং ফ্লোরে সামান্য কমবেশি ২৪

ছিটকে গেলেন প্রসিদ্ধ

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ। হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছিলেন এই জোরে বোলার। তাঁর পরিবর্ত হিসেবে নেওয়া হল জম্মু ও কাশ্মীরের জোরে বোলার আকিব নবিকে। ভারত ‘এ’ দলের হয়ে এই মুহূর্তে নিউজিল্যান্ডেই রয়েছেন নবি।



উইকেট শিকারের পর বৈষ্ণবী শর্মার উচ্ছ্বাস। ছবি: এক্স

বৈষ্ণবীর ঘূর্ণিতে কাত জিম্বাবোয়ে

আজকালের প্রতিবেদন

টি২০ সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে হার। একদিনের সিরিজেও যে ভারতের সঙ্গে পেরে উঠবে না জিম্বাবোয়ে, জানাই ছিল। আর প্রত্যাশামতো একদিনের সিরিজেও জিম্বাবোয়েকে হোয়াইটওয়াশ করল ভারতীয় মহিলা দল। প্রথম দুটি ম্যাচ জিতে আগেই সিরিজ জিতেছিলেন স্মৃতি মানধানারা। তৃতীয় ম্যাচেও ৮ উইকেটে সহজ জয় ভারতের। দুরন্ত বোলিং করে ৫ উইকেট নিয়েছেন বৈষ্ণবী শর্মা।

বরোদায় অনুষ্ঠিত সিরিজের শেষ ম্যাচে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় জিম্বাবোয়ে। সায়লি সাতঘারের হাত ধরে প্রথম সাফল্য এলেও জিম্বাবোয়ের ইনিংসে ধস নামান বৈষ্ণবী শর্মা। তাঁর বাঁহাতি স্পিনের দিশা খুঁজে পাননি জিম্বাবোয়ের ব্যাটাররা। ৩৯.৫ ওভারে ১৩১ রানে গুটিয়ে যায় জিম্বাবোয়ের ইনিংস। সর্বোচ্চ রান করেন ওপেনার মোডেস্টার মুপাচিকা (৩৭)। ৩৯ রানে ৫ উইকেট নেন বৈষ্ণবী। একদিনের ম্যাচে দ্বিতীয় সর্বকনিষ্ঠ ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে ৫ উইকেট নিলেন তিনি। ২০ বছর ৩১৪ দিন বয়সে এই কৃতিত্ব অর্জন করলেন বৈষ্ণবী। ক্রান্তি গৌড় ও সায়লি সাতঘারে ২টি করে উইকেট নেন।

জয়ের জন্য ১৩২ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে প্রথম বলেই যস্তিকা ভাটিয়ার (০) উইকেট হারায় ভারত। প্রতিকা রাওয়াল ও হরলীন দেওল ৫২ বলে ৫৯ রান যোগ করেন। হরলীন দেওল ১৯ রান করে আউট হন। এরপর ৩টি ছক্কা ও ৬টি চারের সাহায্যে ২৬ বলে অপরাজিত ৫১ রানের এক বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন শেফালি ভার্মা। প্রতিকা ৫৬ বলে ৫৯ রান করে অপরাজিত থাকেন। ১৭ ওভারেই ২ উইকেট হারিয়ে ১৩৩ তুলে ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতে যায় ভারত।

সংক্ষিপ্ত স্কোর: জিম্বাবোয়ে ৩৯.৫ ওভারে ১৩১, মুপাচিকা ৩৭, বৈষ্ণবী ৫/৩৯, ক্রান্তি ২/২৩, সায়লি ২/১১। ভারত ১৭ ওভারে ১৩৩/২, প্রতিকা অপরাজিত ৫৯, শেফালি অপরাজিত ৫১

নিলামে বাজিমাত সোফির

আজকালের প্রতিবেদন

ডব্লুপিএলের মিনি নিলামে নিজেদের স্কোয়াড গুছিয়ে নিল ইউপি ওয়ারিয়র্জ। একই সঙ্গে নিলাম টেবিলে অসাধারণ ক্রিকেটীয় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিল তারা। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক তথা তারকা অলরাউন্ডার সোফি মোলিনোকে ১.১০ কোটি টাকায় দলে নিয়ে দিনের সবচেয়ে বড় চমকটি দেয় ইউপি ফ্র্যাঞ্চাইজি। ৫০ লাখ টাকার বেস প্রাইস থেকে দর হাঁকানো শুরু করে শেষ পর্যন্ত ১.১০ কোটি টাকায় অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ককে ছিনিয়ে নেয় ইউপি। সোফির মতো তারকার উপস্থিতি দলের ব্যাটিং ও বোলিং, দুই বিভাগকেই অভাবনীয় শক্তি জোগাবে।

তবে শুধু সোফি মোলিনোই নন, অসি অলরাউন্ডার গ্রেস হ্যারিসকে মাত্র ৩০ লাখ টাকায় দলে নেওয়ার পাশাপাশি ভারতীয় অলরাউন্ডার স্নেহ রানা (৩০ লাখ) এবং অভিজ্ঞ উইকেটকিপার-ব্যাটার সুষমা ভার্মাকে (৩০ লাখ) সই করিয়েছে তারা। এখানেই শেষ নয়, দলের গভীরতা বাড়াতে অলরাউন্ডার ক্যাথরিন ব্রাইসকে মাত্র ১০ লাখ টাকার বেস প্রাইসে দলে টেনে নিখুঁত ও ভারসাম্যপূর্ণ স্কোয়াড গড়ে তুলল ইউপি ওয়ারিয়র্জ।

নিলামের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ক্রয়ের মধ্যে রয়েছেন কিরণ নভগিরে। দিনের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দর পেয়েছেন তিনি। দিল্লি ক্যাপিটালস তাঁকে ৭৫ লক্ষ টাকায় কিনেছে। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরে ৪০ লক্ষ টাকায় অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার জেস জনাসেনকে ঘরে তুলেছে। অন্যদিকে, গুজরাট জায়ান্টস জি কমলিনী (৪০ লাখ টাকা) ও আয়ারল্যান্ডের অর্লা প্রেন্ডারগাস্টকে (৩০ লাখ টাকা) দলে নিয়েছে। সব মিলিয়ে, সঠিক পরিকল্পনা ও হিসেবি পদক্ষেপে ডব্লিউপিএল ২০২৭-এর মিনি নিলামে সবচেয়ে বেশি নজর কাড়ল ইউপি ওয়ারিয়র্জ। দুঃখের বিষয়, দল পেলেন না মহিলাদের টি২০ ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ শ্রীলঙ্কার চামারি আটাপাট্টু।

ডব্লুপিএল

প্রথমে হার, পরে জয়ী ভারত

আজকালের প্রতিবেদন: বুধবার ফিফা অনূর্ধ্ব ১৫ বিশ্বকাপ এবং ফেস্টিভ্যালে হার এবং জয়, দুই-ই দেখল ভারত। এদিন সকালে রাউন্ড অব ৩২-এ হন্ডুরাসের বিরুদ্ধে খেলা ছিল নীল জার্সিধারীদের। হাড্ডাহাড্ডি সেই ম্যাচে ২-১ ব্যবধানে জয়ী হন্ডুরাস। প্রথমার্ধে ভারত ০-১ পিছিয়ে ছিল। বিরতির পর ভারতীয় দল সমতা ফেরালেও শেষরক্ষা হয়নি। হন্ডুরাস আবার গোল করে ম্যাচ জিতে নেয়।

সন্ধের ম্যাচে অবশ্য জয়ের মুখ দেখেছে ভারত। ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর বিরুদ্ধে ৩-২ ফলে জিতেছে তারা। প্রথমার্ধে ০-২ হারছিল ভারত। মনে হচ্ছিল, সকালের মতো সন্ধেবেলাও হারই সঙ্গী হবে বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজের দলের। তবে বিরতির পর দেখা গেল ‘ব্লু টাইগার্স’-এর প্রত্যাবর্তন। দ্বিতীয়ার্ধে পরপর তিনটি গোল করে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে নেয় ভারত।

ইউকেএসসি-র দৌড় অব্যাহত

আজকালের প্রতিবেদন: ইন্ডিয়ান উওমেন্স লিগ ২-এ ঝড়ের বেগে ছুটছে ইউনাইটেড কলকাতা স্পোর্টস ক্লাব। প্রথম ম্যাচে রুক্মিণী এফসি-কে ২২-০ গুঁড়িয়ে দেওয়ার পর বুধবার নভি মুম্বইয়ে স্পোর্টস অথরিটি অব গুজরাট দলকে ৬-০ হারিয়েছে কলকাতার দলটি।

এদিন প্রথমার্ধেই তিন গোলে এগিয়ে যায় ইউকেএসসি। বিরতির পর আসে বাকি তিনটি। ২১ মিনিটে নিতু লিন্ডার সৌজন্যে প্রথম গোল। দ্বিতীয় গোল ৪০ মিনিটে, ইয়ুমনাম কমলা দেবীর। বিরতির আগেই স্কোরশিটে নাম তোলেন গত ম্যাচের সেরা গাঙ্গম বালা দেবী। তিনি এদিন জোড়া গোল করেছেন। দ্বিতীয় গোলটি ৭৩ মিনিটে। এর মাঝে কাই রুমিও গোল করেন। ম্যাচের শেষ গোল ৮৬ মিনিটে, সোনিয়া মারাকের করা। ইউকেএসসি-র পরের ম্যাচ শুক্রবার, জিএনডিইউ এফসি-র বিরুদ্ধে।

গৃহম হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর নং ৬, ‘বি’ বিল্ডিং, গঙ্গা ট্রুনো, লোহেগাঁও, পুণে, মহারাষ্ট্র-৪১১০১৪
ব্রাঞ্চ অফিস ইউনিট: ৩ নং ফ্লোর, ১৭৭, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড (বি টি রোড), ডানলপ, বরানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৩৫

ই-নিলাম-বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
সারফায়েসি অ্যাক্টের অধীনে
সুরক্ষিত স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রয়

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (‘অ্যাক্ট’) অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)-এর প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, গৃহম হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (উক্ত অ্যাক্ট অনুসারে এখানে এর পরে ‘সুরক্ষিত ঋণদাতা’ হিসেবে উল্লিখিত)-এর কাছে বন্ধক রাখা নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি, যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯-সহ পঠনীয় সারফায়েসি অ্যাক্টের ১৩(১২) ধারাধীনে সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক উক্ত অ্যাক্টের ১৩(২) ধারাধীনে জারিকৃত বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে দখল নিয়েছেন।

সুরক্ষিত এই পরিসম্পদগুলি **৩০.১১.২০২৬ তারিখে ‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘যেভাবে আছে’** ভিত্তিতে ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে। এতদ্দ্বারা জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে, **https://www.bankeauctions.com** ওয়েবসাইটে দেওয়া ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ্য নিলাম পরিচালিত হবে। বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য, অনুগ্রহপূর্বক জিএইচএফএল/ সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.grihumhousing.com দেখুন।

ক্রম নং	প্রোপোজাল নম্বর গ্রাহকের নাম {A}	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং বকেয়া অর্থাঙ্ক {B}	দখলের প্রকৃতি {C}	সম্পত্তির বিবরণ {D}	সংরক্ষণ মূল্য {E}	ইএমডি (সংরক্ষণ মূল্যের ১০%) {F}	ইএমডি জমার শেষ তারিখ {G}	বিড বাড়ানোর মূল্য {H}	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময় {I}	নিলামের তারিখ ও সময় {J}	জানা দায়/ আদালতের মামলা (যদি থাকে) {K}
১.	লোন অ্যাকাউন্ট নং: LAP0562200000005063820 বিপ্লব দাস (ঋণগ্রহীতা) গায়ত্রী দাস (সহ-ঋণগ্রহীতা)	নোটিসের তারিখ: ১১.০২.২০২৬ মোট বকেয়া: ₹২৩,০৬,৩৭৫/- (তেইশ লক্ষ ছয় হাজার তিনশো পঁচাত্তর টাকা মাত্র), ১১.০২.২০২৬ তারিখের ভিত্তিতে, তৎসহ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত বার্ষিক ১৬.৪% হারে সুদ	বাস্তবিক	উপরিস্থিত বিল্ডিংয়ের ফার্স্ট ফ্লোরে (দক্ষিণ দিক মুখী) ৫০৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং ৩৭৮ বর্গফুট কার্পেট এরিয়ার ফ্ল্যাট এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে দুটি দোকানঘর, মাপ ১৬৮ বর্গফুট এবং ৩৩৬ বর্গফুট মাপের ঘর (মোট ৫০৪ বর্গফুট দক্ষিণ দিক মুখী) সহ সামান্য কমবেশি ২.১২৫ ডেসিমেল জমির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, মৌজা-খাকুরদহ, জে এল নং ০৪, তৌজি নং ১০৯, আর এস খতিয়ান নং ২৯২ এবং এল আর খতিয়ান নং ১৮৮৫ এবং বর্তমান এল আর খতিয়ান নং ১৯৬০, আর এস এবং এল আর দাগ নং ২৬৪, খাকুরদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, থানা জয়নগর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড-৭৪৩৩৭২। **চৌহদ্দি: উত্তর:** মালিকের অন্য ফাঁকা জমি (দাগ নং ২৬৪); **দক্ষিণ:** ২০ ফুট চওড়া রাস্তা; **পূর্ব:** মালিকের অন্য ফাঁকা জমি; **পশ্চিম:** অন্য জমি।	₹৩২,৪১,৩৫০.০০/- (বত্রিশ লক্ষ একত্রিশ হাজার তিনশো পঞ্চাশ টাকা মাত্র)	₹৩,২৪,১৩৫.০০/- (তিন লক্ষ চব্বিশ হাজার একশো পঁয়ত্রিশ টাকা মাত্র)	২৭.১১.২০২৬ বিকেল ৫টার আগে	₹ ১০,০০০/-	২৩.১১.২০২৬ (সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে)	৩০.১১.২০২৬ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো)	শূন্য
২.	লোন অ্যাকাউন্ট নং: HF0011H21100013 সমর শিকারি (ঋণগ্রহীতা) কাঞ্চন শিকারি (সহ-ঋণগ্রহীতা) নিমাই শিকারি	নোটিসের তারিখ: ১১.০২.২০২৬ মোট বকেয়া: ₹১৭,২৩,৬০৬/- (সতেরো লক্ষ তেইশ হাজার ছশো ছয় টাকা মাত্র), ১১.০২.২০২৬ তারিখের ভিত্তিতে, তৎসহ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত বার্ষিক ১৭.৮৫% হারে সুদ	বাস্তবিক	উপরিস্থিত একটি দোকানঘর সহ ০১ ডেসিমেল বা ৯ ছটাক এবং ৩০.৬ বর্গফুটের সমতুল জমির প্লটের সমগ্র, অংশত এল আর দাগ নং ১০৮০/১৪২৪, আর এস খতিয়ান নং ৬২২, এল আর খতিয়ান নং ১৩৫১ এবং ১৬৯৮, বর্তমান এল আর খতিয়ান নং ২৭৩৪ (পর্চা অনুসারে), জে এল নং ৮১, মৌজা ধোসা, থানা জয়নগর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ধোসা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন। **প্লটের চৌহদ্দি: পূর্ব:** হাটের সড়ক পথ; **পশ্চিম:** ফটিক সবরুর; **উত্তর:** কালীপদ সানতারা; **দক্ষিণ:** হাটের সড়ক পথ।	₹২৪,৩৬,০০০.০০/- (চব্বিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকা মাত্র)	₹২,৪৩,৬০০.০০/- (দুই লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার ছশো টাকা মাত্র)	২৭.১১.২০২৬ বিকেল ৫টার আগে	₹ ১০,০০০/-	২৩.১১.২০২৬ (সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে)	৩০.১১.২০২৬ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো)	ডিআরটি-III, কলকাতা সমীপে ঋণগ্রহীতা সারফায়েসি প্রক্রিয়া স্থগিতে মামলা দায়ের করেছেন, কোনও জিএইচএফএল-এর বিরুদ্ধে কোনও বিপরীত আদেশ জারি হয়নি।

নিজেদের বিড জমা দেওয়ার আগে সুরক্ষিত ঋণদাতার শাখায় এসে নিলামে তোলা সম্পত্তিগুলি পরিদর্শন করে নিজস্ব অনুসন্ধান চালিয়ে সম্পত্তি সংক্রান্ত অতিরিক্ত চার্জ, দায়ভার ও অন্যান্য তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ সম্পর্কে জেনে নিজে সন্তুষ্ট হয়ে নেওয়ার জন্য আগ্রহী বিডার/ক্রেতাদের প্রতি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সম্পত্তির ওপর নির্ধারিত সম্পত্তি কর, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল/ জল কর ও অন্যান্য বিধিবদ্ধ বকেয়া সফল বিডারকেই প্রদান করতে হবে।

যথেষ্ট সময় হাতে থাকতেই সম্পর্কিত পোর্টালে আগ্রহী বিডারদের নাম রেজিস্টার করিয়ে নিতে হবে এবং ই-বিডিংয়ের জন্য বাধ্যতামূলক লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড নিলামের সার্ভিস প্রোভাইডার সিং ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ, ঠিকানা: প্লট নং ৬৮, ফ্লোর নং ৩, গুড়গাঁও, হরিয়ানা-১২২০০৩, হেল্পলাইন নম্বর: ৭২৯১৯৮১১২৪, ২৫, ২৬, সাপোর্ট ই-মেল আইডি: Support@bankeauctions.com, **যোগাযোগের ব্যক্তি: ধরণী পি, ই-মেল আইডি: dharani.p@c1india.com, যোগাযোগের নম্বর: ৯৯৪৮১৮২২২২**-এর থেকে সংগ্রহ করে নিতে হবে। অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন, আগ্রহী বিডাররা কেবলমাত্র এঁদের থেকেই ই-নিলামের অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। **২৭.১১.২০২৬** বা তার আগে আগ্রহী ক্রেতা/বিডাররা বায়না অর্থাঙ্ক (ইএমডি) যে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত বা তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্ক থেকে এনইএফটি/ আরটিজিএস/ ডিমান্ড ড্রাফ্ট রূপে ‘Grihum Housing Finance Limited- Auction Proceeds A/c’ (ব্যাঙ্কের নাম: আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড; অ্যাকাউন্ট নম্বর: 091551000028; আইএফএস কোড: ICIC0000915, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, পঞ্চশীল চেক পার্ক, গণপতি চকের কাছে, ৪৩/৪৪, বিমান নগর-৪১১০১৪)-এর অনুকূলে জমা দিয়ে https://www.bankeauctions.com ওয়েবসাইটে নিজেদের নাম রেজিস্টার করবেন এবং সার্ভিস প্রোভাইডারের থেকে বিনামূল্যে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করে নেবেন। ওপরে লেখা ওয়েবসাইটে নিজেদের নাম রেজিস্ট্রেশনের পরে আগ্রহী ক্রেতা/বিডাররা নিম্নলিখিত আপলোড করা নথিগুলি ই-মেলের মাধ্যমে প্রেরণ করবেন এবং এগুলির স্ব-স্বাক্ষরিত মুদ্রিত প্রতিলিপি জমা দেবেন **এই ঠিকানায়: ৩ নং ফ্লোর, ১৭৭, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড (বি টি রোড), ডানলপ, বরানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৩৫, মোবাইল: +৯১-৮২৮১১৩৮১৪৩, ই-মেল আইডি: p.adith@grihumhousing.com।** শর্ত ও নিয়মাবলি বিশদে জানতে এবং ই-নিলামে অংশ নিতে অনুগ্রহপূর্বক **https://www.bankeauctions.com** এবং **www.grihumhousing.com** দেখুন।

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) অধীনে সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)-এর প্রতি এই নোটিসটি ৩০ (তিরিশ) দিনের নোটিস হিসেবেও বিবেচনা করতে হবে।

ইংরেজি সংবাদপত্র ও আঞ্চলিক ভাষার সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর মধ্যে কোনও ফারাক পরিলক্ষিত হলে বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড সংবাদপত্রে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের ভাষ্য সঠিক রূপে বিবেচিত হবে।

তারিখ: ২৯.১০.২০২৬; স্থান: কলকাতা — স্বাঃ- অনুমোদিত আধিকারিক, গৃহম হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

বैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

আরওএসএআরবি জিকেওএল
ডিএন-১৪, বিষ্ণু টাওয়ার, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০০৯১
ই-মেল: sargko@bankofbaroda.bank.in

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অ্যানেক্সার ‘এ’
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি; ‘পরিশিষ্ট IV-A [রুল ৮(৬) ও ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) ও ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ), বন্ধকদাতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টের পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যাঙ্কের পাওনা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা,** সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ এবং ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি **‘যেখানে আছে’, ‘যা কিছু আছে’** এবং **‘যেমন আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/ জামিনদার/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ/ বকেয়া অর্থাঙ্ক/ সংরক্ষণ মূল্য/ ই-নিলামের তারিখ ও সময়, বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিড বাড়ানোর মূল্য (বিড গুণক) ইত্যাদি তথ্যাবলি এখানে নীচে উল্লেখ করা হয়েছে:

ক্রম/ লট নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)-এর নাম ও ঠিকানা	জানা দায় (যদি থাকে) সমেত স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	মোট বকেয়া	ই-নিলামের তারিখ ও সময়	সংরক্ষণ মূল্য / ইএমডি অর্থাঙ্ক / বিড বাড়ানোর মূল্য	দখলের প্রকৃতি (প্রতীকী / বাস্তবিক)	সম্পত্তি পরিদর্শনে তারিখ ও সময়
১	মিঃ তরুণ দত্ত পিতা- প্রয়াত অজিত দত্ত	‘নিভা অ্যাপার্টমেন্ট’ নামক বহুতল বিল্ডিংয়ের ৩ নং ফ্লোরে ২টি বেডরুম, ১টি লিভিং-ডাইনিং রুম, ১টি কিচেন, ২টি টয়লেট নিয়ে গঠিত ও মার্বেলের মেঝে দিয়ে ফিনিশ করা সামান্য কমবেশি ৮৫০ বর্গফুট মাপের আবাসিক ফ্ল্যাট নং ‘বি’-এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- দিগলা, খতিয়ান নং ১৩৪, এল আর খতিয়ান নং ১৩৮, পরিমার্জিত খতিয়ান নং ৭৪, পরিমার্জিত নতুন খতিয়ান নং ৩১৩৯, দাগ নং ৫৩৭, আর এস/ এল আর দাগ নং ৫৩৭/৪০২৮, দক্ষিণ দমদম মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত, হোল্ডিং নং ১৩৭, শরৎ বোস রোড, ওয়ার্ড নং ৬, থানা- দমদম, এডিএসআরও কাশীপুর-দমদম, কলকাতা-৭০০০৬৫, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা। বই নং I, সিডি ভলিউম নং ৩৫, পৃষ্ঠা নং ২৭৪৬ থেকে ২৭৭৮-তে নথিভুক্ত ২০১৩ সালের দলিল নং ০৬৯৭৬ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক: মিঃ তরুণ দত্ত, পিতা- প্রয়াত অজিত দত্ত। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- জয়ন্ত ঘোষের বাড়ি; দক্ষিণ- শ্রীমতী আভা বিশ্বাস; পূর্ব- বীরেশ দত্তের বাড়ি; পশ্চিম- ১৪ ফুট চওড়া শরৎ বোস রোড। দায়: জানা নেই	₹ ১৭,১৪,৯৮৯.০২ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল ও চার্জ	২০.১১.২০২৬ দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা (১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণে)	₹২৩,০২,০০০.০০ ₹২,৩০,২০০.০০ ₹১০,০০০.০০	বাস্তবিক	যে কোনও কাজের দিনে (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টে) আগাম যোগাযোগ করে আসবেন
২	মিঃ অনির্বাণ ভট্টাচার্য এবং মিঃ অসিত ভট্টাচার্য	সিমেন্টের মেঝে দেওয়া সামান্য কমবেশি ৬০০ বর্গফুট আয়তনের একতলা আবাসবাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ২ (দুই) কাঠা মাপের বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- ঘোলা, জে এল নং ১৪, রে সা নং ১০৩, তৌজি নং ৬, আর এস দাগ নং ১৪০৫, এল আর দাগ নং ২১৭১, আর এস খতিয়ান নং ১৫৩, এল আর খতিয়ান নং ১০৯, এডিএসআর- সোদপুর, পানিহাটি পুরসভার ২৮ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত, হোল্ডিং নং ২৭৩, পণ্ডিত সারদা ব্যানার্জি রোড, পোঃঅঃ- ঘোলা বাজার, থানা- ঘোলা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১১১, পানিহাটি পুরসভার অন্তর্গত। সম্পত্তির স্বত্বধারক: মিঃ অনির্বাণ ভট্টাচার্য। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- পুরসভার ১৬ ফুট চওড়া রাস্তা; দক্ষিণ- আর এস দাগ নং ১৮৩০ সংবলিত জমি; পূর্ব- শ্রীমতী নিরুপমা রায়চৌধুরীর বাড়ি; পশ্চিম- প্লট নং ১৪ সংবলিত জমি। দায়: জানা নেই	₹ ২৬,৮২,৩১৭.০০ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল ও চার্জ	২০.১১.২০২৬ দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা (১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণে)	₹৩৩,৪৩,০০০.০০ ₹৩,৩৪,৩০০.০০ ₹১০,০০০.০০	বাস্তবিক	যে কোনও কাজের দিনে (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টে) আগাম যোগাযোগ করে আসবেন
৩	মিঃ কুণাল সর্দার পিতা- অশোক সর্দার	সামান্য কমবেশি ০৫ কাঠা জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ সমেত এই জমিতে নির্মিত জি+৩ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের ২ নং ফ্লোরে সামান্য কমবেশি ১৭০০ বর্গফুট মাপের স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ২০১, তৎসহ বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে সামান্য কমবেশি ২৫০ বর্গফুট মাপের একটি কভার্ড কার পার্কিং স্পেসের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- জোকা, জে এল নং ২১, আর এস এবং এল আর দাগ নং ৭৯১, আর এস খতিয়ান নং ৫২৬, এল আর খতিয়ান নং ১৯৮০ ও ১৭৮৯/২, প্রেমিসেস নং ২৮২/৩২, ডায়মণ্ড পার্ক, ওয়ার্ড নং ১৪৪, থানা- হরিদেবপুর (পূর্বতন ঠাকুরপুকুর), জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১০৪, দলিল নং I-০৭৭৭৫/২০২৩ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক: মিঃ কুণাল সর্দার, পিতা- অশোক সর্দার। চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- ১৬ ফুট চওড়া চলাচলের পরিসর; দক্ষিণ- প্লট নং ৭৯১; পূর্ব- ১৬ ফুট চওড়া চলাচলের পরিসর; পশ্চিম- প্লট নং ৭৯০। দায়: জানা নেই	₹ ৭৩,১৮,৬১১.০০ তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল ও চার্জ	২০.১১.২০২৬ দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা (১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণে)	₹৭৬,৪৭,০০০.০০ ₹৭,৬৪,৭০০.০০ ₹১০,০০০.০০	বাস্তবিক	যে কোনও কাজের দিনে (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টে) আগাম যোগাযোগ করে আসবেন
৪	রাজা নস্কর	‘সম্পূর্ণ অ্যাপার্টমেন্ট’ নামক (জি+৪) তলবিশিষ্ট বহুতল বিল্ডিংয়ের ফার্স্ট ফ্লোরে উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম ভাগে দুটি বেডরুম, একটি লিভিং কাম ডাইনিং, একটি কিচেন, একটি টয়লেট, একটি ডব্লিউসি, একটি ব্যালকনি নিয়ে গঠিত সামান্য কমবেশি ৬৮০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট ও ‘১এ’ নম্বরযুক্ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক মালিকানাধীন ফ্ল্যাটের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- মাঠকল, জে এল নং ১৫, রে সা নং ১৭১, তৌজি নং ১৭২/১৭৩, আর এস এবং এল আর দাগ নং ১৩৫০, আর এস খতিয়ান নং ৪৭৩, এল আর খতিয়ান নং ১৭২/১৭৩, আর এস এবং এল আর দাগ নং ১৩৫০, আর এস খতিয়ান নং ৪৭৩, এল আর খতিয়ান নং ৪১৪৬, ৪১৪৭, ৪১৪৮, ৪১৪৯, সাউথ দমদম মিউনিসিপ্যালিটির ০১ নং ওয়ার্ডের

হ্যাটট্রিক মিসেও উজ্জ্বল প্রদীপ্ত

অগ্নি পাণ্ডে

সতীর্থরা তাঁকে ডাকেন ‘পিপি’। অনেকটা ‘পিকচার পারফেক্ট’।

ঘটনা, ছবির মতোই তাঁর পারফরমেন্স। একাই প্রায় শেষ করে দিলেন কেরলকে। বাংলা শিবির জুড়ে তাই একটাই নাম— ‘পিপি’। প্রদীপ্ত প্রামাণিক।

বাঁহাতি স্পিনারের ভেলকিতে কেরলের বিরুদ্ধে সরাসরি জয়ের গন্ধ বাংলা শিবিরে। বুধবার কেরলের মঙ্গলাপুরমে তৃতীয় দিনে বিপক্ষকে একাই ঘায়েল করলেন প্রদীপ্ত। দ্বিতীয় ইনিংসে হ্যাটট্রিকের সুযোগ হারিয়েও সপ্রতিভ। তৃতীয় দিনের শেষে ম্যাচের পরিস্থিতি এরকম, বাংলাকে জেতার জন্য ৬টি উইকেট নিতে হবে। দ্বিতীয় ইনিংসে কেরল (৫৩/৪) এখনও ৩৫৫ রানে পিছিয়ে। ক্রিকেট মানেই অনিশ্চয়তা। সেটা মাথায় রেখেও বলা যায়, চূড়ান্ত অঘটন না ঘটলে বাংলা আবার সরাসরি জয়ের দিকে এগিয়ে রয়েছে।

তৃতীয় দিন বাংলার এই পারফরমেন্সের নেপথ্য নায়ক সেই প্রদীপ্ত। দ্বিতীয় দিনের শেষে কেরলের প্রথম ইনিংসে রান ছিল ১০১/৬। তৃতীয় দিনের শুরুতে লাঞ্চের অনেক আগেই কেরল এক্সপ্রেসকে থামিয়ে দেন প্রদীপ্ত (৪/৪৪)। তৃতীয় দিন সকালে ৩টি উইকেট প্রদীপ্তর। প্রথম ইনিংসে কেরল ১৪১ রানে অলআউট। তখনই বাংলা এগিয়ে ছিল ২০৯ রানে। তারপর দ্বিতীয় ইনিংসে দ্রুত রান তোলার দিকে নজর দেন বাংলার ব্যাটাররা। সেই সুবাদে উইকেটও পড়তে থাকে। দ্বিতীয় ইনিংসে মঙ্গলাপুরমের বাইশ গজে কেরলের স্পিনারদের দাপটের সামনে পাল্টা রানের গতি বজায় রাখেন অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরন (৫৯ বলে ৪৭, ৪ চার), সুদীপ চ্যাটার্জি (৩৯ বলে ৩৪, ৪ চার), অভিষেক পোড়েল (৩৮ বলে ২১, ৩ চার), শাহবাজ আহমেদ (৪০ বলে ২০, ২ চার) এবং মহম্মদ সামি (১৯ বলে ২৬, ৩ ছয়)। প্রদীপ্তও ১৩ রান যোগ করেন বাংলার স্কোরবোর্ডে (১৯৮)। কেরলের সামনে ৪০৮ রানের টার্গেট রাখে বাংলা। দ্বিতীয় ইনিংসে কেরলের জলজ সাক্সেনা (৫/৭০) এবং আদিত্য সারওয়াতে (৩/৭২) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।



প্রদীপ্ত প্রামাণিকের সঙ্গে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা।

দ্বিতীয় ইনিংসে কেরলের স্পিনারদের দাপট দেখে বাংলার অধিনায়ক ঈশ্বরন সামির সঙ্গী হিসেবে ওপেনিং বোলিং জুটিতে জুড়ে দেন প্রদীপ্তকে। খেলা জমিয়ে দেন এই বাঁহাতি স্পিনার। কেরল ওপেন করতে পাঠিয়ে ছিল অভিজ্ঞ জলজকে। কেরল ইনিংসের স্পিনের মোচড় দেন প্রদীপ্ত। ৩.৩ ওভার এবং ৩.৪ ওভারে পরপর দুটি উইকেট নিয়ে কেরলকে প্রবল ধাক্কা দেন প্রদীপ্ত। সামনে হ্যাটট্রিকের সুযোগ। হ্যাটট্রিক করতে না পারলেও শেষ পর্যন্ত দিনের শেষে প্রদীপ্তর স্পিনেই কুপোকাত জলজ এবং শচীন বেবিও। তৃতীয় দিনে দ্বিতীয় ইনিংসে প্রদীপ্তর বোলিং গড় (১০-২-২১-৪) নজর কাড়ার মতোই। যা জয়ের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

এখানেই সতর্ক বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা। বুধবার বলছিলেন, ‘৬টা উইকেট ফেলতে হবে। এখানে ভয়ঙ্কর গরম। তাই ফলোঅন করানো হয়নি। চতুর্থ ইনিংসে ব্যাট করার কোনও মানে হয় না। হ্যাঁ, প্রদীপ্ত হ্যাটট্রিক চান্স মিস করল। খুব ভাল বোলিং করছে। গোটা বোলিং বিভাগ নিংড়ে দিয়েছে। আশা করছি যেটা দরকার সেটা কালকে হয়ে যাবে। এই জায়গা থেকে ম্যাচ ছেড়ে আসার কোনও জায়গা নেই।’ আশার আলো বাংলার সেই স্পিনত্রয়ীকে নিয়ে। যেখানে মধ্যমণি প্রদীপ্তই।

সংক্ষিপ্ত স্কোর: বাংলা: প্রথম ইনিংস ৩৫০, দ্বিতীয় ইনিংস ১৯৮, অভিমন্যু ৪৭, সুদীপ চ্যাটার্জি ৩৪, জলজ সাক্সেনা ৫/৭০, সারওয়াতে ৩/৭২। কেরল: (গতকালের ১০১/৬-এর পর) প্রথম ইনিংস ১৪১, বিষ্ণু ৪১, প্রদীপ্ত ৪/৪৪, সামি ৩/৩৫, শাহবাজ ২/২২, দ্বিতীয় ইনিংস ৫৩/৪, জলজ ১৮, বিষ্ণু অপরাজিত ১৯, প্রদীপ্ত ৪/২১

কাইফের বদলি

আজকালের প্রতিবেদন: মঙ্গলবার ক্যাচ ধরতে গিয়ে চোট পেয়েছিলেন। বুধবার মাঠেই নামতে পারেননি বাংলার জোরে বোলার মহম্মদ কাইফ। কনকাসন সাব হিসেবে তাঁর বদলে মাঠে নামলেন সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল। সূত্রের খবর, কাইফ এখন অনেকটাই সুস্থ। এমআরআই হবে। চার-পাঁচ দিন বিশ্রাম পেলেই সুস্থ হয়ে উঠবেন।



অভিষেকের এই সেলিব্রেশন নিয়ে শুরু হয়েছে চর্চা। ছবি: এক্স

ঝড় তুলে ধ্যানমগ্ন হয়ে কী বার্তা দিতে চান অভিষেক?

আজকালের প্রতিবেদন

শতরান করার পরই মাঠের মাঝে বসে পড়লেন। চোখ বন্ধ করে তিনি যেন ধ্যানমগ্ন এক ঋষি। অথচ, একটু আগেই ব্যাট হাতে চালিয়েছেন তুমুল তাণ্ডব। ৩৫ বলে শতরান করতে গেলে কী পরিমাণ ঝড় তুলতে হয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তারপরই এমন নিশ্চুপ কেন? কী বার্তা দিতে চাইলেন অভিষেক শর্মা?

কথায় আছে, যিনি রাঁধেন, তিনি চুলও বাঁধেন। অভিষেক শর্মা যেমন ঝড় তোলেন, তেমনই শান্তও থাকতে জানেন। ক্রিকেট মাঠে যে অভিষেককে দেখা যায়, তার বাইরেও অন্য এক অভিষেক আছেন। যে অভিষেক অনেকটাই অচেনা। বাবা এবং ছেলেবেলার কোচ রাজকুমার শর্মার সাক্ষাৎকার থেকে কিছুটা আভাস পাওয়া গেল।

অভিষেকের দিন শুরু হয় ভোর চারটেয়। ক্রিকেট ব্যাট হাতে নেওয়ার আগেই চলে নানা কসরত। দৌড়, ব্যায়ামের পর্ব যেমন চলে, তেমনই অনেকটা সময় কাটে জিমন্যাসিয়ামে। তারপর লম্বা সময় ধরে চলে সাঁতার। ছোট থেকে এমন রুটিনেই বেড়ে উঠেছেন অভিষেক। শুরুতে বাবার তালিম যেমন পেয়েছেন, তেমনই লকডাউনের সময় ছিলেন যুবরাজ সিংয়ের বাড়িতে। সেখানেও কিছু নতুন রুটিন যোগ হয়েছে। কখনও যেমন গল্‌ফ খেলতে দেখা যায়, তেমনই বল ছাড়াই ব্যাট হাতে চলে নানা কসরত। সেটা অবশ্য শিখেছেন ব্রায়ান লারার কাছে।

তাঁর ব্যাটিংয়ে ফুটওয়ার্ক যেমন থাকে, তেমনই থাকে পাওয়ার। একেকটা ছক্কা গিয়ে পড়ে গ্যালারিতে। এই শক্তির পিছনেও রয়েছে বিশেষ অনুশীলন। ক্রিকেট মানে তো শুধু চার-ছয়ের খেলা নয়। দ্রুত রান তুলতে উইকেটের মাঝে দ্রুত দৌড়নোর জন্য চাই আলাদা প্রস্তুতি। ফিল্ডিংয়ের পিছনেও দিতে হয় অনেকটা সময়। এছাড়া শিবিরে থাকার সময় অন্যরা যা করেন, তা তো করতেই হয়। এক শহর থেকে অন্য শহরে যাওয়ার ধকল যেমন থাকে, তেমনই অনেক রুটিন ওলট-পালট হয়ে যায়। তেমনই ক্রিকেট জীবনেও নানা চড়াই-উতরাই থাকে। তার জন্য থাকে বিশেষ মেডিটেশন। মনঃসংযোগ ধরে রাখতে চলে বিশেষ অনুশীলন। একদিকে জাতীয় দলের চাপ, অন্যদিকে আইপিএল। টানা সূচির মাঝে মন বিক্ষিপ্ত হওয়ারই কথা। ফোকাস ধরে রাখা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। তাই মেডিটেশনের পিছনে বিশেষ নজর দিতেই হয়। শতরানের পর ধ্যানমগ্ন হয়ে হয়তো সেই বার্তাই দিতে চান অভিষেক।



শতরানের পর ৬ উইকেটে নজির মুশিরের

আজকালের প্রতিবেদন

রনজি ট্রফির ম্যাচে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে বেশ চাপে হরিয়ানা। মুম্বইয়ের ৪৩০ রানের জবাবে হরিয়ানা প্রথম ইনিংসে শেষ ২৭০-এ। একাই ৬ উইকেট নিয়েছেন মুশির খান। উল্লেখ্য, ব্যাট হাতেও সফল ছিলেন মুশির। করেছিলেন শতরান (১০৯)। একই রনজি ট্রফির ম্যাচে শতরান এবং পাঁচ উইকেটের নজিরে মুশির হলেন ষষ্ঠ মুম্বই ক্রিকেটার। সেই তালিকায় অন্যতম নাম রবি শাস্ত্রী। ১৯৯০-৯১ মরশুমে এই নজির গড়েছিলেন শাস্ত্রী। ফলোঅন করে বুধবার তৃতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে হরিয়ানা ৭৩/২। বরোদার ৬১৬ রানের জবাবে গতবারের চ্যাম্পিয়ন জম্মু ও কাশ্মীর প্রথম ইনিংসে থামল ৩০৩ রানে। শতরান কামরান ইকবাল (১২১) এবং উমর নাজির মীরের (১০১)। ফলোঅন করে দ্বিতীয় ইনিংসে জম্মু ও কাশ্মীর ৮/১। আর একটি ম্যাচে উত্তরপ্রদেশ অলআউট ৩৩৩ রানে। করণ শর্মার শতরান (১৬৭)। কিন্তু ব্যর্থ রিঙ্কু সিং (০)। জবাবে পুদুচেরি শেষ ১৭২-এ। ফলোঅন করে দ্বিতীয় ইনিংসে পুদুচেরি বিনা উইকেটে ৩৯। গুজরাটের ২২৩-এর জবাবে মহারাষ্ট্র ৩৩০। দ্বিতীয় ইনিংসে গুজরাট ২২৭/৩। আর্য দেশাই অপরাজিত ১৩২।

খেলার খুচরো

মুকুটহারা জাদেজা

ছিলেন টেস্টে সেরা অলরাউন্ডার। আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ স্থান হারালেন রবীন্দ্র জাদেজা। চার বছরের বেশি সময় ধরে এই মুকুট ছিল তাঁর মাথায়। শীর্ষে এলেন মার্কো জানসেন। একইসঙ্গে বোলিংয়ের র‍্যাঙ্কিংয়েও এক নম্বরে জানসেন। টি২০ ব্যাটিংয়ে এক নম্বর জায়গা ফিরে পেলেন অভিষেক শর্মা।

ভাল জায়গায়

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভাল জায়গায় অস্ট্রেলিয়া। কেপ টাউনে দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনের শেষে অসিরা ৩৩০/৪। লিড ১ রানের। ম্যাট রেনশ ৭৪, ক্যামেরন গ্রিন ৬৫। জশ ইংলিস অপরাজিত ৮৫। প্রথম দিন দক্ষিণ আফ্রিকা গুটিয়ে গিয়েছিল ৩২৯ রানে। মিচেল স্টার্ক একাই নিয়েছিলেন ৬ উইকেট।

শতরানের মুখে

শতরানের মুখে দাঁড়িয়ে ওপেনার শাদমান ইসলাম। প্রথম দিনের শেষে তিনি অপরাজিত আছেন ৯৯ রানে। মিরপুরে শুরু হল বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টেস্ট। মন্দ আলোর জন্য ৭৪ ওভারেই খেলা বন্ধ। দিনের শেষে বাংলাদেশের সংগ্রহ ২১৩/৩। তৌহিদ হৃদয় আহত ও অবসৃত ৪২।

বিদায় আর্সেনালের

ইংলিশ লিগ কাপে বিদায় আর্সেনালের। চতুর্থ রাউন্ডের ম্যাচে টাইব্রেকারে (৫-৩) তারা হারল ফ্লিটউডের কাছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচের ফল ছিল ১-১। খেলার ২১ মিনিটে ফ্লিটউডের গোলদাতা অ্যারন লাওপালো। ৫০ মিনিটে আর্সেনালকে সমতায় ফেরান ভিক্টর গিওকোরেস। আর্সেনালের ম্যাক্স ডাওম্যান লাল কার্ড দেখেন।

দিল্লির ড্র

আইএসএলে এগিয়ে থেকেও ড্র এসসি দিল্লির। ফতোরদা স্টেডিয়ামে এফসি গোয়ার সঙ্গে ম্যাচের ফল ১-১। ৫১ মিনিটে জুয়ান সেবাস্টিয়ান পেনার গোলে এগিয়ে যায় দিল্লি। দ্বিতীয়ার্ধে সংযুক্তি সময়ে গোয়ার হয়ে সমতা ফেরান অ্যালেক্স ভায়েহো। ২ পয়েন্ট নিয়ে আটে রইল গোয়া। এগারোয় আছে দিল্লি (১)।

পারফরমেন্সে খুশি নন হাবাস

আজকালের প্রতিবেদন

এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-র মতো প্রতিযোগিতায় অ্যাওয়ে ম্যাচ থেকে এক পয়েন্ট পেল ইস্টবেঙ্গল। খালি চোখে দেখতে গেলে ওমানের মাঠে এই পারফরমেন্স খারাপ নয়। কিন্তু কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের লক্ষ্যপূরণে বেশ ধাক্কা দিয়েছে মঙ্গলবারের ড্র। পরে আল শোর্তা বনাম আল হুসেনের ম্যাচ ড্র হওয়ায় অবশ্য লাল-হলুদের এখনও পরের রাউন্ডে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ওমানের মাঠ থেকে পুরো পয়েন্ট এলে দল যে অনেকটাই সুবিধাজনক জায়গায় থাকত, তা বিলক্ষণ জানেন এই স্প্যানিশ কোচ। তাই কিছুতেই তাঁর আক্ষেপ যাচ্ছে না।

তবে বাস্তব জানেন হাবাসও। পরপর ম্যাচ খেলতে হচ্ছে ইস্টবেঙ্গলকে। সঙ্গে বিমানযাত্রার ধকল তো আছেই। আর সেই ক্লান্তিতেই দলের ফুটবলাররা যে নিজেদের সেরাটা দিতে পারেননি, সেটাই মনে করছেন হাবাস। আল সিব ম্যাচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, ‘একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, যে এই ম্যাচে দলের পারফরমেন্সে আমি খুশি হতে পারিনি। তবে আমার মনে হয় ফুটবলাররা ভীষণ ক্লান্ত ছিল। কারণ, আমরা এর থেকে অনেক ভাল ফুটবল খেলতে পারি। প্রতিপক্ষ অনেক বেশি পরিশ্রমী ফুটবল খেলেছে। যা আমাদের কাজটা কঠিন করে দিয়েছিল। আমাদের পরপর বিমানযাত্রা পরিশ্রম করার ক্ষমতা কমিয়ে দিয়েছিল। তবে আমি বিশ্বাস করি, আল সিবের বিরুদ্ধে সামনের হোম ম্যাচে ফুটবলাররা নিজেদের ১০০ শতাংশ দিতে পারবে।’

আপাতত ইস্টবেঙ্গল কোচের পাখির চোখ যুবভারতীতে আল সিব ম্যাচ। ওমানের দল নিজেদের ঘরের মাঠে যে ফুটবল খেলেছে, তাতে ইস্টবেঙ্গলের এই ম্যাচ না জিততে পারার কোনও কারণ নেই। তবে এই সময়ের মধ্যে নিজেদের ক্লান্তি কাটিয়ে উঠতে হবে রশিদ, ড্যানিদের। ইস্টবেঙ্গলকে যদি পরের রাউন্ডে যাওয়ার বাস্তব সম্ভাবনা বাঁচিয়ে রাখতে হয়, তাহলে এই ম্যাচ জেতা ছাড়া আর পথ খোলা নেই। ফুটবলারদের সতেজ রাখার জন্য ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দল নামাচ্ছেন হাবাস। এখন দেখার, এই ম্যাচে নিজের সেরা একাদশ তিনি মাঠে নামান কি না।

দুই প্রধানের জন্য যুবভারতীর স্টেডিয়াম ফি মকুব

আশ্বাস ডিম্পেরিস, শুভাশিসের

আজকালের প্রতিবেদন

ক্লাব লনে সাজিয়ে রাখা কলকাতা লিগের ট্রফি ও আইএফএ শিল্ড। সদস্য, সমর্থকরা সেই নিয়ে দেদার ছবি, সেলফিতে মজে। বুধবার দুপুরে ঘড়ির কাঁটা ৩টে পেরোতেই সবাই জড়ো হলেন লনের একপাশে। ততক্ষণে ক্লাবে হাজির হয়েছেন বাগান কোচ পানাগিওটিস ডিম্পেরিস, অধিনায়ক শুভাশিস বসু ও সুহেল ভাট। তাঁদের পাশাপাশি ক্লাব সভাপতি দেবাশিস দত্ত, সচিব সৃঞ্জয় বসু, প্রাক্তন ফুটবলার মানস ভট্টাচার্য-সহ অন্যান্য ক্লাব কর্তাদের উপস্থিতিতে হল পতাকা উত্তোলন পর্ব।

কলকাতা লিগ ও আইএফএ শিল্ড জয় উদযাপনের মঞ্চ থেকে ডিম্পেরিসের বার্তা, ‘কলকাতার আকাশে আবার মোহনবাগানের পতাকা উড়ল। আমাদের পাশে থাকার জন্য সমর্থকদের অনেক ধন্যবাদ। আমি গর্বিত। আগামী দিনে আইএসএলে দল আরও ভাল খেলবে।’ এদিন তাঁকে ঘিরে সমর্থকদের উন্মাদনায় যেন নতুনভাবে শুরুর অক্সিজেন পেলেন বাগান কোচ। তাঁর কথার রেশ ধরেই শুভাশিস বলেন, ‘এই মরশুমের দুটো ট্রফি এসেছে। এবার লক্ষ্য আইএসএল শিল্ড ও কাপ জয়। তার জন্য আমাদের আরও সঙ্ঘবদ্ধ ফুটবল খেলতে হবে। আইএসএল লম্বা লিগ। প্রত্যেকটি পয়েন্ট গুরুত্বপূর্ণ। আপাতত সামনে যে ম্যাচ আছে, সেটা জেতার ওপরই ফোকাস করছি।’ কোচের পাশে থাকার বার্তা দেন ক্লাবের দুই শীর্ষকর্তা। দেবাশিসের কথায়, ‘সাম্প্রতিক অতীতে কোচরা শুধু দল নিয়েই ভাবত। কিন্তু ডিম্পেরিস দলের পাশাপাশি ক্লাব নিয়েও ভাবেন। ওঁর ক্লাবের প্রতি আবেগ আমরা সম্মান করি।’ সৃঞ্জয় বলেন, ‘লম্বা লিগ। চড়াই-উতরাই থাকবে। ডিম্পেরিসের ওপর আমাদের আস্থা আছে।’



সমর্থকদের মাঝে ক্লাবে পতাকা উত্তোলন করছেন শুভাশিস, সৃঞ্জয়, দেবাশিস এবং ডিম্পেরিস।

এদিন বাগান সভাপতি জানান, আইএসএলের বাকি ম্যাচগুলি যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে খেলার জন্য মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলকে স্টেডিয়াম ফি দিতে হবে না। এই নিয়ে দু’পক্ষ থেকেই রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ-র কাছে আবেদন করা হয়েছিল। তিনি দুই প্রধানের অনুরোধে সাড়া দেন। এই নিয়ে ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, ‘মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল বাংলার গর্ব। রাজ্যের ফুটবলের স্বার্থে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আইএসএলে দুই প্রধান বিনামূল্যে যুবভারতী ব্যবহার করতে পারবে।’

মহমেডানে আশার আলো

আজকালের প্রতিবেদন

মহমেডান স্পোর্টিংয়ে কো স্পনসর হিসেবে যুক্ত হচ্ছে লাক্সারি লিভিং ফার্নিচার। বৃহস্পতিবার দু’পক্ষের মধ্যে সইপর্ব হওয়ার কথা। শুক্রবার সরকারিভাবে ঘোষণা হবে। বুধবার ক্লাবে মহমেডান কর্তাদের সঙ্গে চূড়ান্ত আলোচনা করেন লাক্সারি লিভিং ফার্নিচারের কর্ণধার সম্রাট রায়। তিনি বলেন, ‘মহমেডানের আর্থিক সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করব।’

এদিকে, এদিন থেকেই ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগের প্রস্তুতিতে নেমে পড়ল সাদা-কালো ব্রিগেড। সূত্রের খবর, ফুটবলারদের তিন মাস বকেয়া বেতনের এক মাস মেটানো হয়েছে। মহীতোষ রায়, অ্যাডিসন সিং, ফারদিন আলি মোল্লা, ইসরাফিল দেওয়ান-সহ ১০ জন ফুটবলার বুধবার অনুশীলন করেন। বৃহস্পতিবার ভিনরাজ্যের কয়েকজন ফুটবলারের অনুশীলনে যোগ দেওয়ার কথা। শনিবার শিলং লাজংয়ের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছাড়াই সেই ম্যাচ দিয়ে আইএফএল অভিযান শুরু করবে মহমেডান।



নীরজ যাদব। ফাইল ছবি

প্যারা অ্যাথলিট নীরজের আত্মহত্যা

আজকালের প্রতিবেদন

ভারতের ক্রীড়া জগতে শোকের ছায়া। আত্মহত্যা করলেন ভারতের নামী প্যারা অ্যাথলিট নীরজ যাদব। জানা গিয়েছে, বিষপান করে তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন। মঙ্গলবার রাতে দিল্লির মওজপুর মেট্রো স্টেশনের কাছে নিজের কালো স্করপিও গাড়ির ভেতর নীরজের দেহ উদ্ধার হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। বয়স হয়েছিল ৪২ বছর। নীরজ রেখে গেলেন স্ত্রী এবং তিন বছরের মেয়েকে। ডোপ পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে দীর্ঘ সময় নির্বাসিত ছিলেন নীরজ। ফলে জাপানের নাগোয়ায় সদ্য সমাপ্ত প্যারা এশিয়াডে অংশ নিতে পারেননি তিনি। মনে করা হচ্ছে অবসাদেই এমন চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নীরজ।

২০১৮ সালে জাকার্তায় অনুষ্ঠিত প্যারা এশিয়ান গেমসে জ্যাভেলিন থ্রোয়ে সোনা জিতেছিলেন নীরজ। তারপর ২০২৩-এ হাংঝৌ প্যারা এশিয়াডে জ্যাভেলিন এবং ডিসকাস থ্রোয়ে সোনা জেতেন তিনি। কিন্তু যাবতীয় সমস্যার সূত্রপাত তারপরেই। হাংঝৌ প্যারা এশিয়াড শেষ হওয়ার পরেই ডোপ পরীক্ষা হয় নীরজের। তাঁর নমুনায় পাওয়া যায় নিষিদ্ধ উপাদান (স্ট্যানোজোলল)। এই রিপোর্ট ন্যাশনাল অ্যান্টি ডোপিং এজেন্সি (নাডা) পাঠায় ওয়ার্ল্ড অ্যান্টি ডোপিং এজেন্সিকে (ওয়াডা)। এরপর কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয় ওয়াডা। হাংঝৌ প্যারা এশিয়াডের দুটি সোনার পদকই কেড়ে নেওয়া হয় নীরজের থেকে। তাঁকে চার বছর নির্বাসিত করা হয়। সেই নির্বাসনের মেয়াদ শেষ হত ২০২৭-এ। এমনকী, সরকারের পক্ষ থেকে যে আর্থিক পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল ’২৩-এ, তাও দেওয়া হয়নি নীরজকে। সেই থেকেই ক্রমশ অবসাদের অতলে ডুবতে শুরু করেন তিনি। নির্বাসিত থাকায় এবার জাপানে প্যারা এশিয়াডেও অংশ নিতে পারেননি নীরজ। তার জের ধরেই বুধবার এল চরম দুঃসংবাদ। দিল্লির একটি হাসপাতালে নীরজের ময়নাতদন্ত হয়েছে। ভারতের প্যারা অ্যাথলেটিক্স দলের কোচ এস সত্যনারায়না বলেছেন, ‘খুবই মর্মান্তিক ঘটনা। কিছুতেই মানতে পারছি না।’

সাত-আট বছর বয়সে পোস্ট-পোলিও রেসিডুয়াল প্যারালিসিস (পিপিআরপি) ধরা পড়ে নীরজের। প্রাথমিকভাবে হুইলচেয়ার টেনিসে অংশ নিতেন তিনি। পরবর্তী সময়ে নীরজ প্যারা অ্যাথলেটিক্সে চলে আসেন। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে নিজের প্রতিভার ছাপ রেখেছিলেন নীরজ। এফ৫৫ বিভাগে অংশ নিতেন তিনি, যেখানে ছিল শট পাট, জ্যাভেলিন এবং ডিসকাস থ্রো। পুলিশ জানিয়েছে সোনিপতে একটি অনলাইন স্পোর্টস অ্যাকাডেমি চালাতেন নীরজ। তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে শোকস্তব্ধ প্যারালিম্পিক চ্যাম্পিয়ন সুমিত আন্টিল। বলেছেন, ‘আমি বিধ্বস্ত। কী বলব, ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।’

